সংকীর্ত্তন।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস-প্রণীত।

ঢাকা, ভাওয়াল-খিতপুর।

ঢাকা জজ্‌কোর্টের ট্রেন্স্‌লেটার
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ও
অন্যান্য কতিপয় বান্ধব জনের যত্ন
ও উৎসাহে ঢাকা-ব্রাহ্মণ কিত্তা
শ্রীশ্রী৺হরি সংকীর্ত্তন
সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ঢাকা।
আদর্শ-প্রেসে।
শ্রীসেক আবদুলগণি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৯।

মূল্য।০ চারিআনা।

উৎসর্গ।

পিতঃ !

ক্রীড়াসক্ত অবোধ শিশুর ধূলি-বিরচিত দ্রব্য-জাত অন্যের নিকট অবহেলার সামগ্রী হইলেও, সন্তানের আবদার রক্ষার্থ পুত্রবৎসল পিতা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন না। কেবল সেই ভরসাতেই আজ এই ক্ষুদ্র সংকীর্ত্তন বহিখান তোমার সম্মুখে রাখিয়া মুখ চাহিয়া রহিলাম; দেখিও যেন বালকের কাঁদিতে না হয়।

তোমার দয়ার ভিখারী

দুর্গাপ্রসাদ।

শুদ্ধিপত্র। *

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	১৬	নয়ম	নয়ন।
৪	২০	বলে	ব'লে।
৫	৪	আমার	আমায়।
৫	২০	করে	ক'রে।
৬	১২	গোলক	গোলোক।
৯	১	ধ্বনী	ধ্বনি। †
৯	১৯	গোলকে থেকে	(গোলোকে থে'কে)
১০	১৩	চিনিতে	চিন্‌তে।
১১	২	ভূলত	ভুল্‌তে।
১২	৪	বাকী	বাকি।
১৫	১৬	দেখা	দেখা।
১৯	২০	পাবিনে	পাবিনে।
২৭	২০	বালূ	বালু।
২৮	১২	করে	ক'রে।
২৮	২৩	সাতার	সাঁতার।
৩২	৫	এন্‌নি	এম্‌নি।
৩৪	২	ঝাপ	ঝাঁপ।
৩৭	৪	গোপীকায়	গোপিকায়।

* পাঠক ও পাঠিকাগণ! শুদ্ধিপত্র দৃষ্টে অশুদ্ধ স্থলগুলি সর্ব্বাগ্রে সংশোধন করিয়া লইবেন।

† যে যে স্থলে "ধ্বনী" আছে সর্ব্বত্রই "ধ্বনি" হইবে।

৩৯	১৬	চুম্বিত	চুম্বিত।
৪৪	১১	দিয়ে	নিয়ে।
৪৮	৫	পার	পাব।
৪৯	১৮	হয়রে	হ'য়েরে।
৫০	৮	ধরং	বরং।
৫৪	১৩	সাথী	সাথী।
৬৪	২০	জনেনা	জানেনা।
৬৬	৪	বেঁচে	বেঁচে।
৭২	১	পেরেছ	পেয়েছ।
৭৪	১	মধূর	মধুর।
৭৭	১৪	মধূ	মধু।
৭৮	৪	জগত	জগৎ।
৭৯	৬	সূধার	সুধার।
৭৯	৮	তত্ব	তত্ত্ব।
৮৮	৫	যূগল	যুগল।
৮৮	৬	সুখী	সুখী।
৮৮	১১	ভূ'লে	ভু'লে।
৮৯	১৩	মুসুন্দ	মুকুন্দ।
৮৯	১৫	প্রণের	প্রাণের।
৮৯	২০	দৃন্দাবনে	বৃন্দাবনে।
৯১	১৭	পারে	পারি।
৯২	৮	বেচে	বেঁচে।
”	১০	বর্ণিতে	বনিতে।
”	১১	বেচিতে	বেঁচিতে।

৯২	২৩	ফ্রিরাবে	ফিরাবে।
৯৪	৭	দে'থ	দে'খে।
৯৬	২১	প্রভান্ত	প্রবল।
৯৭	১৩	গিরে	গিয়ে।
১০১	১০	ভুলিবনা	ভুলিবনা।
„	১৬	ভাইবে	ভাইয়ে।
১০৪	১৪	ভার্টিয়ালে	ভাটিয়ালে।
১০৬	১	একবাব	একবার।
১০৬	১৩	দেথে	দে'খে।
১০৬	১৩	স্থাম	শ্যাম।
১১০	১৮	মালতি	মালতী।
১১৪	৩	নাচাবে	নাচাব।
১১৬	৯	তোমায়	তোমার।
১১৭	৭	উদ্ধব	উদ্ধব। (দাঁড়ি হবে)
১১৮	৭	লই	নই।
১২১	১৫	য়াধা	রাধা।
১২২	১৮	কূল	কুল।
১২২	১৯	সন্মিলন	সম্মিলন।
১৪২	১৮	রাধা	রাধা। (দাঁড়ি হবে)
১৪৩	১০	স্বের	স্বরে।
১৪৪	১৪	ধ্বনী	ধ্বনি।
১৫৬	১৭	ধুলায়	ধূলায়।

সূচীপত্র ।



প্রথম-তরঙ্গ ।

নাম-সংকীর্ত্তন ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রেম-ভক্তি।

তৃতীয়-তরঙ্গ।

ব্রজ-লীলা।

চতুর্থ-তরঙ্গ।

শ্যাম-সংকীর্ত্তন।

সংকীর্ত্তন।

প্রথম তরঙ্গ।

নাম-সংকীর্ত্তন।

১

এস হে, ওহে শচীর ধন প্রাণ, সংকীর্ত্তনের শিরোমণি নবদ্বীপের চাঁদ।

১। তোমার শ্রীরাধিকার দোহাই লাগে হে, কর এ আসরে অধিষ্ঠান; দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে, তুমি দয়ালের শিরোমণি এসহে; গৃহ পরিজন, করি বিসর্জ্জন, গৌরাঙ্গ করঙ্গ-ধারী; প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমে টলমল, নদিয়া বিভোর করি (হরি হরি ব'লে), দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে, কর এ আসরে অধিষ্ঠান।

২। কোথা নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ময়; কর প্রেমানন্দে সুধাদান; দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে, তুমি দয়ালের শিরোমণি এসহে; (দারুণ) মাধার প্রহারে; রুধির বহে ধারে, তবু তারে দয়া করি; তুমি দিয়ে হরিনাম, দিলে সুরধাম, আমিযে ভাসিয়ে ফিরি (ভব নদীর জলে); দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে, কর প্রেমানন্দে সুধাদান।

উপজ।

এস সংকীর্ত্তনের শিরোমণি গউরহরি। একবার এস, এস গউর, তোমার ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে হে, এস ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে গউর হরি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২

এসহে গৌরাঙ্গ আমার,জীবনের জীবন। ভাইরে তুই যে আমার কালিয়াসোণা, আছে কি না আছে স্মরণ (গৌরাঙ্গ আমার)।

১। নাই সে সাধের মোহন চূড়া (আমার কালিয়া সোণা), নাই সে বাঁশী গুঞ্জ ছড়া, নাই পীত বসন; দেখি এলায়েছ কেশ, ধরিয়েছ বেশ, হরিতে জগত মন; কয়দিন থাকবি ঢাকা, আমায় ফেলে একা (তোরে না দেখে প্রাণ যায়না রাখা), তোরে কেমন কেমন যায়রে দেখা, ধরা দেয় বাঁকা নয়ন।

২। তোর মত ভাই দয়াল কে আর, (হরি) নাম বিলা'তে লয়েছ ভার, তারণ কারণ; সবে দিয়ে হরিনাম, নিবে মোক্ষধাম, না থাকিবে একজন, এবার রোগ বুঝিয়ে আলি নাম লইয়ে, (ভাই তোর আপন সুখে ডালি দিয়ে), যেন তোর সনে ভাই নেচে গেয়ে, করে যাইরে দিন যাপন।

৩। আমায় এত ভালবেসে, সেধে দেখা দিলে এসে, হৃদয় রতন; ভাইরে এত দিনের পরে, পেয়েছি আজ তোরে, রাখিতে না দেখি স্থান; আয়রে কোলে করি, চাঁদ বদন হেরি, (তোমার বিধু মুখে বল হরি), ভাই তোর ভক্তগণ সঙ্গে করি, শুনারে নাম সংকীর্ত্তন (ঐ নাম তোর মুখে ভাই মিঠা লাগেরে)।

৩

নমো নারায়ণ, দীন পরায়ণ, নবীন মুরতি ভাতিরে।

কিবা রামরূপ সঙ্গ, গোপাল ত্রিভঙ্গ, একাঙ্গ গৌরাঙ্গহরি রে।

১। কিবা নব দুর্ব্বাদল, শ্যামল কোমল, যুগল কমল করে; কিবা শোভে শরধনু, প্রেমময় তনু, ভীত জন ভয় হারী রে।

২। কিবা নিকুঞ্জ বিহারী, মুকুন্দ মুরারি, বাঁশরী অধর করে, বাঁশী রাধা নামে সাধা, রাধা প্রেমে বাঁধা, কাঁদা স্বরে রাধা বাজেরে।

৩। কিবা কষিত হেমাঙ্গ, ভূষিত গৌরাঙ্গ, পাচনী করঙ্ক সাজে; কেঁদে বলে হরি হরি, যারে তারে ধরি, হরি প্রেমে হরি মাতিরে।

৪। যদি দেখিবে এ রঙ্গ, করি খেলা সাঙ্গ, কুসঙ্গ কুরঙ্গ ছাড়ি; কেন চলনা মন ধেয়ে, কাঙ্গালেরে লয়ে, বিপদে শ্রীপদ ভাবিরে।

৪

ভাই তুই চুপ থাক মাধা, শুন্‌তে দে, নিতাই কিবা বলতেছে।

কেন হরি ব'লে, বাহু তুলে, দুভাই মিলে নাচতেছে। (দুভাই নয়ন জলে ভাসতেছে)।

১। দুভাই গউর আর নিতাই, ডাকে আয় জগাই মাধাই, তোদের জন্য এই হরি নাম এনেছিরে ভাই; নামে হয় কি না হয় প্রেমের উদয়, একবার লয়ে দেখ, ঐ নাম কোন মতে একবার লয়ে দেখ, ঐ নাম যেমন তেমন ক'রে একবার লয়ে

দেখ ; কথা মিছে নয় মিছে নয়, নিতাই যা বলে তা মিছে নয় ভাই মিছে নয়রে ;—

নিতি নিতি এই হরি নাম নিতাই যায় রে গেয়ে, আমরা মদ খেয়ে আমোদে থাকি শুনিনে মন দিয়ে।

আজ কেনরে সেই হরিনাম লাগে এত ভাল, আগে কে জানে ভাই হরিনামে এত মধু ছিল।

মোদের কাণ ফাটিত, প্রাণ কাঁপিত যে মৃদঙ্গের বোলে ; আজ কেন তার তালে তালে প্রাণে সুধা ঢালে।

মদের নেশা ছেড়ে যায় ভাই দণ্ড দুচার পরে, হরিনামের নেশায় পাগল করে ধরে একবার যারে।

কি গুণ আছেরে, হরিনামে জানি কিগুণ আছেরে। আমায় কেমন কেমন করতেছে।

২। যেমন আমরা দুটীভাই, তেমন গউর আর নিতাই, গোরা জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে, (তার) নিত্য দেখা পাই, তারে এমন দেখা আর দেখি নাই, যেমন আজ দেখি ভাই ; গোরা মানুষ নয়রে আজ দেখি ভাই।

পাষণ্ড তরাতে পারে, মানুষের তো কর্ম্ম নয়রে।

গোরা মানুষ নয় মানুষ নয়।

দেখি নিতি নিতি খেলে বেড়ে এক পাড়াতে থাকি, তারে তুচ্ছ ভাবে নিমে বলে নিতি নিতি ডাকি।

আগে শিশু ব'লে হেলা ক'রে গণি নাই যাহারে, আজ কেন ভাই মনে লয় তার পায়ে থাকি প'ড়ে।

তোর যদি ভাই মনে লয় তুই ফিরে যারে ঘরে, গোরা চাঁদের সঙ্গে আমি যাব কপ্নি প'রে।

ঘরে যাবনা যাবনা, তার সঙ্গে যাব, মে'গে্ খাব যাবনা যাবনা, আমার সেই দিকে মন টানতেছে।

৩। শুনে কেঁদে কয় মাধাই, তুইতো পেয়ে গেলি ভাই, ঠাকুর আমার করবেন দয়া, (আমার) এমন ভাগ্য নাই; এত মাইর খেয়ে কি গউর নিতাই, দয়া করবেরে ভাই; আমার গতি নাই গতি নাই, যাই কোথা ভাই। শু'নে নিতাই বলে, মাধা ভয় নাই ভয় নাই নিতাই বলে, আমার গউর তোরে করবেন দয়া নিতাই বলে; মাধা মারিলি করিলি ভাল, তবু একবার হরিবল; তখন মাধা ভাবে, না বাঁচিতে ঠাকুর আমার এত দয়া করে, আমি কি মাটি-খেয়েছি ভাই তার গায়ে কাঁধা মেরে। মাধা আনন্দে বিভোর হয়ে ঢ'লে পড়ে গায়; বাহু পসারিয়া নিতাই কোলে করে তায়। মাধা কোলে আয় কোলে আয়, আমার পরাণ জুড়ালি মাধা কোলে আয় কোলে আয়। দেখে গউর বলে একবার মাধা আয়রে আমার কোলে; যেমন নিতাইকে জুড়ালি আমায় জুড়া হরি ব'লে। মাধা হরি বল হরি বল। আমি চাইনে রে গোলোকে বাস, আর কিছু না চাই; এমন হরি নামের ভক্ত য'দি কোলে আমি পাই। মাধা হরি বল হরি বল, আমার পরাণ জুড়ালি মাধা হরি বল হরি বল। দেখে জগা বলে, মাধা জনম পেয়েছ ভাল কে লাগে তোর কাছে; (আজ) গোলোক বিহারী তোরে কোলে করে নাচে।

আনন্দে নাচেরে, গউর নাচে নিতাই নাচে, আনন্দে নাচেরে। জগা মাধা দুভাই নাচে, আনন্দে নাচেরে ......

ইত্যাদি ইত্যাদি। হরিনামে জগৎ মে'তেছে।

৫

ওভাই নিতাইরে, আর কতদূর আছে মধুর বৃন্দাবন।

ওভাই নিতাই নিতাইরে, আর কবে গায়, লাগ্‌বে ব্রজের সমীরণ।

আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল; আমার কেবা কোথা আছেরে বল, (নিয়ে চল নিয়ে চল)। কোথা মা যশোদা আছেরে বল, কোথা দাম বসুদাম মধুমঙ্গল, কোথা বৃন্দাবনের ধেনু সকল, কোথা বংশী বটের ছায়া শীতল, কোথা রাধাকুণ্ডের শীতল জল, কোথা অষ্ট সখী আছেরে বল, কোথা রাই কিশোরী সোণার কমল।

এসব না দেখে প্রাণ হল বিকল, ঝোরে আমার দুনয়ন।

ওভাই কৈসে আমার, প্রেমহেম হার, হৃদয় বাসিনী রাই। আমি যার লাগিয়ে গোলক ত্যজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে মা ডাকিলেম যশোদায়।

আমি যার লাগিয়ে, নন্দরাজের বাধা, মাথে নিয়ে সদা, বহিয়ে বেড়াতেম ভাই।

আমি যার লাগিয়ে, হীনভাবে থাকি, মাঠে ধেনু রাখি, রাখালের উচ্ছিষ্ট খাই।

আমি যার লাগিয়ে, গায়ে ছাই মাখিয়ে, ব্রজে ভোলা মহেশ্বর সাজিয়ে ছিলেম, (কত রাধানামে শিঙ্গা বাজাইলেম), যার করুণার আশে, রমণীর বেশে, চরণে শরণ নিলেম। তারে হারাইলেম, আমি খুঁজে খুঁজে কই যে এলেম, আমি যার লাগিয়ে কপ্নি নিলেম করাও তারে দরশন।

বিজন কাননে বসি, (বিজন কাননে)। আমি রাই ব'লে বাজাতেম বাঁশী।

সে বাঁশী শুনে, বড় আকুল প্রাণে, (আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী), হয়ে উন্মাদিনী কমলিনী আমায় দেখা দিত আসি।

কারে মানত না রাই, কারে গণত না রাই, সেতো কারো কথা শুনত না ভাই, ছিলনা তার নিশি দিশি।

কথা মনে যে পইল রে (প্রেমময়ী রাধার কথা) (আমার পূর্ব্ব অনুরাগের কথা)।

অবশ হইল তনু চলিতে না পারি, আমায় ধরাধরি ক'রে নিয়ে চল ব্রজপুরী।

জানি নটবর রূপ রাধা বড় ভালবাসে, আজ, তাহার সহিত দেখা করিব সেই বেশে।

আমার কপ্নি ঝোলা দণ্ড কড়া নিয়ে যা খুলিয়ে, একবার ধরা চূড়া বাঁশী দিয়ে দে আমায় সাজিয়ে।

গিয়ে বৃন্দাবনের গলি গলি খুঁজিব তাহারে, দেখিব আমাকে দয়া করে কি না করে।

গিয়ে কদম্ব তলায়ে থাকি বাজাইব বাঁশী, দেখিব কেমনে ঘরে থাকে রাই রূপসী।

অভিমানে যদি দেখা না দিবে আমায়, দেখিব কোন পথে রাধা জল ভরিতে যায়।

যমুনার পথে গিয়ে থাকিব লুকায়ে, রাধার চরণ লইব মাথে কলসী নামায়ে।

তবে কেন রাধা আমায় না করিবে দয়া, আমি জানি এত কঠিন নহে রাধার হিয়া।

রাধার পরাণ যদি কঠিন হইবে,
কেন ছিদ্র কুম্ভে বারি এনে আমাকে বাঁচাবে।
রাধার পরাণ যদি কঠিন হইবে,
মান করিয়ে লুকাইয়ে কেন সে কাঁদিবে।
রাধার পরাণ যদি কঠিন হইবে,
(আমার) বিনা আবাহনে কেন প্রভাসে যাইবে।
যে কাঁদে আমার লাগি আমি চাই তাহারে, তাহারে ভরিয়ে রাখি পরাণ মাঝারে।
আমার মন মানে না, প্রাণ মানে না, বিনে রাধা নামের উপাসনা চাইনে আমি অন্যধন।

৬

তুই কি দেখিতে যাবি ভাই (এত দিনের পরে), বৃন্দাবনের আছে কি নিমাই।
তোমার ব্রজের কথা কি সুধাও আর নিমাই, কথা বল্‌তে প্রাণে ব্যথা পাই (সে দারুণ কথা)।
১। বৃন্দারণ্য করিয়ে শূন্য, নদিয়া ধন্য করিলি ভাই, (সাধের) নিকুঞ্জ কানন, হয়েছে কানন, বন পশুগণ বিচরে সদাই; (সাধের) কদম্ব তরুর মূলে নিমাই, কত ভুজঙ্গ নিয়াছে ঠাঁই।
২। (আরতো) তমালে তমালে, পাখা তু'লে তু'লে, ময়ুর ময়ুরী নাচেনা ভাই, ভ্রমর কালিয়ে, গিয়েছে

পালিয়ে, পিক বঁধু মুখে কুহুধ্বনী নাই; যত তরু লতা শুকায়ে গিছে নিমাই, বনফুলে আর সে মধু নাই।

৩। তোমার লাগিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ম'রেছে ধবলী কবলী গাই, যশোমতী মাই, প্রেমময়ী রাই, সুবলাদি সখা প্রাণে বেঁচে নাই, নাই সে ললিতা বিশাখা সখী নিমাই, আরতো যমুনার সে ধারা নাই।

৪। কি হবে কাঁদিলে, রা রা রা রা ব'লে, ধূলায়ে লুটিলে কি হইবে ভাই, এ বেশে তোমারে, দেখে দয়া করে, হেন কোন জন ব্রজধামে নাই; তবে কি সাধে তোর সাধ হয়েছে নিমাই; হবি নব নাগর কানাই।

৫। (এখন) কোথা পাবে ধরা, কোথা পাবে চূড়া, বাঁশের বাঁশরী কোথা পাবে ভাই, প্রেম উপহার বন ফুল হার, ভাল বেসে তোরে কে দিবে নিমাই; তুই কেমন ছিলি কেমন হলি নিমাই, কেন হরি বল্‌তে বল রাই (প্রেমে বিভোর হয়ে)।

৬। যদি প্রেমধার শোধিতে রাধার, ঝুলি কাঁথা সার ক'রেছ ভাই; তবে হরি নাম, গাও অবিরাম, যে নামে আরামে ছিল তব রাই; যে নাম আনন্দে আনন্দময়ী ভাবে গোলকে থে'কে, একবার সেই হরি নাম বল ভাই।

ঝুমর।

একবার হরি হরি বল বলরে সেই হরি নাম। যে নাম রাই কিশোরীর জপের মালারে), (যে নাম ধ্রুব শিশুর জপের

মালারে), (যে নাম প্রহ্লাদ শিশুর জপের মালারে), (যে নাম ভবসিন্ধু পারের ভেলারে)। একবার সেই হরি নাম বল ভাই।

৭

(কেরে তুই কি) আমার কানাইয়া নাকিরে।

তোরে খুঁজে খুঁজে ব্রজে গেলেম ভাই, দেখি সেখানে তুই নাই ; শুনলেম এখানে তুই আছিস কানাই, নিমাই হয়ে শচীর ঘরে।

আছি অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি ভাই, আর তো দেখা শুনা নাই, একবার মুখ তু'লে দেখ চো'খ কানাই, নিতাইকে কি মনে পড়ে।

১। (দেখি) ব্রজের ভাব তোর কিছু নাই কানাই, কেবল আঁখি দে'খে আজ তোমাকে চিনেছিরে ভাই ; ছিল আগের চিনা তাই যায় চিনা, (তোরে) নইলে কে চিনিতে পারে।

২। ব্রজে ছিল কালরং তোমার, ছিল সোণার মতন হলুদ বরণ রংটী শ্রীরাধার ; আলি রাই রূপে গা ঢেকে এবার, প্রেম-ধার শোধিবারে।

৩। ছিল ব্রজের ভূষণ ধরা চূড়া ভাই, দিত মনের সাধে মা যশোদা সাজায়ে কানাই ; দেখি নদে এসে নবীন বেশে, প্রেমরসে ভাস ফিরে।

৪। (তোমার) ব্রজের-খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, সদা গোঠে মাঠে যমুনা তটে দেখ্‌তে কিশোরী, দেখি ন'দের খেলা গড়াগড়ি, কর ভাই ধুলায় প'ড়ে।

৫। (তোমার) ব্রজের খেলা ছিল বাঁশীর তান, শু'নে যমুনার জল বইত উজান, ভুলত গোপীর প্রাণ, দেখি ন'দের খেলা হরি নাম গান, বাহু তু'লে নাচরে।

৬। ছিল ব্রজের সখা শ্রীদাম সুবল ভাই, দেখি এখানে তোর খেলার দোসর সখার অভাব নাই; তোমার সঙ্গে এ সব কে সবরে ভাই, হরি বলতে কাঁদেরে।

উপজ।

বুঝি অনুভবে, ভাইরে এ সব তোমার ভক্ত হবে। নইলে হরি বলিতে কেন কাঁদিবে।

বুঝি অনুভবে, ভাইরে এত দিনে আমার সাধ মিটিবে। নইলে তোর সনে কেন দেখা হবে।

যখন ব্রজে ছিলি, বনমালী, ধেনু রাখিলি বনে, এখন নাম বিলাইতে সাথে সাথে আমায় কি নিবিনে।

(ওভাই বনমালী, তুই না কতই ভাল বাসিয়াছিলি) যখন ব্রজে ছিলি, খাওয়াইলি, কতই মিঠা ফল, (আমি না খে'লে তুমি না খে'তে) (এনে আগে আমার মুখে দিতে), এখন নামের সুধা তুই কি একা খাবিরে কেবল।

আমি তোমার তরে, কপ্নি প'রে এসেছি এতদূরে, যদি পেয়েছি তোরে কাজ কি ভাইরে, ডোর কৌপিন আর প'রে।

(আমার সাধ মিটিল, যদি তোর সনে ভাই দেখাহ'ল)। আমার দণ্ড কড়া, করিয়ে গুড়া, ভাসা'য়ে দরিয়ায়, এখন হরি ব'লে, বাহু তু'লে ফিরব নদিয়ায়।

(আমি এই করিব, হরি নামের গৌরব বাড়াইব) আমি

বে'ছে বে'ছে, তোমার কাছে পাপী আনব ধ'রে ; তুমি নামটী দিয়ে কোলে নিয়ে পার করিও তারে।

তোমার নামের জোড়ে, জগৎ ভ'রে, খেলিবে প্রেমের ঢেউ ; যত পাপী তাপী ভাসিয়ে যাবে বাকী রবে না কেউ।

(তুমি এই করিবে, ভাইরে ভাল মন্দ না বাছিবে)।

তুমি ভক্তাভক্ত, পাপাসক্ত, করবেনা বিচার (হরি নামটী দিতে), দেখি শমন রাজার, কত দিন আর, থাকে অধিকার।

(যদি তা না হবে, তোমায় দয়াল ব'লে কে ডাকিবে)।

নামে অনুরক্ত, হরি ভক্ত, তরিবে আপান জোড়ে (তোমার পৌরষ কি তায়, সেযে ভক্তি জোড়ে তরিয়ে যায়) ; যে বা পাষণ্ডেরে, দয়া করে, দয়াল বলি তারে।

(যদি আলি নিমাই, কলির জীব তরা'তে নদিয়ায় ভাই)। তবে চল দেখি ভাই, খুঁজিয়ে বেড়াই, কোন খানে কে থাকে, (হরি নাম বিরোধী প্রেম বিবাদী) একবার দেখা পেলে, নিবি কোলে, ডাকে বা না ডাকে।

জীবের দশা দেখিয়ে, বড় ব্যস্ত ছিলেম তোর লাগিয়ে, তাইতে খুঁজে খুঁজে ব্রজে গেলাম ভাই, দেখি সেখানে তুই নাই, শুনলেম এখানে তুই আছিস কানাই, নিমাই হয়ে শচীর ঘরে।

৮

গোরা নবদ্বীপের মাঝে করেরে, সুখে প্রেমের মহোৎসব।

কেবল বল হরি বল, বল হরি বল, উঠ'ল মধুর রব।

(নদিয়ার মাঝে)।

গোরা হেলিতে হেলিতে, দোলিতে দোলিতে বলিতে বলিতে যায়, (হরিবল হরি বলরে সবে); নিতাই বাছিয়ে বাছিয়ে পাতকী ডাকিয়ে, যাঁচিয়ে প্রেম বিলায়।

নিতাই আপনি হ'লেন প্রেমের ভাণ্ডারী, জীবের দশা দেখিয়ে, সঙ্গে হরিদাস তার হয় সহকারী।

নিতাই কলসে কলসে, দেশে বিদেশে, ঢালিতে ঢালিতে যায়, (গউর প্রেম সুধারস), প্রেমের পিপাসু যারা, আসিয়ে তারা, ডুবিয়ে ডুবিয়ে খায়; প্রেমে দেশ ছাইল, গ্রাম ছাইল, (বাকি র'লনা র'লনা), বড় ভাগ্যে গোরা আসিয়েছিল, সঙ্গে কয়জন জুটা'য়ে নিল; (জীবের কপাল ভাল, কপাল ভাল); জোড় করিয়ে খাওয়ায়ে দিল তারা (গউর প্রেম সুধারস), (খে'তে চাও বা না চাও কেতা জানে); প্রেম যতই বিলায় ততই বাড়েরে, সেরস কে কত খায়, কেবল কপাল দোষে এই কাঙ্গাল নাহি পায়।

প্রেমের পার ভাঙ্গিয়ে, ঢেউ আসিয়ে, ভাসাইল সব।

৯

হায় কি দেখি, এই কি সেই সুখ নিবাস। আমার প্রাণ পাখী, কমল আখি, এই দেশে না কর্‌ত বাস।

১। এই কি সেই কুঞ্জ কানন, এই কি গিরিগোবর্দ্ধন, এই কি আমার প্রাণ নাথের সাধের বৃন্দাবন; হায়রে এই দেশে না মলয় পবন, বইত সুখে বারমাস (নাথের পরশ পেতে)।

২। এই কি গোচারণের মাঠ, এই কি যমুনার সেই ঘাট, এই ঘাটে না নাথের আমার মিল্‌ত প্রেমের হাট ; ব'সে এই কদম্ব মূলে বাঁশী বাজা'ত কি শ্রীনিবাস (জয় রাধে জয় রাধে বলি)।

৩। আমার প্রাণে যারে চায়, সেতো ছিল গো হেথায়, এমন দেব ভোগের প্রিয়ধন কি যেজন সেজন পায় ; বুঝি তাই ভেবে লুকা'ল কোথায়, মনে রইল মনের আশ (আমার এম্‌নি কপাল) (দেখা পেলেম না তার)।

৪। এ দীন সে দিন কি পাবে, যে দিন কৃষ্ণ লাভ হবে, মধুর কৃষ্ণ কথা শু'নে কবে আঁখি ঝুরিবে ; ব'লে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ পূরাইব অভিলাষ (সে দিন কবে হবে)।

১০

সাধের নিশি বুঝি যায়, হায় হায় হায়, দীপ শিখা কেন হ'তেছে মলিন ; আকাশের গায়, ঐ দেখা যায়, প্রভাতিয়া তারা করে ঝিম্‌ ঝিম্‌।

১। ওগো কুমুদিনী, মধুর হাসিনী, তুমি নাকি বড় পতি সোহাগিনী, তোমার মতন এমন কেগো অবোধিনী, পাষাণী রমনী মাঝে ; হাসিতে হাসিতে বিদায় দিলে চাঁদে, জাননা যে পাছে, জ্বলিবে বিষাদে, ভাল যদি চাও রাখ তারে সেধে, নইলে কেঁদে কেঁদে যাবে লো ভোর দিন।

২। চাঁদের সাথে আমার নাথে হারাইব, তাইসে মিনতি করি এত তব, তুমি সুখে রবে আমি দুখে রব, রাখিতে পারিলে

তারে; আমার নাথের পদ নখে প'ড়ে, তোর চাঁদের মত কত চাঁদ ঝোরে, (আমার) নাথের দোহাই দিয়ে ফিরাও গিয়ে তারে, পায়ের নফর হয়ে কেন এত সে কঠিন।

৩। কৈ কৈ আমার কৈ গউর মণি, এই ছিল কৈ গেলগো এখনি, কৈ কৈ মাগো জাগ শচীরাণী, ইকিগো ডাকাতি হ'ল; সারানিশি যারে বুকের মাঝে রে'খে, সুখের শয়নে ছিলেম মনোসুখে, ঘুমের ঘোরে আমায় একাকিনী রে'খে, কোথা গেল গো সে হয়ে উদাসীন।

৪। কতই না আদরে সাজাইলেম তারে, কতই না আদরে সাজা'ল সে মোরে, কতই না আদরে হাসিয়ে অধরে, তোষিল মধুর ভাবে; হেন সুকোমল অন্তর যাহার, পরদুঃখে যার বহে অশ্রুধার, যে জন এ হেন প্রেমের আধার, (হায় গো) কপাল গুণে আমার হ'ল কি কঠিন।

৫। কৈ কৈ নাথ কৈ সে ভালবাসা, কৈ তুমি কৈ সে মধুর সম্ভাষা, প্রাণের পিপাসা অন্তরের আশা, দলিয়ে চলিয়ে গেলে, দুঃখিনীরে যদি দেখা নাহি দিবে, এ মুখ কাহারে দেখাব না তবে, গিয়েছ যে ভাবে, যাইব সে ভাবে, পথে পথে কেঁদে কাটাইব দিন (তোমায় দেশে দেশে খুঁ'জে)।

৬। ভবনের সুখ গিয়েছ লইয়ে, কতই কথা নাথ উঠে উথলিয়ে, (তোমার) সুচিকণ কেশে সুগন্ধি মাখিয়ে, আনন্দে ভাসিতেম কত; সে মাথা মুড়া'য়ে সাজিবে সন্ন্যাসী, এদুঃখ কেমনে সবে তোমার দাসী, সুবেশেতে আমি ঘরে রব বসি, একা তুমি বেড়াইবে পরিয়ে কৌপীন (নাথ ইহা কি সম্ভবে)।

উপজ।

আমায় সঙ্গিনী করিয়ে লও হে নাথ।

আর কার নিয়ে করি ঘর, তুমি হয়ে দেশান্তর, অবসর করিলে আমায়; পতি হ'লে পরবাসী, যে সুখে তার থাকে দাসী, সে বিনে তা অন্যে বুঝা দায়।

তপ জপ ব্রত জ্ঞান, পতি স্বর্গ পতি ধ্যান, রমণীর নাহি আর সাধন; গয়া গঙ্গা বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ দরশন, একমাত্র পতির চরণ।

সে চরণ ভজিবার, গৃহে থে'কে অধিকার, যদি না ঘটিল ভাগ্যে নাথ; যেখানে সে পদ পাব, সেখানে ছুটিয়ে যাব, পদ সেবায় হবে দিনপাত।

মুড়া'য়ে মাথার কেশ, সাজিব যোগিনী বেশ, পরিব গৈরিক জীর্ণ বাস, স্বর্গ সুখ মানি মনে, করিতে তোমার সনে, অনশনে তরুতলে বাস।

যেখানে সেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দাসী রবে, পথক্লেশ করিতে মোচন; নিদাঘে তাপের কালে, বসাইয়ে তরুতলে, অঞ্চলেতে করিব ব্যজন।

অনল জ্বালিয়ে শীতে, আরামে রাখিব তাতে, বুক পে'তে করাব শয়ন; বরিষার বারিধার, তপনের তাপ আর, পদ্মপত্রে করিব বারণ।

হরিনাম বিলাবে তুমি, করঙ্ক বহিব আমি, স্বামী সেবার করিব যোগার (ভিক মে'গে মে'গে); তোমার দেহ রক্ষা হবে তায়, নতুবা কেমনে হায়, (নাম) দেশে দেশে করিবে প্রচার।

আর এক প্রয়োজন, শুন তবে প্রাণধন, নিবেদন করি রাঙ্গা পায়; তুমি তো পুরুষ জাতি, করিবে পুরুষের গতি, নারী জাতির কি হবে উপায়।

(জানি) পর নারী দেখিবার, বাসনা নাহি তোমার, দাসী দিয়ে সাধিবে সে কাম; বাহিরে মাতাবে তুমি, অন্দরে যাইব আমি, নরনারী নিবে হরিনাম।

তোমার উদ্দেশ্য যাহা, সফল হইবে তাহা, বাকি না থাকিবে একজন, উঠ্‌বে অন্দরে বাহিরে রোল, হরিবল হরিবল, নাচিবে গাইবে সর্ব্বজন।

মাঝে থেকে অভাগিনী, শুনিয়ে সে হরিধ্বনী, পা দুখানি সেবিব তোমার; হবে ইথে কিবা অপচয়, কেন নাথ কর ভয়, বুঝিতে হয় বেদনা আমার।

আমায় সঙ্গিনী করিয়ে লওহে নাথ। ভবনের সুখ গিয়েছ লইয়ে.......... ইত্যাদি ৬ষ্ঠ অন্তরা।

১১

কোথা গেলিরে, ও বাপ নদিয়ার চাঁদ, আয় ফিরে আয়, যায় প্রাণ যায়, যাবার বেলা আয় দে'খে যাই।

ভেঙ্গে দিলি বাসা, ঘু'চে গেল আশা, তোর মায়ের দশা, দশম দশা, দে'খে যারে নিমাই (দেখা হবেনা হবেনা, খানিক পরে এলে)।

আমি প্রাণ খু'লে বাপ, না পাই কাঁদতে দুঃখে (বুঝি কাঁদতে গেলে শাস্তি পেতেম), ধরে মুখ চাপিয়ে পাড়ার লোকে বুক ফাটেরে তাই।

যেবা বন্ধ্যা হ'য়ে থাকে ঘরে, (আমি) সুখী বলি তারে রে।

আজ আমি যেমন দুঃখে জ্বলি সে কি তেমন জ্বলেরে।

(সে তো পুত্রের ব্যথা জানেনা রে)। যার মাথা নাই সে মাথা ব্যথা জানিবে কেমনে রে।

(সেতো আমার মত কাঁদে নারে, আমার নয়নের জল নিভে নারে), বরং আগে আমি ছিলেম ভাল তোরে পেয়ে জ্বলিরে।

আমায় পুত্রশোকী বলে পাছে, লাজে না যাই লোকের কাছে; আমার আর কি সাজে, দশের মাঝে, কথা কই মুখ তু'লেরে।

তোরে মাথার কিরে, দিয়েছিল কেরে, আস্‌তে আমার কোলে।

যদি আ'লি, দুদিন র'লি, আমার কি দোষ পেয়ে পালিয়ে গেলি, বুকে আগুণ জে'লে।

যাবে বলি, ভেবেছিলি, কেন অভাগিনী মায়ে নিয়ে না গেলি, রাখিতেম কোলে কোলে।

হয়ে অঞ্চলের নিধি, হ'লি প্রতিবাদী, না দিলি সুখে থাকিতে।

মনে ভেবে ছিলেম বা কি, ক'রে গেলি বা কি, আমার সুধাতে বিষ দিলি, কিসে কি করিলি, অশনি হানিলি মাপেরে।

(হরি বলা কি যায় না। মায়ের কোলে থাক্‌লে হরি বলা কি যায় না)।

(বাছা) ধ্রুব হরি কইত, মায়ে শুনাইত, দুজনে থাকিত সুখে; বাপরে তুই হরি ব'লে, মায়ে গেলি ফে'লে, বজ্র হানিয়ে বুকে।

(বাপরে) কয়াধু জননী, হরি হরি ধ্বনী, শুনিত প্রহ্লাদের মুখে; বাছা আমি অভাগিনী, হ'য়ে তোর জননী, বঞ্চিতা হলেম সে সুখে।

জীবে দয়া দান, হরি নাম গান, এই যদি ছিল মনে, বাছা মায়েরে বধিয়া, এ কেমন দয়া, শিখাইলি জীবগণে।

যে মায়ের সুত, হরি বলা এত, সে মায়ের অন্তিমকালে; বাপরে হরি হরি ব'লে, নিতে গঙ্গাজলে, কেহ না রহিল কূলে।

তুই ঘরে থে'কে বল্‌না হরি (আছে ঘরে হরি বাইরে হরি), (তবে কেন হবি দণ্ডধারী), (কেবল হরিবল হরিবল বাপ), বাছা আমরা তোরে কোলে করি দুজনে নাম গাই।

১২

ভব পারাবার, হবে যদি পার, ভাব তবে তার চরণ।

শ্রীহরি, ভবের কাণ্ডারী, মন খু'লে ডাক মন।

১। পাপের তুফান দে'খে, কেন ভয় পা'লি মন, আমার কেশব ওসব ভয় ভঞ্জন।

২। আমার হরির মতন, নাই আর দয়াল এমন, নামে তরে কত পতিত অভাজন।

৩। যদি নাই তোর সম্বল, কেবল হরিনাম বল; তারে ডাকিলে বিফলে যায় না কখনও।

৪। নাই তার পর কি আপন, হিন্দু কিবা যবন, কাঙ্গাল বলে এ দিন গেলে পাঁবিনে মন।

১৩

দিন গেল দীন দয়াল হরি কোথা লু'কালে।
আমি দীন হীন কাঙ্গালে ডাকি প'ড়ে অকূলে।

১। একবার নবজলধর রূপে দাঁড়াও হৃদকমলে; (হরি হে কাঙ্গালের হরি), তোমার রাঙ্গাচরণ পাখালিব নয়নের জলে।

২। তোমার নাম জানিনে ধাম জানিনে প্রেম জানিনে মূলে; ব'সে হৃদকমলে দাওহে ব'লে ডাকিব কি ব'লে।

৩। ভক্ত জনের মুক্তি ফলে, আপন ভক্তি বলে; হরি, পতিত পাবন বলি তারে অভক্তে তরা'লে।

৪। ধন চাহিনে মান চাহিনে নাম সুধারস পে'লে, আমার প্রাণ চায় হরি, ভেসে ফিরি, তোমার প্রেম সলিলে।

১৪

ছাড়রে মন ভবের খেলা, যাবার বেলা হ'ল তোর।
সদা হরিবল হরিবল, ভেঙ্গে যাক তোর ঘুমের ঘোর।

১। আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে, প'ড়ে ভবের মায়া ভ্রমে, মন মজা'য়ে হরিনামে হরি প্রেমে হও বিভোর।

২। তোর মনের কালি না ঘুচালি, হরিবলা নাম জাঁকালি; মিছে বাহিরে শিকল আঁটিলি, ঘরে রে'খে দাগী চোর।

৩। যদি পার হতে থাকে বাসনা, কর হরি নাম সাধনা, সেতো ধনী মানী পার করে না, কাঙ্গাল পে'লে নাই ওজর।

১৫

ভ্রান্ত মন তোমাকে বুঝাব কি আর।

যদি ভব শমন, তরবিরে মন. হরি চরণ কর সার।

১। ধন মান বিত্ত পরিজন, কিছু নয়রে আপন, ভে'বে দেখ মন, নিশির স্বপন; র'লি কি সুখে আর ঘুমা'য়ে এখন, যখন আসবে শমন, কর্‌বে দমন, তখন দোহাই দিবি কার।

২। পরিহরি অনিত্য ভুবন, একবার চলরে মন, নিত্য ভবন, শান্তি নিকেতন, তারে নয়ন ভ'রে পাবে দরশন, তথায় পর কি আপন নাই কোন জন, হিন্দু যবন একাচার।

১৬

হরিনাম বিনে আর বন্ধু নাইরে, অকূল সংসারে। হরিবল হরিবল হরি বলরে।

১। হরি নামে সুধা ক্ষরে, জীবের ভব ক্ষুধা হরে, পান কর পান কর উদর পূ'রে, ও নাম যতই চাবে, ততই পাবে নিতাইর প্রেমের বাজারে। (হরিবল হরিবল হরি বলরে)।

২। হরি অনাথের বন্ধু, ভয় হারী কৃপাসিন্ধু, পারের বন্ধু, ভব সিন্ধু পারে, কত অন্ধ আতুর দেয় পার ক'রে, চরণ তরি দিয়ে রে।

৩। জগা বলে মাধা ভাই, হরি বিনে গতি নাই, ফিরে আমি যাবনা আর ঘরে; আমি হরি ব'লে মেগে খাব ন'দের ঘরে ঘরে রে।

১৭

দীনের দিন কি এম্‌নি ভাবে যাবে ভবে শ্রীহরি।

আমি আর কবে ভজিব হরি, হয়েছে শমন জারি।

১। হ'ল বাল্য খেলা শেষ, গেল যৌবনের সুবেশ, ছিল মেঘের বরণ, দুধের বরণ, হ'ল মাথার কেশ; হ'ল দন্ত অন্ত রাধাকান্ত ভ্রমে না চিন্তা করি (দয়াময় দয়াময় দয়াময় হরিহে)।

২। এমন স্বর্ণ কলেবর, হ'ল জীর্ণ শীর্ণ তর, এখন এঘর হ'তে, ও ঘর যে'তে যষ্টি করি ভর, হ'ল কর্ণ বদ্ধ চক্ষু অন্ধ সকলই মন্দকারী (দয়াময়.........ইত্যাদি)।

৩। কত নিলেম মহালত, যা হয় কর্‌ব একটা পথ, আছি সুখ পেয়ে হরিনাম ভু'লে, ভাবিনে সেপথ, এখন নাম নিতে আর নাই অবসর, বে'র হ'ল পেরেপ্তারী (দয়াময়......... ইত্যাদি)।

৪। যেমন বামন দুরাশায়, সাধে চাঁদে হাত বাড়ায়, যেমন পঙ্গুবরে লঙ্ঘিবারে, চাহে হিমালয়; তেমনি মতি হীনে, ভক্তি বিনে মুক্তি পদ বাঞ্ছা করি (দয়াময়......ইত্যাদি)।

৫। যেমন প্রাণান্ত কালে, দেখা রাবণে দিলে, হরি তেম্‌নি একবার দাঁড়াও আমার, হৃদয় কমলে; ক'রে রাঙ্গা চরণ, বক্ষে ধারণ এ জীবন পরিহরি (দয়াময়.........ইত্যাদি)।

১৮

আমার মন, কথা শুনরে, একবার হরিবল।

মুখে হরি বল, সুখে ব্রজে চল, গেল গেল দিন গেল, সাধের জনম গেলরে।

১। হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, হরি মন হরি প্রাণ, হরি জল স্থল; (তার) অন্তরে বাহিরে হরি, হরি সে গম্বল রে।

২। অনল, অনীলে হরি, অতল, অচলে হরি, অতি নির্ম্মল, ভকত হৃদয়ে হরি, করে টল টলরে।

৩। কড়ার ভিখারী যারা, ধনী মানী ফে'লে তারা, আগে ত'রে গেল; বটে কাঙ্গালের বন্ধু হরি, ভাবে জানা গেলরে।

৪। পাতকী নারকী থাক, হরি হরি ব'লে ডাক, চিন্তা কি আর বল; যত পাপী তাপী তরাইতে দয়াল হরি এলরে।

৫। হরি পদ না ভজিয়ে, কি সুখে আছ ঘুমায়ে, মেল আঁখি মেল, তোরা আয় যাবি কে যাবি ব'লে নিতাই ডেকে গেলরে।

১৯

হরি বল, হরি বলরে মাধা, বল মধুর স্বরে।

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে অসার সংসারে।

১। মাধা ভাইরে ইকি শুনি, ঘরে ঘরে হরিধ্বনী, কি জানি আজ কেন জানি, প্রাণ কেমন করে।

২। হরিনাম কি মধুমাখা, শু'নে ঘরে যায়না থাকা, এই হ'ল জনমের দেখা, ব'ল মায়েরে।

৩। হরি নামের মণ্ডা চিনি, দয়াল নিতাই যোগায় আনি, হরি নামের বেচা কিনি, প্রেমের বাজারে।

৪। শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে, নিতাই সনে গউর নাচে, চৌদিকে ভকত নাচে, লুট ফেলে দেরে।

২০

হরি বলবি মন থাকৃবি সুখে একবার হরি বল।

মুখে হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল, একবার হরিবল।

১। হরি হরি হরিবল, নেচে গেয়ে ব্রজে চল, এমন সাধের জনম ব'য়ে গেল একবার হরিবল।

২। রূপসনাতন জগাই মাধাই, প্রেমের মাতাল গউর নিতাই, এমন মাতাল আর কেহ নাই একবার হরিবল।

৩। (তারা) নগরে নগরে ফিরে, যারে তারে দয়া করে, হরিনাম দিয়ে প্রাণ পাগল করে, একবার হরিবল।

৪। এমন দিন ঘটে বা না ঘটে, যাহার যেবা ভাগ্যে জুটে, হরিব'লে দেওনা লু'টে, একবার হরিবল।

২১

একবার বলনারে হরি হরি, ওভাই জগাই মাধাই।

ভবে আর কিছু নাই, হরিনাম বিনে ভাই, আর কিছু নাই আর কিছু নাই, নাম বিনে ভাই আর কিছু নাই।

১। দয়াল হরির যদি দয়া হয়, প্রেমের বাতাস আপ্‌নি গায়ে বয়, ব'লে জয় হরি জয়, জয় হরি জয়, ডাকেরে গউর নিতাই।

২। প্রেমভিখারী প্রেমের গুরু চায়, হৃদয় মাঝে খুঁজলে তারে পায়, যার প্রাণ সঁপেছে ঐ রাঙ্গা পায়, শমনে তার ভাবনা নাই।

৩। মন ছুটে তো সঙ্গ জুটে না, তাই বলি ভাই রঙ্গে থেকো না, এমন মাইর খেয়ে প্রেম কেউ দিবে না, বিনে সে দয়াল নিতাই।

৪। গউর নিতাই প্রেমের মহাজন, রূপ সনাতন করে আস্বাদন, করে হরিদাস হরিনাম সাধন, হিন্দু যবন বিচার নাই।

৫। নবদ্বীপের ভক্ত যত জন, লুট দিয়েছে যাহার যে বা মন, ক'রে হরি নামে লুট নিবেদন, আয়নারে ভাই লু'টে খাই।

২২

আমরা দুভাই জগাই মধাই, তোমরা দুভাই গউর নিতাই।
তোমরা নাকি বৃন্দাবনেহে, ছিলে আগে কানাই বলাই।

১। আমরা দুভাই পাপের রাজা, ব'য়ে বেড়াই পাপের বোঝা, তোমরা দুভাই প্রেমের রাজাহে, প্রেম দিয়ে পায় রাখ নিতাই।

২। যদি পাপী তরাইবে, মোদের মতন কোথা পাবে, নামেতে মহিমা রবেহে, তরাও যদি জগাই মাধাই।

৩। মদে হয়ে জ্ঞান হত, মে'রেছি ধ'রেছি যত, মনে যদি ধর এতহে, কার কাছে আর পাইব ঠাই।

৪। পাপে পুণ্যে ভরা ভরি, হরি নামের সাজাও তরি, ভব পারে ধর পারিহে, হরি ব'লে তরিয়ে যাই।

৫। হরি নামের মণ্ডাচিনি, নাইক তার বেচা কিনি। লু'টে দাও গউরমণিহে, আমরা সবে লুটিয়ে খাই।

২৩

হরিবল বলরে মাধা, এমন সুধা পাবিনেরে আর। রবেনা ভব ক্ষুধারে, নামের সুধা খে'লে একবার।

১। নিতাই চাঁদের প্রেম-বাজারে, বিকায় সুধা বিনা দরে, যেঁচে দেয় যারে তারে, এম্‌নি দয়াল নিতাই আমার।

২। জে'গে থাকিস মায়ার ঘরে, দেখিস যেন ভুলিস্ নারে, এ হেন্ রতন ছে'ড়ে, কারে যতন করিবি আর।

৩। শ্রীবাসে দয়া করি, নাচে গায় গউর হরি, আয়রে ভাই তাড়াতাড়ি, পায়ে প'ড়ে থাকিগে তার।

৪। চিনি মণ্ডা যার যা জুটে, হরি ব'লে দাওনা লু'টে, আমরা খাই লু'টে পু'টে, এম্‌নি দিন কি জুটিবে আর।

২৪

হরি বলিতে যদি যায় প্রাণ যাক্‌রে, এমন অসার দেহে থে'কে কাজ নাইরে।

১। হরি প্রেম রসে যদি না ডুবালি মনরে, কি ফল অবগাহনে সুবাসিত জলেরে।

২। হরি পদ রজ যদি না মাখিলি গায়রে, বসন ভূষণ দিয়ে, সাজিলে কি হয় রে।

৩। যে মুখে তার নামামৃত না করিলি পানরে, (কেবল) মিষ্টান্ন ভোজনে রত, সে মুখে কি কামরে।

৪। হরি গুণ গান যদি কাণে না পশিলরে, শ্রবণের কাজ তবে ভবে কি হইলরে।

৫। যে শির শ্রীহরি পদমূলে না নমিলরে, চাচর চিকুরে তারে সাজায়ে কি ফলরে। (বহিতে পাপের ভার তাহার ধারণরে)

২৫

হরি বলরে ভাই মাধাই, প্রেম সাগরে ঢেউ তুলিয়ে ভেসে যায় নিতাই।

১। তুই যারে ভাই পর ভাবিয়ে, কান্ধা নিয়ে গেলি খেয়ে, (তোরে) সে যায় হরি নাম বিলা'য়ে, এমন দয়াল নাই।

২। হরি নামের এমনি ধারা, বোবায় ভাষে নাচে খোঁড়া, (নামের) সুধা পেয়ে ক্ষুধা হারা, হয়েছে সবাই।

৩। মদ ভাল কি নামটী ভাল, কাজেতো ভাই বুঝা গেল, (এখন) বাহু তু'লে হরি বল, ভবে ত'রে যাই।

৪। চিনি মণ্ডা যার যা জুটে, হরি ব'লে দে ভাই লু'টে, আমরা সবে এলেম জু'টে, লু'টে পু'টে খাই।

২৬

"হরি আর কত কাল থাকৃব ভবে এম্‌নি ভাবে প'ড়ে"।

১। প্রেম শিখাইয়ে, প্রেম না করিলে, (নাথ আমি কি তোমার কেউ নই হরি), (তুমি যাঁচিয়ে করুণা না কর কারে); একবার হাসাইয়ে আবার কেন কাঁদাইলে মোরে (দুঃখ কব আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে)।

হায় রে আমার কি হইল, এমন সাধের জনম দুঃখে দুঃখে গেল; আমি হাসিতে হাসিতে, ভাসিতে ভাসিতে, যেতে ছিলেম কুতুহলে (তোমার প্রেম সাগরে), (হায় সে সাগর শুকা'য়ে গেল, পাপঅঙ্গের বাতাস লে'গে সাগর শুকা'য়ে গেল), এমন সুখের সাগর, হ'ল—বালুচর, আমার করম ফলে। হায়রে

আমার কি হইল; একবার হাসাইয়ে আবার কেন কাঁদাইলে মোরে।

২। তোমায় কি দিবহে প্রেমের বিনিময়ে, (আমার দেহ মন প্রাণ সকলই তোমার), (আমার, আমার বলিতে ভবে কি আছে); আমি কড়ার ফকির, তোমার ফিকির, করব কেমন ক'রে।

হায়রে আমার কি ধন আছে, আমি কি ধন নিয়ে দাঁড়াব কাছে, আমার ভকতি শকতি, প্রণতি মিনতি, যা কিছু ছিলহে পুঁজি (সে সব তুমিই তো নাথ দিয়েছিলে, তোমায় সেবার লাগি), ছয় জন কুজন জুটিয়ে, নিয়েছে লুটিয়ে, দেখা'য়ে ভোজের বাজি, হায়রে আমার কি ধন আছে, আমি কড়ার ফকির, তোমার ফিকির করব কেমন করে।

৩। যদি অপরাধী হয়ে থাকি পদে, (নাথ কুপুত্র সুপুত্র সকলই তোমার), (তুমি কারে ফেলিয়ে কারে রাখিবে); তোমার আপন সন্তান ব'লে রাখ দয়া ক'রে (নইলে কব আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে)।

হায় রে আমার কে আছে আর, আমি অবোধ সন্তান তোমার; কত অবোধ বালকে, পলকে পলকে, কত কি অকাজ করে (কত মা বাপেরে মারে ধরে, কথায় কথায় আবদার ক'রে); তবু মা বাপে তাহারে, ফেলিতে না পারে, আদর ক'রে কোলে করে। হায়রে আমার কে আছে আর। তোমার আপন সন্তান ব'লে রাখ দয়া ক'রে।

৪। আছি কাগর হ'য়ে, প'ড়ে সাতার জলে; (কত কুমতি কুম্ভীরে আছে ঘিরে), (আমায় রাখিতে বান্ধব না দেখি

কারে); পার করবানা কর সে ভার, দিয়েছি তোমারে। (দেখব ভাল ক'রে, নাথ দয়া ময় নাম কেমন ক'রে)।

হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, (যদি মুখ চিনিয়ে উঠাও নায়ে), আমার নাহি চিনা শুনা, কেবল আছে জানা, দয়াল তোমার নাম (হবে চিনা শুনা আমার কোন গুণে, হরি তোমার সনে), কেবল সেই ভরসায়, ঐ রাঙ্গা পায়, শরণ লইলাম।

হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, দয়াল নামেতে কলঙ্ক রবে ডুবা'লে আমারে।

২৭

"নগরে ন'দের ঘরে ঘরে, উঠ্‌লরে রব মধুমাখা হরেকৃষ্ণ হরে।"

হরিনাম শুনিলে প্রেম উথলে অন্তরে। (হরিনামে কত পাষাণ গলে, মধুর হরিনামে শুক্‌ন ডালে মুকুল মেলে (আরে ও ওরে মধুর হরিনামে), মধুর হরিনামে মরুভূমে জোয়ার খেলে, মধুর হরিনামে আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলে)।

১। গউর নিতাই আসিয়ে দুভাই, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, হরি নাম গাইয়ে, প্রেম বিলা'য়ে, বেড়ায় নগর দিয়ে, বলে হরিবল, বল হরিবল, বলে হরিবল, বল হরিবল; (যেখানে যে আছে, ডে'কে আনে কাছে, যেঁচে যেঁচে বলে হরিবল, ভবে হরিনামের কাছে, আর কি ধন আছে, নেচে নেচে সবে হরিবল; দুটী বাহু তু'লে, একবার হরিবল, হবে ইহকাল পরকাল ভাল); বাজে খোল করতাল, সকাল বিকাল, কালাকাল ভেদ নাইরে।

২। অন্ধ চ'ড়ে খোঁড়ার কান্ধে, (গউর) রূপ দেখিতে

ছুটে, (এমন মধুমাখা নাম কে করে গান, তার রূপ দেখিতে, হায় গো ও তার রূপ দেখিতে, কেগো হরি ব'লে, এমন সুধা ঢালে (এমন মন প্রাণ আকুল ক'রে), তারে আয় দে'খে আসি সকলে। (অন্ধ বলে) আমার আন্ধা আঁখি, আজ খু'লে গেল, বুঝি কাঙ্গাল ব'লে তার দয়া হ'ল (এত দিনের পরে); হরিনাম গাইতে, আসিয়ে পথে, বোবার কথা ফুটে, বলে হরিবল, বল হরিবল; বলে হরিবল, বল হরিবল; (মিলে মুনিবে চাকরে, ঠাকুরে নফরে, সবে নাচে গায়, বলে হরিবল, এসে গুরু শিষ্য মিলে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, বাহু তু'লে বলে হরিবল। মিলে রাখাল বালকে, ভূপাল কৃষকে, গাইছে পুলকে হরিবল; যত দোকানী পসারী, ধায় সারি সারি, মুখে বলে হরি হরিবল। নামে ছোট বড়, সকল সমান ক'রে, বাঁধে প্রাণে প্রাণে একই তারে); কত কাঁকের কলসী রাখিয়ে ঘাটে, কুলবধূ ধায়রে (হরিবল হরিবল ব'লে)।

৩। যারা নামে বিজ্ঞ কাজে অজ্ঞ, বাজে তর্ক করে, এমন কতশত কীৰ্ত্তনবাদী গড়ায় ধুলায় প'ড়ে, বলে হরিবল, বল হরি বল; বলে হরিবল, বল হরিবল (কত স্বদেশী বিদেশী, দণ্ডী কি সন্ন্যাসী, আসি দলে মিশি বলে হরিবল, ছে'ড়ে ধনের গৌরব, মনের কৈতব, (যত) ধনী মানী বলে হরিবল; তারে ধনে মানে, আর কি রাখ্‌তে পারে, যার মন ডু'বেছে (হরি) প্রেম সাগরে); নামে ভাঙ্গিল গুমান, হিন্দু মুসলমান, ভেদাভেদ জ্ঞান নাইরে।

৪। আজ আছি বড় কাজের ভিড়ে, কা'ল বলিব হরি, সবে এই বলিয়ে, মন বুঝা'য়ে, থাকি হেলা করি, (কত মাস যায়,

কত বছর যে যায়, তবু কা'ল ফুরায় না, হায়গো তবু কা'ল ফুরায় না, (কত মাস যায় কত বছর যে যায়), যদি আজ কা'ল ব'লে মিছে দিন খোয়ালি, তোর আপনা কপাল আপনি খা'লি। বলা হয় না, বলা হয় না, হরিনাম, বলা হয় না; (কেবল খেলিতে বেড়িতে, লিখিতে পড়িতে, শৈশব চলিয়ে গেলে; থাকে বিলাসেতে মন, হরিনাম সাধন, হয়না যৌবন কালে। শেষে তৃতীয় বয়সে, অলসে অলসে, হয়না হরিনাম বলা, যখন তনু অন্তকালে, ধরে এসে কালে, কি করা যায় সেই বেলা (পরকালের কর্ম্ম), ঐ নাম আজ না নিলে, আর নিবি কবে, ভবে আর কি এমন জনম হবে), যদি আজ হয়ে যায় শমন জারি কার হরি কে কয়রে (কথা কইতে কইতে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে)।

২৮

খাবি দাবি সব করিবি, একবার একবার হরি কবি।

কোন কথায়, নাইক বেজায়রে, সকল বজায় রাখ্‌তে পাবি।

১। মদে যদি ম'জে থাক, দিন কতকাল খেয়ে দেখ; কারো কথা লাগ্‌বে নাকরে (হরিনামের গুণে), আপনা আপনি ছে'ড়ে দিবি।

২। মন যদি তোর ধায় কুপথে, দিন কতকাল পারবি যেতে; শেষে, আপনি কাঁটা পড়বে পথেরে (হরিনামের গুণে), আপনা হ'তে পথ লইবি।

৩। মন যদি চায় টাকা কড়ি, (করবি) দিন দুই চারি

দৌড়াদৌড়ি, শেষে কিসের টাকা কিসের কড়িরে, ঘর বাড়ী সব ভু'লে যাবি।

৪। মন যদি চায় দারা সুত, খাট্‌বি কয়দিন মনের মত, তার পরে ঠিক পরের মতরে, আপনা হ'তে স'রে যাবি।

৫। হরি নামটী এন্‌নি খাটি, মনের যত কুটি নাটি, ভেঙ্গে চূ'রে করবে মাটিরে (হরিনামের গুণে), আপনি আপনা ঘর লইবি।

৬। চিনি মণ্ডা যার যা জুটে, হরি ব'লে দে ভাই লু'টে, (দয়াল) গউর নিতাই এল জু'টেরে, এমন সুদিন কবে পাবি।

২৯

হরিবল বলরে ভাই মাধাই।

ভবে এমন নাম আর নাই, নামে এত সুধা আছে মাধা, আগে জানি নাই।

১। হায় হায় মাধা কি ক'রেছি, ব'সে ব'সে (কেবল) মদ খেয়েছি, আপনা পায়ে আপনা হাতে, কুঠার মেরেছি, হরিনাম ভু'লে কেন মিছামিছি বেঁচে আছি ভাই (বেচে থাকা চেয়ে না থাকা ভালরে, যদি কাজের কাজ ভাই না হইল, যদি অকাজে কুকাজে দিন গেল)।

২। হায় হায় মাধা কি করিলি, (এমন) নাম শুনিতে বাধা দিলি, না বুঝিয়ে নিতাইর গায়ে, কাঁধা মারিলি; যদি আপনা কপাল আপনি খা'লি, কার কি গেল ভাই (যা গেল ভাই মোদের গেলরে, গউর নিতাইর কিবা এ'ল গেল, তারা ভালই কথা ব'লে ছিল, হরি বল্‌তে মোদের ক্ষতি কি ছিল)।

৩। হায় হায় মাধা হরিবল, এখনও তো আছে ভাল, এখনও ভাই ডাক্‌ছে নিতাই হরিবল বল; ঐ নাম আমি বলি তুমি বল চল যাই ছুটাই (মোদের পক্ষে নিতাই আছেরে, নিতাই ব'লে ক'য়ে গোরা চাঁদে, রাখবে নিয়ে রাঙ্গা পদে)।

৪। হায় হায় মাধা দেখ্‌না চেয়ে, হরিনামের লুট বিলা'য়ে, গউর নিতাই নেচে গেয়ে, যায় বাজার দিয়ে; আয়না আমরা সবে ধেয়ে গিয়ে, লু'টে লু'টে খাই (আজ বড় ভাই সুদিন হ'লরে, গউর নিতাই এ'ল)।

৩০

আয় চ'লে আয় নগরবাসী, জল খেলিতে যাবি আয়।

জল খেলিতে আয়, গউর রূপ দেখিতে আয়।

১। ভক্ত সঙ্গে গৌর রায়, (কত রঙ্গে ভঙ্গে) (ভেসে ভেসে প্রেম তরঙ্গে), নিত্য নাচে নিত্য গায়, নিত্য জল খেলায়; করে কি আনন্দ নিত্যানন্দ, জল ছুড়িয়ে মারে গায় (তোরা আয় আয়গো)।

২। সেই সোণার মানুষ গউর চাঁদ, (এ চাঁদ কোথাবা ছিলগো), পেতেছে এক প্রেমের ফাঁদ, এসে নদিয়ায়, আমার প্রাণ গোরা চাঁদ, যার পানে চায়েন, ঘর করা তার বড় দায়।

৩। আমি ভরা ঘরা ঢে'লে ঢে'লে, (মিছে জলের ছলেগো, সকালে কিবা বিকালে), বারে বারে যাইগো জলে, দেখ্‌তে গৌর রায়; আমার কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি চাঁদের পায়।

৪। প্রেমে উছলে জাহ্নবীর জল, (অঙ্গ পরশ পেয়েগো)

জলের ছায়ায় ঝলমল, করে গৌর রায়; সেরূপ দেখিয়ে, পাগল হয়ে, ঝাপ দিয়ে তার পড়ি গায়।

৩১

আয়নারে ভাই সংকীর্ত্তনে, মন খু'লে প্রাণ খু'লে আয়।

দুচা'র দণ্ড নাম গানে তোদের, এমন কি কাজ ভেসে যায় (হরিবল বলরে)।

১। কত তাস পাশা খে'লে, কত বাজে কথা ব'লে, মিছে সময় কাটাও, ওজর দেখাও, (হরি) নাম লওয়ার কালে; যখন রোগে শোকে শু'য়ে থাকরে, তখন কি কাজ দেখ, যখন ঘুমে থাক তখন কি কাজ দেখ, তখন কোন কাজের বা খবর রাখ, কি কাজ দেখ; তোমার সে কাজ তখন কে চালায়।

২। হরি নামটী মধুময়, তাহে প্রেমের বাতাস বয়, ঐ নাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিলে, (শেষে) আপনি রুচি হয়; আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডু'বেরে, তাইতে মন ভিজে না, এমন হরিনামে পাষাণ মন ভিজে না; মন ভিজেনারে:—

যেমন বনের বরাহ, ময়লা খে'য়ে তুষ্ট, মিষ্ট অন্ন নাহি চায়, তেমন বিষয় বিষে যার উদর পরিপূর্ণ, সুধা দিলে নাহি খায়।

যেমন পেচকের পুলক, আঁধারে থাকিয়ে, আলোক নয়নে বিঁধে, তেমন কুনাট দেখিয়ে আঁখি ভুলে যায়, সে না চায় গোকুল চাঁদে।

সদা কুকথা আলাপে, কুকথা প্রলাপে, রসনা বেড়েছে যার; হরিনাম গুণ গানে, প্রেম-সুধাপানে, না হয়রে বাসনা তার।

কুপথে চলিয়ে, কুসঙ্গে থাকিয়ে, কুকথা যে সদা শুনে, ভকতের গাথা, ভাগবত কথা, না পশে তাহার কাণে।

আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডু'বেরে, তাইতে মন ভিজেনা, একবার নাম তরঙ্গে ভেসে আয় (কুসঙ্গ ছে'ড়ে)।

৩। যে হরিনাম নিবে, তারতো আপনা কাজ হবে, তাতে পরের কেন এত মাথার কিরে, লাগে ভাই তবে, এম্‌নি দুদিন চা'র দিন এ'লে গেলেরে, শেষে লাগ্‌বে ভাল;

ভাল লাগ্‌বেরে ঃ—

যেমন জাহ্নবীর জলে, সিনান করিলে, সুশীতল হয়রে কায়; হরিনামের হিল্লোলে, অঙ্গ ঢে'লে দিলে, পরাণ জুড়ায়ে যায়।

কত সুশীতল, মলয় পবন, চন্দন লেপন আর, কত সুমধুর অমৃতের ধারা, হরিনাম সবারই সার।

নামে আনন্দ না পাই, তবে কেন গাই, একথা এনো না মুখে, একবার কুসঙ্গ ছাড়িয়ে, সাধু সঙ্গ নিয়ে, দেখাদেখি দেখ ডে'কে।

এম্‌নি দুদিন চা'র দিন এ'লে গেলেরে, শেষে লাগ্‌বে ভাল; হরিনামের গুণ যাবে কোথায়।

৩২

আমার প্রাণ কেন উঠে কেঁদে (থেকে থেকে প্রেমের ঝোঁকে), (যেন আনন্দ আজ ধরে নারে), (কাছে আয় হরি-দাস), শান্তিপুর আজ শান্তিময় লাগে।

বুঝি দয়া ক'রে এসেছেসে রে, আমি ভাবতে আছি যার লে'গে (এত কৃষ্ণ ভ'জে)।

১। বুঝি মিলিবে তার সঙ্গ, নাচে দক্ষিণাঙ্গ, (এত) প্রেমের তরঙ্গ, নইলে কি উথলে; ধায় দক্ষিণে ভুজঙ্গ, গাইছে বিহঙ্গ, নাচিতেছে ভৃঙ্গ এফুলে ওফুলে, নইলে হরিবল হরিবল হরিবল ধ্বনীরে, কেন শুন্‌তে পাই চারি দিকে।

২। একদিন দু'দিন ক'রে আছি দিন গণিতে, এত কেন দেড়ি শ্রীহরির আসিতে, পথ চেয়ে চেঁয়ে পারিনে আর রইতে, এতদিন অদেখা নারি প্রাণে সইতে; আমায় ব'লে ক'য়ে আগে পাঠিয়েরে, তার কি ভাবনা নাই জীবের লে'গে।

৩। সেই অগতির গতি, গোলোকের পতি, ব্রজাঙ্গনাগণের ভকতির মূরতি, নামে প্রেমে জীবের লওয়াইতে মতি, অবতীর্ণ হরি হরিতে দুর্গতি; এবার ব্যাধি বু'ঝে হল বিধিরে (কলির জীবের তরে), হরিনাম ঔষধি প্রেমযোগে (দারুণ ভবরোগে)।

৪। ধন্যা শচী রাণী রত্নগর্ভা মাতা, জনমিলা যথা হরি মোক্ষদাতা, ধন্য ন'দেবাসী ধন্য মিশ্র পিতা, ধন্য পুণ্য দেশের তরু পুষ্প লতা; যত পশু পাখী সবে সুখীরে, গায়ে সেই দেশের বাতাস লে'গে।

৫। সাজরে সাজরে, যে যথা আছরে, বাহু তু'লে তু'লে নাচরে নাচরে, চল ভেটিবারে গৌরাঙ্গ সুন্দরে, হরিনাম হুঙ্কারে জাগাওরে সবারে; কেবল বল হরিবল বল হরিবলরে, কারো ভাবনা নাই পারের লে'গে (দয়াল এসেছেরে)।

৬৩

হরি হরি বলিতে বলিতে আপনা হইতে গলিবে মন।

কর নাম গান, ঢে'লে দেহ প্রাণ, তাজ অভিমান, ভজ ব্রজ-ধন।

১। হরিনামে মন মজাইয়ে রাখ, ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে অহরহ থাক, ভক্ত পদরজ প্রতি অঙ্গে মাখ, প্রেম রসের তরঙ্গে সাঁতারিতে শিখ ; ব্রজেন্দ্র নন্দনে যদি প্রাণে চায়, শরণ লহ আগে ব্রজেশ্বরী পায়, ব্রজ রস বিনে সেধনে কে পায়, যাহে গোপীকায় ক'রেছে বন্ধন।

২। যাবত সে রস না পশিবে চিতে, বিরত না হবে হরি নাম লইতে, নামের সাগর মথিতে মথিতে, প্রেম সুধা উথলিবে আপনা হইতে, হরি হরি ব'লে ডাকিতে ডাকিতে, প্রেমবারি যবে ঝরিবে আঁখিতে, ব্রজ রস তবে পারিবে বুঝিতে, পাইবে দেখিতে সে কাল রতন।

হরি বলরে, বলরে সবে, বলরে :—হরি বলরে সবে, আর কি ভবে, সাধের জনম হবে এমন।

হরি হরি বল, হরিনাম সম্বল, তা বিনে কি বল আছে, নাম লইতে লইতে, আপনা হইতে, ভকতি আসিবে পাছে।

মুকতির লে'গে, ভাবিও না আগে, মুকতি ভকতির দাসী ; তেমন ভকতি পাইলে, শকতি কি আছে, থাকিবে গোকুল শশী (এসে দেখা না দিয়ে)।

পায় মুকতি হইতে, সুখ ভকতিতে, হরি যারে দয়া করে ; দু'টী নয়ন ভরিয়ে, বয়ান হেরিয়ে, পরাণে রাখেসে তারে।

পে'লে পতির চরণ, সতী নারী যেমন, তরু তলে সুখ বাসে, অন্য ধন জন সনে, কি সুখ ভবনে, পতি না থাকিলে পাশে।

তেমন রূপ দরশন, চরণ সেবন, যে লোকে এ সুখ নাই, হেন সুরলোক বাসে, পরাণ না তোষে, তারে যদি নাহি পাই।

(তাপিত) প্রাণ জুড়াইতে, পিয়াসা মিটা'তে, হরি বিনে কে আর জানে, তাই পতি পুত্র ভাবে, সখারূপে সবে, জুড়াইলা বৃন্দাবনে।

ভবে সেই ভাগ্যবান, হরি পদে স্থান, এ ভাবে যে নিতে পারে; শত কোটি তীর্থ বাস, বৈকুণ্ঠ নিবাস, সকলই তার নিজ ঘরে।

হরি হরি ব'লে ডাকিতে ডাকিতে.........ইত্যাদি।

৩৪

হরিনাম অমিয় ধাম, ঐ নামে মন মজিয়ে থাক।

সুখে থাক, দুঃখে থাক, হরি হরি ব'লে ডাক।

১। কি করিবে যোগে, কি করিবে যাগে, (হরিবল হরি বল) জ্ঞান কর্ম্ম আচারে, পাবে কি জান্‌তে, সে রাধাকান্তে, বেদ বেদান্ত বিচারে; ভকতি বিশ্বাসে যে তারে চায়, চতুর সে জন সে ধনে পায়, হরিবল হরিবল, হরিবলরে মজরে, তাহারই সে পায়;

হরি বলরে কহরে হরে কৃষ্ণ হরে :—

বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; (বল) হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।

(একবার নমরে নমরে নমরে তারে; প্রেম ভরে ভক্তি ভরে)।

নমো হরিহরয়ে নমঃ, যাদবায় নমঃ, মাধবায় নমঃ,

নমো বাসুদেবায়, নমঃ কেশবায়, নমো মুকুন্দায়, গোবিন্দায় নমঃ।

নমো মৎস্যরূপায়, কূর্ম্মরূপায়, বরাহরূপায়, নৃসিংহায় নমঃ,
নমো বামনায়, পরশুরামায়, নম আত্মারাম-শ্রীরামায় নমঃ।
নমো জনার্দ্দন-সত্যসনাতন-নিত্যনিরঞ্জন-দৈত্যদলনায়,
নমো জগন্নাথ-মন্নাথ শ্রীনাথ-ব্রজগোপীনাথ-বাল গোপালায়।
নমো গিরিধারণায়, বংশীবদনায়, কংস নিধনায়, কালবারণায়,
নমঃ কালিয়দমন-শ্রীমধুসূদন-ব্রজেন্দ্রনন্দন-রাধারমণায়।
হরিবল হরিবল, তারে মন খু'লে প্রাণ খু'লে ডাক।

২। মধুময় হরি নামের মাধুরী, পরশিবে যবে মরম, (হরি বল হরিবল), তখনই হৃদয়, হইবে শীতল, এমনই নামের ধরম; দুঃখ তাপ পাপহারী, শমন ভবন গমন বারি, হরিবল হরিবল, হরিবলরে ভজরে, ভব কাণ্ডারী;

একবার ভজরে ভজরে ভজরে তারে; সেই শ্যামসুন্দর ব্রজকিশোরে।

ভজ শ্যামসুন্দর, ব্রজমধুকর, নবজলধর নীলভাতিরে; কিবা নলিননয়ন, মুরলী বদন, হেলন দোলন গজগতিরে।

কিবা কুটিল কুন্তল, চুম্বিত কপোল, অধর কমলে মৃদু হাসিরে; কিবা দোলিত কুণ্ডল, শ্রবণ যুগল, বদন মণ্ডল কোটি শশীরে।

কিবা শিখীপাখাযুত, চূড়াবিভূষিত, নূপুর বাদিত পদযুগরে; কিবা কামের কামান, কামিনী ঘাতন, নয়ন ভূষণ জোড়া ভুরূরে।

কিবা তড়িত জড়িত, বাসপরিহিত, সুবাসিত বনমালাধারীরে; কিবা যমুনা পুলিন, কদম্ব কানন, বৃন্দাবন বনচারী হরিরে।

হরিবল হরিবল, ঐরূপ, হৃদমাঝারে ভরিয়ে রাখ।

৩৫

যামিনী বিগত, জাগিল জগত, মনরবি কত ঘুমে।

পাখীকুল মিলি, গায় হরিবলি (অই শুন অই শুনরে মন), মধুর মধুর তানে।

১। শীতল সমীর মন্দ মন্দ ব'য়ে, প্রেমে অন্ধ হ'য়ে ফুল গন্ধ ল'য়ে, জনে জনে যায় হরিগুণ গেয়ে, অমিয় ঢালিয়ে প্রাণে; নিশির শিশির বিন্দু বিন্দু ছলে, তরুকুল যেন প্রেমঅশ্রু ঢালে, তরুণ অরুণ হাসে কুতূহলে, চাহিয়ে শ্রীমুখ পানে।

২। সারানিশি জে'গে আকুল অন্তরে, গ্রহশশী আদি খুঁ'জে গেল যারে, নদী কুল খুঁ'জে কুলু কুলু স্বরে, ধাইছে সাগর পানে; সাগর উছলে যার প্রেমরসে, ত্রিলোক পাগল যাহার উদ্দেশে, (ম'জে) তুমি বিষয় রসে, হারিয়েছ দিশে, ভু'লে সে পরম ধনে।

৩। ভাঙ্গ মায়াঘুম জাগরে জাগরে, তারক ব্রহ্মনাম জপরে জপরে, কহরে কহরে হরেকৃষ্ণ হরে, আরাম পাইবে প্রাণে; কাঁপাইয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, তারস্বরে কেবল হরি হরি বল, ভব পারের বল, কি আছে আর বল, হরিবোল হরিবোল বিনে।

৩৬

হরি বলরে হরিবল ধ্বনী শুনা যায়।

হরিবল হরিবল, হরিবল হরিবল; হরিবল হরিবল হরিবল ব'লে কেরে এমন নাচে গায়। (তুই যারে মাধা জে'নে আয়রে, গউর যায় কি নিতাই যায়)।

১। ফিরে কা'ল গিয়েছে যারা মাধাই, এসেছে কি তারা দুভাই, আ'জ কেন নামে মিঠা পাই, শু'নে এমন প্রাণ জুড়ায়; এই হরিনাম শুনি কত, মনেতো ধরে না এত, আজ যেন কি মন্ত্রের মত, অন্তরে পশিল মাধাই (হরিবল হরিবল হরিবল ধ্বনী)। (প্রাণ জানি আজ কেমন করেরে, আমায় ধর ধর মাধাই)।

২। শুনেছি ভাই কাঙ্গাল পে'লে, গউর নিতাই যায়রে গ'লে; আয় যাই তবে দুভাই মিলে, পড়িগে ভাই দুভাইয়ের পায়; পাপের বোঝা দূরে ফে'লে, দুভাই নিব দুভাই কোলে (হরিবল হরিবল হরিবল মাধা), নাচব গাব হরি ব'লে, ভয় কিরে আর শমনের দায় (হরিবল হরিবল হরিবল মাধা), (তাই বলি ভাই হরি বলরে, কেবল হরিবল হরিবল।

৩। হরিনামের দিয়ে সারা, ডে'কে আয় ভাই সকল পাড়ায় (ভব) পারের বাঞ্ছা করে যারা, তাদের তো এই সময় যায়; এমন দয়াল গেলে চ'লে, পার কর পার কর ব'লে; ব'সে কাঁদতে হবে ভবের কূলে, সময় গেলে কে কারে পায় (তাই বলি ভাই হরিবলরে, কেবল হরিবল হরিবল)।

৪। কি জানি প্রেম কারে বলে, তা নাকি ভাই নামে ফলে, (দয়াল) গউর নিতাইর শরণ নিলে, সেধন নাকি পাওয়া যায়; যে আনন্দে দুভাই নাচে, সে আনন্দ প্রেমে আছে, এমন সুজন পে'য়ে কাছে, সেধন কেন হারাই হেলায় (তাই বলি ভাই হরি বলরে, কেবল হরিবল হরিবল)।

৩৭

কেমন ক'রে এমন দিনে, হরি নামে দেশ মাতা'লরে (এসে বালক নিমাই)।

কেবল হরিবল হরিবল হরিবল ধ্বনী শুনিরে (যেখানে যাই সেখানে ভাই, সদা গোঠে মাঠে পথে ঘাটে)।

১। শৈব শাক্ত গাণপত্য দেশে আছে কত, যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বেদ বিহিত, ব্রত পূজায় রত, কত নিষ্ঠা নিয়ম জে'তের গুমান, সমাজ বন্ধন মান অভিমান, সার করিল হরি নাম গান, সকল ক'রে হত; ফে'লে পুথি পাঁজি, পূজার সাজি, হরি ব'লে কাঁদেরে (নিমাইর গলাধ'রে), (হরিবল হরিবল, হরিবল বলে আর গলাধ'রে কাঁদেরে)।

২। বেদ বেদান্ত ন্যায় সিদ্ধান্ত নানা গ্রন্থ প'ড়ে; দেশে গণ্য মান্য ধন্য যারা, তারা ব্যাঙ্গ করে; বলে নেচে গেয়ে (আবার) ধর্ম্ম করা, শুনি নাই আর এমন ধারা, (হয়ে) জনকত লোক দিশাহারা গিয়েছে ছারে খারে; সে সব জ্ঞানী মানী আজ কেন জানি, হরি ব'লে নাচেরে (বাহু তু'লে তু'লে), (হরিবল হরিবল, হরিবল বলে আর বাহু তু'লে নাচেরে)।

৩। যত কীর্ত্তন বাদী, (হ'ল) নালিশ বন্দী, নবাবের দরবারে, দেশে থাকাযায় না, (রে'তে) ঘুম আসে না, নিমাইর হাহাকারে, হ'ল কাজির প্রতি বিচারের ভার, হরি বলে আর সাধ্যবা কার, হরিদাসে করে প্রহার বাজারে বাজারে; দেখরে সেই কাজি আজ রাজি হয়ে গউর পদে লোটায়রে (হরিবল হরিবল, হরিবল বলে আর গউর পদে লোটায়রে)।

৪। মাধা, আমার মতন পাষাণ এমন, মিলে কয়জন খুঁজে,

দেব মানি নে, ধর্ম্ম মানি নে, মদে আছি ম'জে, নিমাই কি মন্ত্র ভাই দিল কাণে, রইতে নারি তারে বিনে, সেই হ'তে ভাই হরি নামে সদাই পরাণ কাঁদে ; যখন আমা হেন জন পায়রে শরণ, ভাবনা কার আর আছেরে (গউর চরণ পে'তে), (ভব পারে যেতে) ; (হরিবল হরিবল, হরিবল, বল ভাই)।

৫। ওভাই জ্ঞানী যোগী কর বাকি ব'সে নয়ন মু'দে, যদি চাহ ভাল, নয়ন খোল, হের গোরাচাঁদে ; এত দেখলে শুন্‌লে নিমাইয়ের গুণ, তবু কি আর ভাঙ্গল না ঘুম, কি জানি এ কেমন বা ভ্রম, প'ড়েছ কোন ফাঁদে ; সে যে আপ্‌নি হরি, বল্‌ছে হরি, নাম দিয়ে প্রেম যাঁচে রে (হরিবল হরিবল, হরিবল বলে আর নাম দিয়ে প্রেম যাঁচেরে)।

৩৮

বল হরিবল, বল হরিবল, ভাবনা বল আর কি।

১। হরে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, হরে রাম রাম বল, হরে কৃষ্ণ নাম বিনে বল সম্বল আছে কি (ভব পারের), (হরিবল হরিবল, হরিবল কেবল হরিবল ; হরিবল হরিবল কেবল, বল হরিবল হরিবল)।

২। হরিনাম মধুময়, হরি প্রেম মধুময়, নামে প্রেমে যোগ হ'লে কি মধুর মধুর হয় ; হরিনাম নিলে প্রাণে আপনি হয় প্রেমমাখা মাখি (হরিবল হরিবল...... ইত্যাদি)।

৩। এবার উঠ্‌ল প্রেমের বাও, কেন কূলে নাও ডুবাও, হরি) নামের বাদাম তু'লে একবার পারির মুখে যাও ; ব'সে

হাইল ঘুরাও আর হরিগুণ গাও, শঙ্কা কর কি (ভব পারের), (হরিবল হরিবল·····ইত্যাদি)।

৪। যেমন পতিত পাবন নাম, তেমন পতিত পাবন কাম, যেমন পাপী হওনা কেন পাবে মোক্ষ ধাম, রবে তা নইলে তার নামে বদনাম, যাবে তোমার আমার কি (হরিবল হরিবল······ ইত্যাদি)।

৫। নামের লুট দিছে নিতাই, জীবের ভাগ্যের সীমা নাই, আয়নারে ভাই বাহু তু'লে নিতাইর কাছে যাই ; আয়না সবে মিলে নাম লু'টে খাই, এমন পাবি কি (দয়াল এমন পাবি কি, সুদিন এমন পাবি কি), (হরিবল হরিবল······ইত্যাদি)।

৩৯

আয়রে নগর বাসি! হরিনাম দিয়ে যা প্রেম নিয়ে যা আয়রে আয়।

মোদের কুদিন গেল, সুদিন এল ; (একবার হরিবল হরিবল ভাই)।

১। হরিবল হরিবল, বল হরিবল, উঠ্‌ল ধ্বনী দেশে, যত ধনী মানী জ্ঞানী, পুরুষ রমণী, ডুবিয়ে গেল সে রসে, হরিনাম গেয়ে যায় প্রাণ গোরাচাঁদ (হরিবল হরিবল ভাই), নয়ন জলে ভাসে বয়ান, নিতাই তু'লে প্রেমের নিশান, ডাক্‌ছে মধুর ভাষে (হরিনাম নিবিকে প্রেম নিবিকে) (কেবল হরিবল হরিবল ভাই); হরি বল্‌বি যারা, প্রাণের বান্ধব তারা, (হরিবল হরিবল ভাই), হয়ে দু ভাই এম্‌নি মাতোয়ারা, কাতরে হরিনাম বিলায়।

২। ঐ নাম বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর, মধুর ভকতি যোগে, নাম যত কর গান, যত কর পান, মধুর মধুর লাগে, যার নামে এত মধু ঝরে, প্রেমে না জানি কি করে, হয় কি আনন্দ পে'লে তারে, যার জাগে তার জাগে; আয়না পরাণ ভ'রে, একবার ডাকি তারে, দেখি কেমন ক'রে থাকে দূরে, প্রাণ সঁপিলে ঐ রাঙ্গা পায়।

৩। হরে কৃষ্ণ নাম, হরে রাম রাম, যদি অবিরাম ঝাবে, যত দুঃখ তাপ ভার, মনের আঁধার,সকলই ঘুচিয়ে যাবে, হরিনাম বিনে আর কলি যুগে, ঔষধি নাই ভব রোগে, (কেবল হরিবল হরিবল ভাই), পান করিলে ভক্তি যোগে প্রাণে আরাম পাবে ; দয়াল অবতারে, এবার ভাবনা কিরে, হরিনাম কর ভাই ডঙ্কা মে'রে, ভব পারের হবে উপায়।

৪০

হরিবল হরিবল, বল কেবল হরিবল, ভব পারের সম্বল কররে।

১। আর কত যাবে ঘুম, শিয়রে বসিয়ে যম, (একবার জাগরে জাগরে), হরে কৃষ্ণ হরে রাম কহরে।

২। কিবা মন্ত্র কিবা বিধি, হরিনাম মহৌষধি, (হরি বলরে বলরে), পান করিলে ভবব্যাধি যাবেরে।

৩। ছাড় হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার, অবিচার অত্যাচার (হরি বলরে বলরে) ; (আর) কত কাল এ পাপের ভার সবেরে।

৪। এসব ধন জন পরিজন, রবে কার কতক্ষণ (হরি বলরে বলরে) ; পর কালের পথ এখন দেখরে।

৫। কৈ থাকিবে রাজা পাট, কৈ থাকিবে স্বর্ণ খাট (হরি বলরে বলরে), শেষের শয্যা শ্মশান ঘাট হবেরে।

৬। কি চাও কি চাও আর, হরিনাম কর সার, (হরি বলরে বলরে), অনায়াসে ভব পার হবেরে।

৪১

হরিহে কর বা না কর ভবে পার।

বড় ভরসা করিয়ে তোমার, নাম নিয়ে দিয়েছি সাঁতার।

১। ব'য়ে গেল সুখের রবি, হ'য়ে এল অন্ধকার, মায়া মোহ কুবাতাসে উথলিল পারাবার; গগন ছাইল মেঘে, বজর ছুটিছে বেগে, অভাগারে করিতে সংহার।

২। এত সাধের দেহতরি হ'য়ে গেল চূরমার, ভাসায়ে অকূল জলে পালা'ল মন কর্ণধার, (কত) পাপী তাপী ভরা ভ'রে, চলেছ সাগর পারে, অভাজনে মনে নাই তোমার।

৪২

জয় ভব বন্ধন-মোচন কারণ, জগত জীবন শ্রীহরি।

অনাথ বান্ধব, শ্রীনাথ কেশব, যাদব মাধব মুরারি।

১। শ্রীনন্দ-নন্দন, ত্রিলোকবন্দন, গিরিগোবর্দ্ধনধারী, ভব ভয় ভঞ্জন, নিত্যনিরঞ্জন, ভকত রঞ্জনকারী।

২। অনন্ত শয়ন, কৃতান্ত দমন, ভ্রান্তজন ভ্রান্তিহারী; আগম নিগম তন্ত্র, যোগমন্ত্র যাগযন্ত্র, বেদান্তে তোমার অন্ত না হেরি।

৩। আপদে বিপদে, যে মজে রামপদে, সম্পদ পদে পদে তারই, (আছি) শত অপরাধে, অপরাধী পদে, রাখিও শ্রীপদে কৃপা করি।

৪৩

হরি প্রেমভূষণে যে সেজেছে, অন্য ভূষণে কাজ কি আছে।

মণির শিরোমণি, নীলকান্তমণি, জে'নে কাল ফণী, শিরে ধ'রেছে।

১। পর প্রেমের কাজল, প্রেমের কুণ্ডল, প্রেমের তিলকরে, পর প্রেমকণ্ঠহার, প্রেমে দাও সাঁতার, প্রেমেরই পাথার প'ড়ে রয়েছে।

২। পে'ল প্রেমে গোবর্দ্ধন, প্রেমে কপিগণ, প্রেমে বিভীষণরে, হ'ল প্রেমে যদুপতি, অর্জ্জুনের সারথী, (প্রেমে) বলি দ্বারে হরি বান্ধা প'ড়েছে।

৩। পে'ল প্রেমে যশোমতী, কুবুজা শ্রীমতী, প্রেমে দেবকিনীরে, পে'ল প্রেমে বসুদেব, শ্রীদাম উদ্ধব, (হরি) প্রেমে নন্দের বাধা মাথে ব'য়েছে।

৪। পে'ল প্রেমে হরিদাস, ধ্রুব শ্রীনিবাস, প্রেমেতে প্রহ্লাদরে, প্রেমে বৃষকেতু ধন্য, সুধন্বা সুধন্য, ছিন্ন মুণ্ডে তুণ্ডে হরি ব'লেছে।

৫। হরি প্রেম অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে যার, শঙ্কা কি শমনেরে; মন প্রাণ ভরি, বল হরি হরি, হরি ভিন্ন তরি ভবে কি আছে।

৪৪

কর হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠান, হরি হৃদিরঞ্জন।

তোমায় মনের মতন, করিয়ে যতন, রাখ্‌ব হৃদে হৃদয় রতন

১। মাখিয়ে প্রেমের ফুল পীরিতি চন্দনে, হরি হরি বীজ-মন্ত্রে দিব ওচরণে, (বড় সাধ যে ছিল, অনেক দিন হ'তে বড় সাধ যে ছিল), কবে হবে মম হেন দিন, পাব তব দরশন।

২। নয়নের জল বিন্দু মন সূত দিয়ে, রাখিয়াছি মালা গেঁথে তোমার লাগিয়ে, (কবে সাজিয়ে দিব; বিধু বদন পানে চেয়ে চেয়ে, কবে সাজিয়ে দিব), কবে নূপুর হইয়ে তোমার বেড়িয়ে রব চরণ।

৩। ধরম করম হীন আমি অভাজন, অনাথের বন্ধু তুমি পতিত পাবন, (একবার চাইতে হবে, দীন হীনের পানে এক বার চাইতে হবে), তোমার দয়ার ভিখারী হয়ে, রয়েছি পরাণ ধন।

দীনহীনের পানে একবার চাইতে হবে, অভাজন পানে একবার চাইতে হবে।

হরি চরণে শরণ, লয় যেই জন, তারে না ত্যজিতে হয়, অভাজন ব'লে, ফেলে দিবে ঠেলে, (দয়াল) নামের তা মরম নয়হে।

তাই যদি হবে, পতিত পাবন তবে, কেনবা লইলে নাম; অপথ কুপথগামী, যে হই সে হই আমি, তারণ তোমার কামহে।

তোমারই আদেশে, ভ্রমি এই দেশে, পাপপুণ্য নাহি জানি; যাই করাও তুমি, তাই করি আমি, আমি দাস প্রভু তুমিহে।

আমি ক্ষুদ্র নদী, তুমিহে জলধি, তুমি ভিন্ন গতি নাই; তাইসে তোমাতে, চাই হে মিলিতে, দয়া ক'রে দাও ঠাই হে।

হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, লইয়ে তোমার নাম; হরি হরি ব'লে, তব প্রেম জলে, শীতল করিব প্রাণ হে।

কেবল বঁল্‌ব হরি। কেবল বল্‌ব হরি, ভবপারি দিব হরি ডঙ্কামে'রে।

একবার চাইতে হবে, দীনহীনের পানে একবার চাইতে হবে; তোমার দয়ার ভিখারী হয়ে রয়েছি পরাণ ধন।

৪৫

"এসে লাগলরে চৈতন্যের জাহাজ সুরধুনীর ঘাটে"।

ব'লে বল হরিবল, বল হরিবল, এই বেলা চল ছু'টে।

টিকিট ষ্টেসন ঘাট হ'য়েছে সুরধুনীর তটে।

১। টিকিট মাষ্টার হরিদাস তথায়, তার দয়াগুণে, কড়ি বিনে, সবাই টিকিট পায়, তথায় প্রথম শ্রেণী অধম শ্রেণী নাই, সকল সমান বটে, (রাজা প্রজা মজুর মু'টে) তথায় কারো না গুমান খাটে।

২। ঐ শুন অদ্বৈত চাঁদের হুঙ্কার শুনা যায়, এখন খুলবে জাহাজ, যাহার যে কাজ, সে'রে সকাল আয়, ডাকে নিতাইচাঁদ সারঙ্গ হয়রে, সবে আয়রে ছু'টে, (যাবি নারায়ণগঞ্জের ঘাটে) শেষে পাবিনে কপাল্ কু'টে (পারের সুযোগ এমন)।

৩। যাহার যত পাপের বোঝা ভাই, বিনে লগেজ ভাড়া, করে তারা, মালকোঠা বোঝাই, যখন হরি ব'লে উঠবি কূলেরে,

সকল রেখে দিবে, (তোদের পাপের বোঝা সকল) (হরি নামের বদল সকল) ভবে এমন দয়াল কৈ ঘটে। (তারা রাঙ্গ নিয়ে সোণা বাঁটে)।

৪৬

হরি আর যে প্রাণে মানে না, কবে তোমার হবে করুণা।

তোমার নামে রুচি হবে নাকি, (দিনকি এমনি যাবে) আমার মন কি ভাল হবেনা।

১। এই বড় হে মনোবেদনা, তোমার নামে প্রেমে সবাই কাঁদে, আমার নয়ন কেন ঝোরে না। বরং হাস পরিহাস ক'রে থাকি, মনে করলে কাঁদতেবা কি, চোখে কত লঙ্কা ঘ'সে দেখি, (আমার) এক ফোটা জল বেরয়না। (হরিহে আমার এমনি দশা) (কাঁদা কিহে মুখের কথা, যদি মন না কাঁদে)।

২। যখন নাম কীর্ত্তনে যাই কোন খানে (কারো অনুরোধে, উপরোধে), লোকের দেখা দেখি ব'সে থাকি, নামের সুধা পশে না কাণে, কত করি ছিদ্র অন্বেষণ, ভক্তা ভক্ত কে কেমন, আমি লোকটা কেমন, পাইনে ওজন, মনের গুমান ছুটে না। (হরিহে আমার এমনি দশা)

৩। আমার কারোসনে মনতো মিশেনা, তাই স'রে থাকি, মাখা মাখি, আমার কাছে ভাললাগে না, সকলে পায় আলিঙ্গন, আমার ভাগ্যে কুবচন, আমি বিলাই যেমন, পাইহে তেমন, তবু তো মন শিখেনা। (হরিহে আমার এমনি দশা)

এই ভাগ্য হীনের হবে কি সেদিন, কবে তৃণ হ'তে হীন হব,

হ’য়ে রব দীনের অধীন, কবে শুন’ব গাব হরিনাম, কাঁদব প্রেমে অবিরাম, কবে ভাই ব’লে কোল দিবসবে, ভিন্ন বিচার রবেনা (ভক্ত পরশ পেয়ে)।

৪৭

আমার হিয়ার মাণিক কালিয়া সোণা, গলিয়ে গলিয়ে চলিয়া যায়।

জগ মন চোর, সদা প্রেমে ভোর, আঁখি ঝর ঝর রাধা গুণ গায়। (হরি গুণ গায়)

প্রেমময়ী স্বর্ণময়ীর বর্ণ মে’খে, ব্রজের কালবরণ ফেলিয়াছে ঢে’কে, তেমন মধুর বচন, তেমন হাসি মুখে, এযে সেই ত্রিভঙ্গ চেনা যায় চোখ দে’খে।

আগে চূড় ভূষণ ভাল বাসিত পরিতে, নইলে কেন কেশ ঝুঁটি বাঁধে মাথে, যদি না জানিত বাঁশী বাজাইতে, অঙ্গুলী নাড়িবে কেন কথা কইতে।

উঠিতে বসিতে হরি যে বলে, (একবার) রাধা রাধা ব’লে, পড়ে ঢ’লে ঢ’লে, হেলে দু’লে আবার, হরি যে বলে।

মুখে বলছে হরি, (হরি বলরে কলির জীব) প্রেম ভিখারী, গড়া গড়ি ধুলায় প’ড়ে। হরি যে বলে।

হরি হরি ব’লে, ভাসে আঁখি জলে, পাগল করিল দেশ; যারে কাছে পায়, তারে ডাকে আয়, কাহারে নাহিক দ্বেষরে।

কারে নাম দেয়, কারে প্রেম দেয়, কারে ধ’রে দেয় কোল, (অধম) পাতকী পাইলে, টেনে আনে কোলে, কেবল বলে হরি বলরে।

কত উথলে তরঙ্গ, দেখিলে সে রঙ্গ, কত অন্তরঙ্গ সঙ্গে ফিরে, তাদের কেহ নহে কম, সবে অনুপম, হরি নামে আঁখি ঝোরে।

কত রাজেন্দ্র নরেন্দ্র, প্রিয়ভক্ত বৃন্দ, শ্রীপদ প্রসাদ যাঁচে, হ'ল কত দাস ধন্য, সতত প্রসন্ন, চরণে লাগিয়ে আছে।

সবে চলরে, নয়ন খোলরে, (ঐরূপ দেখিয়ে জনম ক'রেনে সফল) (সবে চল ত্বরা চল) একবার হরি হরি বল, লু'টে লু'টে পায়।

(হরি বল, হরি বল, হরি বলরে একবার হরি বল) (এই হরি নাম পারের সম্বল, এই হরি নাম অন্তিমের বল, মিছে কুভাবনায় হ'লিরে তল, হরি নাম বিনে আর নাই কিছু বল)।

৪৮

হরি কি দিয়ে পূজিব তোমায় কি আছে আমার।

প্রেম ফুলে পূজিলে নাকি, পূজা হয় তোমার।

১। আছে সুবাসিত যত ফুল, মালতী বেলি বকুল, (কিম্বা নন্দন কানন জাত, পারিজাত ফুল) কিছুই না সমতুল হয়হে তাহার, (এতই অমূল্য সে প্রেমফুল), কেবল তুলসী আর গঙ্গা জলে, পূজিলে কি তোমায় মিলে, হরি অশ্রুজলে না ভিজা'লে চরণ তোমার। (তুমি নেওনা কোলে)

২। এসব মহাপূজার উপচার, আমি কোথা পাব আর, (সেই প্রেম ফুল আর অশ্রুধার, তাকি যার তার ভাগ্যে মিলে), তাই নিরুপায় ভাবিয়ে তোমার, নাম ক'রেছি সার, এই হরিনাম নিতে নিতে, যদি সে ফুল ফুটে চিতে, তবে ছুটিলে পায়ে ছুটিতে, নয়নের ধার। (তোমার দয়া হ'লে)।

৩। হরি একথা শুনেছি আমি, নামের সনে আছ তুমি, (আছে) এই কেবল এক হৃদয় স্বামি! ভরসা আমার, ব'লে কেবল হরি হরি, ধূলায় দিব গড়াগড়ি, পায়ে রাখ বা না রাখ হরি, সে ইচ্ছা তোমার।

(ধূলায় গড়ি যে দিব, হরিবল হরিবল ব'লে গড়ি যে দিব; (হরিবল হরিবল হরিবল ব'লে) নইলে দুর্ব্বলের বল আছে কি আর (আমার মত সম্বল শূন্য) (হরিবোল হরিবোল হরিবোল বিনে) ধূলায় গড়ি যে দিব, হরি বল্‌ব, উঠে নাচব, লু'টে পড়্‌ব ধূলায় গড়ি যে দিব। কেবল বল্‌ব হরি, গড়াগড়ি দিব হরি ধূলায় প'ড়ে।

(ধূলায় গড়ি যে দিব)

হরেকৃষ্ণ রাম, হরে রাম রাম, অবিরাম নাম গাইব হে, নূপুর হইয়ে, সাধ মিটাইয়ে, (যুগল) চরণ বেড়িয়ে থাকিবহে।

তুমি ঠেলে ফেলে দাও, কিম্বা তু'লে লও, (তোমার) যাই মনে লয় তাই করহে, ফিরে চাও বা না চাও, যথা তথা যাও, আমি না সঙ্গ ছাড়িব হে।

(কেবল বলব হরি গড়াগড়ি ইত্যাদি)

তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, যদি কোন মতে, (এমনি ঘাসতে মাজিতে তোমারই দয়াতে), একবার ডাকিবার মত ডাকিতে পারি; তবে অধম বলিয়ে, ফিরে না চাহিয়ে, দেখিব কেমনে থাকিবে হরি।

যদি তোমার দয়া হয়, অসম্ভব নয়, এই মরুভূমে সে ফুল ফুটিতে পারে, (ভুবনে অতুল যেই প্রেমফুল), তবে বিচিত্র কি আর, চরণ তোমার, পাখালিতে হরি নয়ন নীরে!

(কেবল বল্‌ব হরি গড়াগড়ি ইত্যাদি)

(ধূলায় গড়ি যে দিব)

(মিল)

ব'লে কেবল হরি হরি, ধূলায় দিব গড়াগড়ি
পায়ে রাখ বা না রাখ হরি সে ইচ্ছা তোমার।

৪৯

বল ভাই হরি. বদন ভরি, খেল দেখি এই নূতন খেলা।

হাতে ধরি হরিবল, পায়ে পড়ি হরিবল, মারিলি মারিলি, আবার নয় মারিবি, তবু হরি হরি বল এই বেলা (ভাইরে মাধা)।

১। যে খেলা খেলিয়ে হয়েছ বেহাল, এ খেলা সে খেলা আকাশ আর পাতাল, (যদি) গোলোক ধামে যাবি ভাল ক'রে ঢাল, (খেলা) ঢালরে সকাল ডুব্‌ল বেলা। (এতদিনে তোর ফিরেছে কপাল, খেলার সাথী পা'লি নন্দ লালা (শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে)।

২। যে মদ খেয়ে বেতাল র'লি এতকাল, সে মদ ছেড়ে এ মদ খেয়ে দেখ মাতাল; সে মদ খেয়ে কেবল ভোগিলি জঞ্জাল (সাছা কি না মাধা শপথ ক'রে বল), এমদ খে'লে যাবে ভবের জ্বালা (সাছা কিবা মিছা পরখ ক'রে দেখ)।

৩। চিনি মণ্ডা কত খে'তেছ মিঠাই, দুবার দিলে আবার বল আর না চাই, আমি যা এনেছি খেয়ে দেখনা ভাই (এমন কখন খাওনি মাধাই), যত খাবি তত হবি উতলা (হরিনামের মিঠাই) (আরো দাও দাও ব'লে)।

৪। ছলে বলে যত লুটিয়াছ ধন, (তার) কাণা কড়ি সঙ্গে যাবে কি কখন, এনেছি যে ধন, লু'টে নে সেধন, এ ধন যাবার বেলা হবে পারের ভেলা (এই হরিনাম), (ভব সিন্ধু পারে)।

৫০

হরিনাম এনেছ, বেশ ক'রেছ, আয়না তবে নাচি গাই।

গায়ে কাঁধা মেরেছি, ঘাইট ক'রেছি, ক্ষমা কর ভাই ঠাকুর নিতাই।

১। ভব পারের ঠাকুর তোরা যে দুভাই, আগে তো এত জানি নাই, (ঠাকুর নিতাই নিতাই হে), জান্‌লে তোমার সোণার অঙ্গে, অমন ক'রে কিরে মারিতেম ভাই (ক্ষমা কর ক্ষমা কর, ক্ষমা কররে আমার ঠাকুর নিতাই), মারিব না আর, কাছে আয় আমার, চরণ ছু'য়ে ভাই পরাণ জুড়াই।

২। হরিনাম নিলে ভব ক্ষুধা যায়, আগেতো এত জানি নাই, জান্‌লে এমন সুধা থু'য়ে, মদ খেয়ে কিরে, ডুবিতেম ভাই (হরিবল হরিবল হরিবলরে আমার ঠাকুর নিতাই), কি নাম শুনাইলি, পাগল ক'রে দিলি, মনে লয়না আর ঘরে ফিরে যাই।

৩। এমন, শমন দমন নাম নিয়ে কোথা ছিলি, পাতকীরে কিরে মনে নাই, তবু ভাল আজ মাধাই ব'লে, এতদিনে খবর করিলি ভাই, তা নইলে আমার, কি যে হতো আর, কোথা যেতেম ভেসে, কে রাখিত ভাই।

৪। শত অপরাধ ক্ষমা দিয়ে যদি, দয়া ক'রে পায়ে দিলিরে ঠাই, যখন তোরে চাই, তখন যেন পাই, চরণ ছাড়া আর ক'র

না ভাই, পাপী তাপী ব'লে, যেওনা আর ফেলে, পড়েছি অকূলে, তু'লে নেরে ভাই।

৫। যদি হরিনাম দিয়ে ভেঙ্গে দিলি ঘুম, ওনাম যেন আর ভু'লনে ভাই, কেবল হরেকৃষ্ণ রাম, হরেকৃষ্ণ রাম, রাম রাম যেন অবিরাম গাই; আমরা দুভাই মিলে, নামে প্রেমে গ'লে, হরি ব'লে যেন ধরণী লোটাই (এই ভিক্ষা চাই নিতাই)।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।



প্রেম-ভক্তি।

১

তোমায় আর কবে পাব দেখিতে, দিব না যেতে।

আমায় একা ফে'লে কোথা যাবে, যাব তোমার সাথে সাথে।

১। নবঘনশ্যামরূপ, অধর সুধার কূপ, কিবা শোভা অপরূপ, বাঁশের বাঁশীতে; একবার দে'খে লই জনমের মত, দাঁড়াও হরি ঐ রূপেতে।

২। তোমার অপ্রিয় কত, সাধিয়াছি অবিরত, অজ্ঞান অজামিল মত, ক্ষম এ সুতে, তুমি অক্রোধ পরমানন্দ ভাল মন্দ নাই তোমাতে।

৩। তুমি ভুলাও কান্ত ভ্রান্ত জনে, তোমার অন্ত কেবা জানে, ধরি ধরি করি মনে, নারি ধরিতে; আজি আপনি এসে ধরা দিলে, নিদানের বিধান করিতে।

৪। হরি, না পুরিতে মন সাধ, হয়ে এ'ল কণ্ঠ রোধ, আর তোমার ঐ রাঙ্গা পদ নারি ভাবিতে; যদি চরম কালে, কাছে এ'লে, চরণ তু'লে দাও হে মাথে।



২

হরি মন গেল তোমার রূপের পানে, ঘরে রই কেমনে।

তোমায় যে দেখেছে, একবার নয়ন কোণে, তোমায় যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

(আমার প্রাণে যে টানে, ঘরে রই কেমনে, প্রাণে যে টানে; তোমার ভুবনমোহন রূপ হেরিয়ে, প্রাণে যে টানে, ওরূপ যোগী জনের জাগে মনে, প্রাণ যে টানে)।

১। কিবা, অমল কোমল, বদন মণ্ডল, করণে কুণ্ডল দোলে, তাহে ঠমকে ঠমকে, চপলা চমকে, অলকা তিলকা ভালে। তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

২। কিবা অমর বাঞ্ছিত, অনঙ্গ লাঞ্ছিত, সুঠাম শ্যামল তনু, কিবা কোকিল গঞ্জিত, শ্রবন রঞ্জিত, ললিত ভাষিত বেণু। করে শোভা যে করে, ওরূপ যে দেখেছে নয়ন কোণে তার কি প্রাণে মানে।

৩। কিবা রঞ্জিত অঞ্জন, গঞ্জিত খঞ্জন, বঙ্কিম নয়ন দুটি; কিবা দশন দুপাতি, মুকুতার ভাতি, বিম্বাধর পরিপাটি। তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৪। কিবা শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, কমলা বাঞ্ছিত, সরস উরস শোভা; তাহে রাধা উপহার, বন ফুলহার, ভকতের মনোলোভা; কতই শোভা যে করে, তাহে ভৃগু পদ কোকনদ, শোভা যে করে; একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৫। কিবা মধুলোভে ভ্রমে, মধুকর ভ্রমে, যুগল পদ সরোজে;

তাহে সোণার নূপুর, আহাকি মধুর, রুণু ঝুনু রুণু বাজে; তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৬। (আমার প'ল মনে, তোমার লীলা খেলা বৃন্দাবনে) গিয়ে গোকুল মাঝারে, যশোদার ঘরে, মজা'লে গোকুল বাসী, রূপে হয়ে পাগলিনী, রাধা বিনোদিনী, চরণে হইল দাসী। তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৭। (একদিন গোচারণে, তুমি কি খেলা খেলিলে বনে) নিয়ে মোহন বাশরী, দাঁড়া'লে শ্রীহরি, তমাল তরুর তলে, তখন কৈলাস বাসিনী, জগত জননী, আসিয়ে করিল কোলে। তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৮। (সেই দিন গোচারণে, এসে মিলিল অমরগণে) মিলে দেব পুরন্দর, ব্রহ্মা মহেশ্বর, তান ধরে বজ্রপাণি, নিয়ে সুমধুর বীণে, হরিগুণ গানে, মাতিল নারদ মুনি। তোমায় ভুলি কেমনে, ঐরূপ যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে মানে।

৩

কোথা প্রাণ সখা আমার, নয়ন বাঁকা বংশীধারী।
তুমি লুকা'য়ে লুকা'য়ে থেকে আমায় কেন কাঁদাও হরি।
(এসে দাও দেখা পরাণের হরি, ওহে দীনদয়াল কাঙ্গাল ব'লে, দাও দেখা পরাণের হরি)

১। ওহে ইকি তোমার রীতি, কাঁদাও তারে নিতি, যে তোমার লাগি কাঁদেহে হরি; তুমি কাঁদালে কৌশল্যা মায়ে, কাঁদালে জনক ঝিয়ারী।

(তুমি কারেনা কাঁদালে হরি, সুধু আমি কি একাকী কাঁদি কারেনা কাঁদালে হরি।)

২। কাঁদে যশোমতী মায়, দেবকিনী হায়, রাধা সহ যত গোপকুমারী; ডু'বে কালিদয়ের কাল জলে, রাখালে কাঁদালে হরি।

(আমি সুধুই কি কাঁদিব হরি, আমার হাসিতে কি লয়না মনে, সুধুই কি কাঁদিব হরি)

৩। গেল কেঁদে কেঁদে আঁখি, ওহে কমল আঁখি, দেখিবানা দেখি, বাঁচি কি মরি; তুমি হাসাও কাঁদাও যা হয় কর, হৃদ-কমলে দাঁড়াও হরি (বামে রাধা নিয়ে, বাঁকা হয়ে, হৃদকমলে দাঁড়াও হরি)।

৪

আমার মন স'পেছি, প্রাণ স'পেছি, হরি তোমার রাঙ্গা পায়ে।

ফিরে চাও বা না চাও, মার কি বাঁচাও, কর যেবা চাও, আমি আছি তোমার মুখ চেয়ে। (তোমার যা ইচ্ছা তাই কর হরিহে, ওহে দীনদয়াময়)।

(তোমায় ভেবে ভেবে, আমার হ'ল কিহে)

আমি শয়নে স্বপনে, কিম্বা জাগরণে, নয়নে ওরূপ দেখিহে

(যেন হাসিয়ে খেলিয়ে নাচিয়ে বেড়াও, (আমার আখির কাছে))।

তোমায় ধরিবার গেলে, যশোদার কোলে, ঝাঁপিয়ে পড়িয়ে লুকাও হে।

যেন গোপিনী ভাড়ায়ে, ক্ষীর সর খেয়ে, হাসিয়ে ছুটিয়ে পালাও হে।

যেন সখা সনে কানু, বাজাইয়ে বেণু, বনে বনে ধেনু ফিরাও হে।

যেন নিয়ে ক্ষীর ননী, যশোদা জননী, নীলমণি ব'লে ডাকে হে (তুমি লুকিয়ে থাকিয়ে মায়েরে কাঁদাও)।

যেন গোপকুঞ্জবালা, গেঁথে বনমালা, আশা পথ চেয়ে থাকেহে।

১। শোভে শিরে শিখী পাখা, শ্রীরাধা নাম লিখা, কজ্জল রেখা বাঁকা নয়নে; ভালে অলকা তিলকা, মেঘে বিজলি রেখা, কটিতট পীত বসনে।

২। দোলে গলে মালতী হার, মধুর লাগি তার, মধুর তানে অলি গুঞ্জরে, দেহ চন্দনে লেপিত, চন্দ্রমা ভাসিত, তাম্বূল রঞ্জিত অধরে।

৩। রাঙ্গা চরণে নুপুর, আহা কি মধুর, রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজেহে; করে মোহন বাঁশরী, কিশোরী কিশোরী, দিবা দিভাবরী ডাকেহে।

৪। তখন শুনিয়ে বাঁশরী, আকুলা কিশোরী, না মানি শাশুরী ছুটেছে; চলে আপনা পাসরি, না বান্ধে কবরী, নীলাম্বরী ধরা লুটেছে।

(চলে বিহ্বলা হয়েগো, কৃষ্ণ প্রেমে রাধা বিহ্বলা হয়গো)।
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে ধায়, ক্ষণে ইতি উতি চায়।
(পথে) কালবরণ যত দেখে, কৃষ্ণ ভ্রমে চেয়ে থাকে।
(গাছে) শিখী নাচে তু'লে পাখা, রাধা কয় অই প্রাণসখা,
(দেখা যে যায়গো, চেয়ে দেখ দেখ দেখ সখি! দেখাযে যায়গো)।

ডাকে কুহু কুহু পিকসব, রাধা কয় অই বংশীরব (শুনা যে যায়গো, সখি! কর্ণ পাতি শুন, শুনাযে যায়গো) করে গুণ্ গুণ্ ধ্বনী অলি রাজে, রাধা কয় নূপুর বাজে, (অই শুন, শুনাযে যায়গো, রাঙ্গা পায়ে নুপুর বাজে শুনাযে যায়গো)।

৫। দে'খে তমাল তরুবর, ভে'বে শ্যাম জলধর, সাপটিধরে নিজ বুকেছে; দে'খে গগনে মেঘমালা, ভে'বে চিকণ কালা, দাড়াও দাড়াও ব'লে ডাকেছে।

৬। খু'জে কত বন উপবন, পেয়ে শ্যাম দরশন, কাতরে করুণা যাঁচেছে; দে'খে নত সহচরী, সেরূপ ঘুরি ঘুরি, হরি হরি ব'লে নাচেছে।

আমি তোমার লাগিয়ে, ভবন ত্যাগিয়ে, ভ্রমণ করিব গোকুল ধাম।

(ব্রজের) ঘরে ঘরে গিয়ে, খাইব মাগিয়ে, লইয়ে বদনে তোমারই নাম।

(তোমার) ভকত খু'জিয়ে, পদরজ নিয়ে, হৃদয়ে মাখিয়ে পূরাব কাম।

(সদা) রব মনোসুখে, কোকিলের মুখে, শুনিয়ে বঁধুর মধুর নাম।

আমি দুআঁখি ভরিয়ে, লব নিরখিয়ে, নবীনা কিশোরী নবীন শ্যাম।

কবে সে দিন হবে, আমার এপাপ দেহ ব্রজে যাবে (আমার সেই শুভ দিন কবে হবেহে, পোড়া দেহ জুড়াইবে, তোমার রাঙ্গা পায়ে মতি হবে), সুখে ডু'বে রবে সুধা পেয়ে।

৫

যায় যাবে প্রাণ, জাতি কুলমান, (শ্রীহরির) পায়ে যদি স্থান পাওয়া যায়।

যেমন তেমন, নহে গো সেজন, (তারে) যেমন তেমন মনে কি পায়।

১। আমায় যদি তাহার মনে নাহি লাগে, বাসিবে সে ভাল কোন অনুরাগে, না বাসিলে ভাল তারে সেই রাগে, তাহার কিবা আসে যায় গো, (যা যায় সখি! আমার সে যায়), আমার কাছে সেতো, লাগে মনের মত, (আমি) তাই সে ভাল বাসি তায়।

১। সে, নাথাকে নাথাকে দেখি কোথা যায়, ধ'রে বেন্ধে কারে কবে রাথা যায়, যাইব সেখানে, যেথানে সে যায়, থাকিব পায় পায় গো, সে রাখে বা না রাখে, দেখে বা না দেখে, (সদা) চোখে চোখে আমি রাখিব তায়।

৩। সে কারে ভাল কারে মন্দ না বাসে, কারো দুঃখে না কাঁদে সুখে না হাসে, সদয় নিদয় কারে নয় গো সে, (তারে) তবু সবে ভাল বাসে গো, জানি কি গুণে ভুবন রাখিয়াছে বশে, উদ্দেশে ডাকিলে প্রাণ জুড়ায় (তারে দেখিলে যা হয় কহিবার নয়)।

৪। শুনেছি তাহার স্বভাব এমন, গোপনে থাকিয়ে আগে বুঝে মন, তবু সে চরণ, না ছাড়ে যে জন, সে জন তাহারে পায় গো, আমি জেনে শুনে তাই লয়েছি শরণ, জীবন মরণ তাহারই পায়।

৬

যথা যাই তথা যাই রাখিও মনে।

চাহিলে ওমুখ পানে যে'তে না চায় প্রাণে॥

১। এক পদ গেলে স'রে, তিন পদ আসি ফিরে, আবার তোমায় ভাল ক'রে, দেখিতে চায় প্রাণে; একবার একবার দেখি, আবার চেয়ে থাকি, এত সুধা রেখেছ কি ও বিধু বয়ানে।

২। যদি প্রাণে বেঁচে থাকি, (আবার) হতে পারে দেখা দেখি, নহিলে এই দেখা দেখি হইল দুজনে, যদি নয়নে নয়ন, না হয় আর মিলন, দেখা দেখি থাকে যেন পরাণে পরাণে॥

৭

তারে বড় ভাল বাসি, মন খুলে যে ডাকতে পারে।

মন খু'লে যে ডাকতে পারে, প্রাণ খুলে যে কাঁদতে পারে॥

ভগবান। চোখের কান্না মজে চোখে, প্রাণের কান্না বাজে বুকে, যে দুঃখ পেয়ে মুখ চেয়ে থাকে, কোলে নেই তারে; যে জন মুখে মুখে আমায় ডাকে, যাইনে আমি তার দুয়ারে।

ভক্ত। যদি তুমি সবার পিতা মাতা, তুমি সবার অভয় দাতা, (তবে) অভক্তেরে ফেলবে কোথা, অনাদর ক'রে, যে জন নাম জানেনা, ডাক জানেনা, তার গতি কি নাই সংসারে।

ভগবান। আমি ভক্তের অধীন আছি ব'লে, অভক্তেরে দেইনা ফেলে, রেখেছি এক সুপথ খু'লে, তাহাদের তরে, আমার ভক্তসঙ্গ যে জন করে সঙ্গে ক'রে নেই তাহারে।

ভক্ত। তোমার ভক্ত চিন্‌ব কিসে, কোথা বেড়ায় কোথা বসে, মঠে মাঠে গৃহ বাসে, কোথা পাই তারে, আমি আঁধার ঘরে আছি প'ড়ে, না চিনা'লে চিন্‌ব কারে। (তুমি দয়া ক'রে হাতে ধ'রে)।

ভগবান। আমার ভক্ত পড়বে ধরা, বদন খানি হাসি ভরা, জীতে মরা নয়ন ধারা, নাম শু'নে ঝরে, হ'য়ে আমার প্রেমে মাতোয়ারা, বেঁচে দেয় কোল যারে তারে।

ভক্ত। হরি, ভক্ত হৃদে থাক তুমি, একথা শু'নেছি আমি, যেই ভক্ত সেই তুমি, চিন্‌তে কে পারে, যদি আপনি ধরা না দাও তুমি, কেমনে পাব তোমারে।

৮

আর চাহিতে কি আছে নাথ, না চে'তে সব দিয়েছ, না ডাকিতে সাথে সাথে দয়া ক'রে রয়েছ।

১। আমার জন্য রবি উঠে, আমার জন্য কুসুম ফুটে, আমার জন্য ঘাটে ঘাটে, তটিনীরে রেখেছ; আমার জন্য নীলাকাশে, চাঁদ হাসে, তারা হাসে, আমার জন্য ভাল বেসে, ফুলে মধু দিয়েছ।

২। আমার জন্য কোকিল ডাকে, শিখী নাচে ঝাকে ঝাকে, আমার জন্য মায়ের বুকে, স্নেহ ঢে'লে রেখেছ, আমার জন্য সুত জায়া, আমার জন্য দয়া মায়া, আমার জন্য তরু ছায়া, যথা তথা রেখেছ।

৩। আমার জন্য ক্ষুধায়ে ফল, আমার জন্য পিয়াসে জল, আমার জন্য শীতে অনল, তাপে অনীল দিয়েছ, (সদা) আমার জন্য কাঁদ তুমি, (আছি) তোমার জন্য অন্ধ আমি, তাই জে'নে কি দয়াল তুমি যেঁচে দয়া করেছ।

৪। ভক্ত বৎসল হরি তুমি, ভক্তি ধনের কাঙ্গাল আমি, (আমায়) অযোগ্য জে'নে কি তুমি, (সেধন) দিতে বাকি রেখেছ, হরি তোমায় হারাই পাছে, (তাই) ভক্তি ধন লইব যেচে, যে ধন নিয়ে তোমার কাছে, যাওয়ার বিধান করেছ।

৯

যারে ভাবিতে আনন্দ বয়, দেখিতে আনন্দময়, হৃদয়ে ধরিলে তারে নাজানি কি সুখ হয়।

১। জানি কোন্ বিধি এ চাঁদ গ'ড়েছে, নয়নে কি ফাঁদ পেতেছে, অধরে মধু রেখেছে, ভাব দিয়েছে রসময়।

২। তাঁর কি শীলতা, কি মমতা, কিবা কথার মধুরতা, কথায় কে'ড়ে লয় পরাণের ব্যথা, মনের কথা টে'নে কয়।

৩। আগেই তার নাম শুনিয়ে, ব'সে আছি মন হারিয়ে, এখন সুধাময় মুখপানে চেয়ে, হারিয়েছি সমুদয়।

১০

যার হরি নামেতে রুচি হয় না।
সে কেন ভকত জন, খুঁ'জে খুঁ'জে লয় না॥

১ ভকতের দরশনে, ভকতের পরশনে, ভকতের প্রেম বরিষণে, মনে ময়লা রয়না।

২। যেই নাম সেই রূপ, রূপ নয় সুধার কূপ, সে রূপের অনুরূপ, খুঁজে পাওয়া যায়না।

৩। সেরূপে যার মন বাঁধা, গোকুলে তার নাম রাধা, আছে রাধা প্রেমে যার বাধা, (সেতো) রাধানাথে পায়না।

৪। রাধাকৃষ্ণ দোহ নাম, দোহ রূপ রাধাশ্যাম, বিনে সেই প্রাণারাম, প্রাণে কিছু চায়না।

১১

তোমার, নাম সে শুনি, ধাম না জানি কোথা গেলে তোমায় পাবহে হরি।

নাম শু'নেছি যে দিন, ভু'লেছি সেদিন, না দে'খে কয় দিন, রবহে হরি।

১। তোমার লাগিয়ে কত শত জন, কতমত করে কঠোর সাধন, যোগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন, করে হরি কত জনহে; এসব শকতি কিছু নাই আমাতে, এসব রীতি নীতি না জানি পালিতে, হাবার মত আবদার জানিহে করিতে, ইথে যদি চিতে দয়া হয় তোমারই।

২। হেন শুভ যোগ হবে কি আমার, পাব কি এহেন করুণা তোমার, চরণ সেবনে, নাম গুণ গানে, হবে মম অধিকার হে, ডাকার মত তোমায় পাব কি ডাকিতে, (হবে), দেখার মত দেখা তোমাতে আমাতে, লিখে তোমায় চিতে, পাব কি রাখিতে, হবে কি থাকিতে বাসনা তোমারই। (এই রসহীন চিতে)।

৩। রবি শশী হাসে আকাশের গায়, শাখে বসি সুখে পাখীকুল গায়, ফুলের সৌরভে মলয়ের বায়, পরাণ জুড়া'য়ে যায় হে, যেদিকে যখন নয়ন ফিরাই, তোমারই মহিমা হেরি সেই ঠাই, তবু তোমায় হরি ধরিতে না পাই, পথে পথে তাই, কেঁদে কেঁদে ফিরি।

৪। কেদিবে ব'লে সে পথের পরিচয়, কোথা গেলে হরি দেখা শুনা হয়, (যথায়) প্রেমের প্রবাহ অহরহ বয়, সকলই মঙ্গল ময়হে, যাহারে দেখিতে চিত্তে ভাল বাসে, সে যদি মন বু'ঝে কাছে দাঁড়ায় এসে, তাহারই বাতাসে, তাহারই পরশে, প্রাণে অমিয় বরষে, দুঃখ তাপ হরি।

৫। মনের কথা কইলে লোকে পাগল কয়, তবু, তোমার কাছে হরি না কহিলে নয়, কেবল তুমি আমি রই, দুঃখ সুখ কই, চিত্তে আমার এই লয়হে, না দিব কাহারে তোমার কাছে যেতে, না দিব কাহারে তোমারে দেখিতে, তোমায় পলকে পলকে, একা দে'খে দে'খে, আমি একা র'য়ে সুখে বে'থে প্রাণে ভরি।

১২

হরি তুমি যে করুণা ময়, সে কথা সব মিছেহে, আমার যে ভকতি নাই, কেমনে যাই কাছেহে।

১। হরি তোমার স্বভাব কোলে রাখা, আমার স্বভাব ধূলায় থাকা, তোমার স্বভাব আমায় দেখা, আমি যাই স'রে, হরি ধূলা ঝে'ড়ে, কোলে করে, এমন আর কে আছে হে। (হরি তুমি বিনে ত্রিভুবনে)।

২। হরি তোমার স্বভাব ক্ষমা করা, আমার স্বভাব রাগে গড়া, তোমার হৃদয় প্রেমে ভরা, আমি যাই ভে'ড়ে, যাহার এমন কপাল পোড়া, কে যায় তাহার পাছেহে। (তার তুমি বিনে কে আর আছে)।

৩। যত সন্ধ্যা করি আর পূজা করি, হাত নাড়ি আর মুখ নাড়ি, মনে যা ভাবনা করি, তাহা কে জানে, যত ব্রত করি, নিয়ম করি, কেবল লোক দেখান বাহাদুরী, লুকা'য়ে কোথা কি করি, তাহা কে দেখে, হরি, তা ব'লে কি লুক চুরি, তোমার সনে সাজেহে (তুমি অন্তর দেখ বাহির দেখ) (তুমি অন্তর জান বাহির জান)।

৪। হরি যা করি তা করি আমি, তোমার ধর্ম্ম রেখো তুমি, সুপথ গামী, কুপথ গামী, কর যা ইচ্ছে, আমার পাপ পুণ্য সকল তুমি, আমি কি তার জানিহে, (আমার ভাল তুমি মন্দ তুমি, আমার সুখ তুমি, দুঃখ তুমি, আমার শান্তি তুমি ভ্রান্তি তুমি)।

১৩

হরি, তোমারে ভাবিয়ে, তোমারে দেখিয়ে, তোমারে সেবিয়ে পিয়াসা না যায়।

যত দেখা পাই, তত দেখা চাই, আমি সকলই ভু'লে যাই, দেখিলে তোমায়।

১। মনে চায় তোমায় বুকে ভ'রে রাখে, আখি চায় দেখে পলকে পলকে, পদ সেবা করে চায়হে, আমি কারে করি সুখী,

কারে করি দুঃখী, (হরি) কোথা তোমায় রাখি, মন্তে না যোয়ায়।

২। আমি যেমন চাই, (ঠিক) তুমি তেমন হও, তেমন ক'রে হাস, তেমন ক'রে চাও, তেমন ক'রে কথা কওহে, তুমি তেমন ক'রে বেড়াও, তেমন ক'রে দাঁড়াও, হরি, তেমন ক'রে জুড়াও, প্রাণে যেমন চায়।

৩। ছাড়িবার রতন কি ছেড়ে দিব তোমায়, গলার মালা ক'রে রাখিব গলায়, জপের মালা আমার তুমিহে; তোমায় একবার হাতে নিব, একবার মাথে থোব, একবার নিরখিব, আবার লব হিয়ায়। (প্রাণে যখন যেমন চায়)।

১৪

যে নামে যে ডাকে তোমায় সে নামে পায় হরি।
(যদি ডাকতে পারে, তোমায় তেমন ক'রে, ব্যাকুল স্বরে)
তুমি সেই নামে সেই বেশে এসে, কেনা হও তাহারই।
(কত নামে যে ডাকে, তোমায় হৃদে রে'খে প্রেমে মে'খে)

১। কেহ হরে কৃষ্ণ রাম, দুর্গা দুর্গা নাম, অবিরাম মুখে বলে, (এসব তোমারই নাম, এসব তোমারই নাম, তোমারই কাম) কেহ জয়কালী জয় ব'লে, জবা বিল্বদলে, চরণে অঞ্জলি ঢালে। (প্রেমে গ'লে গ'লে)।

২। কেহ ইন্দ্র চন্দ্র যম, তপন পবন, বরুণ ভজন করে, (এসব তোমারই নাম ··· ইত্যাদি) কেহ ভজে গণপতি, কমলা ভারতী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে।

যেজন যে নামে ডাকে, তুমি সেই নামে সেই বেশে এসে কেনা হও তাহারই।

৩। (কত নামে যে ডাকে......ইত্যাদি) কেহ ভজে সুরধুনী, কেহ রাধারাণী, কেহ ভজে ফণধরে, (এসব তোমারই নাম...ইত্যাদি) কেহ ব্রহ্ম নিরাকার, ভাবে অনিবার, কেহ ডাকে অন্নদারে।

৪। (কত নামে যে ডাকে...ইত্যাদি) কেহ ভজে গোরা-চাঁদে, কেহ মহম্মদে, (কেহ) যীশু পদে ম'জে রয়, (এসব তোমারই নাম...ইত্যাদি) হরি যে যা বলুক মুখে, তোমাকেই ডাকে, তুমিহে জগতময়।

৫। যেমন নানা দেশ দিয়ে,নানা নদী ব'য়ে, একই সাগরে মিলে, তেমন যথা তথা থে'কে, যে নামে যে ডাকে, সবে যায় তোমারই কোলে।

যে জন যে নামে ডাকে, তুমি সেই নামে সেই বেশে এসে, কেনা হও তাহারই।

১৫

তোমার লাগিয়ে, পাগল হইয়ে, একবার যাই বাহিরে, একবার আসি ঘরে, বারে বারে পথ চাই।

পাতাটি নড়িলে, ফুলটি ঝরিলে, ফলটি পড়িলে, চমকিয়ে চাই, একবার একবার উঠি, একবার একবার বসি, একবার মনে বাসি, এলে কি কানাই।

১। আমার লাগি তোমার কিবা আসে যায়, তথাপি করুণা ক'রেছ আমায়, দেখা দিতে কেবা এত পথ যায়, না

জানি পেয়েছ কত ব্যথা পায়, (নিজ) সুখের তরে দুঃখ দিয়েছি তোমায়, কঠিনা এমন আমার মত নাই।

২। এত ভালবাস আমার বা কোন্ গুণে, পায়ের যোগ্যা নই বুকে লও টেনে, ভাল মুখে কথা কহিতে জানিনে, রাখিতে জানিনে তোমারে যতনে, তবু, দয়া ক'রে যদি রাখিলে চরণে, যখন করি মনে তখন যেন পাই। (তোমার সেবা সুখ বিনে অন্য নাহি চাই)।

১৬

ঢাকা আছে যদু নাথের মদের ঘর।
কত মাতাল তার খতের নফর।
হ'ল দেশের লোক সব নেশা খোর।

১। নগদা কড়ি নিয়ে যেবা সময় মতে যায়, কত বাছা বাছা খাটি মদ সে মনের মত পায়, যে গোল করিয়ে সময় হারায় (সেতো কিছুই না পায়), তারে, করে থানার লোকে ধর পাকর।

২। যদু নাথের মদের স্বাদ একবার যেবা পায়, (সে) তালুক মুলুক কোচের কাপড়, বান্ধা দিয়ে খায়, কাছে যারে পায় সে তারে খাওয়ায় (আপনি একা না খায়), নাই তার কেহ আপন কেহ পর।

৩। মাতাল বলে যদি আমায় মদ ছাড়িতে কও, ছাড়তে পারি তুমি যদি একবার একটু খাও, যদি এক ফোটা মদ মুখে ছোয়াও (তুমি খাও বা না খাও), অমনি ভেঙ্গে যাবে জ্ঞান জোর।

১৭

(উদ্ধব) সেই সে আমার, আমি সে তাহার, আমার লে'গে যার নয়ন ঝোরে।

যে পলক নাহে'রে, প্রলয় মনে করে, (আমায় তিলেক ছে'ড়ে রইতে নারে), সদা আমি রাখি তারে হৃদ মাঝারে। (আমার আপন ক'রে)।

(আমি সাধে কি ভকতের দাসরে)

১। দিয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভার আমার উপরে, কর্ম্মাকর্ম্ম সকল স'পে আমার করে, যাহা আমি করাই তাহাই সে করে, ফলাফল কি পরে, মনে না বিচারে, তার জাতি কুলমান, আমায় ক'রে দান, কেবল প্রেম সুধাপান বাঞ্ছা করে। (অন্য চাহে নারে)।

২। (আমি সাধে কি ভকতের দাসরে) যে সুখে কিম্বা দুঃখে, যখন যেমন থাকে, আমাতে মন রে'খে, আমায় সুধু ডাকে, আমি কি আর তাকে, দূরে ফে'লে রে'খে, রইতে পারি সুখে, সইতে পারি বুক, ব'সে সে ডাকে যেখানে, ছুটে যাই সেখানে, আমার পরাণ ধ'রে টানে, ভক্তি ডোরে। (রইতে পারি নারে)।

৩। আমাকে যে চাবে, যারে যথা পাবে, সবে সমভাবে ভালবাসা দিবে, যারে নিরখিবে, আমাকে ভাবিবে, আমি সর্ব্বজীবে আছি সূক্ষ্মভাবে, এমন যখন হবে যেদিকে চাহিবে, (কেবল) আমাকে দেখিবে জগৎ ভ'রে (ভবের ঘরে ঘরে)।

১৮

মধুর যামিনী, মধুর চাঁদিনী, মধুর মধুর সকলই আজ।

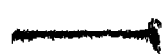
মন মধুময়, প্রাণ মধুময়, সব মধুময় তোমায় পেয়ে রসরাজ ॥

১। মধুময় আজ এই নিকুঞ্জ কানন, মধুভরে নত যত ফুলবন, মধুর মধুর বোলে, পিক বধু মধু ঢালে, মধুর গুঞ্জরে মধুপগণ, (তব সমাগমে হয়ে সচেতন) (ভেবে, তব সমাগমে দিবা সমাগম), মধুর শারদ চাঁদের আলোকে, মধুর তরঙ্গ যমুনার বুকে, মধুর পবন খেলে, কিবা মধুর চমকে, তারকা সমাজ।

২। তোমার মধুর অধর চাকিয়ে, অধীরা যেমনি মধুর লাগিয়ে, হাসি হাসি ঢালি মধু, তেমনি তোষিলে বঁধু, অনেক দিনের তৃষিত প্রাণ, সরস করিলে ক'রে মধুদান; এত মধু তোমার হৃদয়ে রাখিয়ে, কেমন ক'রে বঁধু থাকিবে চাপিয়ে, আপনি উঠে তা ফুটিয়ে বঁধু মধু বরিষণ তোমারই কাজ।

৩। কত মধু তোমার হরি নাম শ্রবণে কত মধু বঁধু গুনাম কীর্ত্তনে, কত মধু দরশনে, কত মধু পরশনে, কত মধু হৃদে ধারণে; কত মধু তোমার শ্রীপদ সেবনে; তুমি যদি এত মধুময় না হবে, ত্রিলোকে তোমাকে কেন বা চাহিবে, ব্রজ বধ কেন মজিবে, কেন তোমাকে ভজিবে, ত্য'জে কুললাজ।

৪। (হরি) তুমি যে কি মধু তুমি কি তা জান, রতন কি জানে আপনার গুণ, সুধা পানে ক্ষুধা নাশে, চাঁদে কি তা কভু জানে, তাহার পরম অমিয় দান, চকোর বিভোর করিয়ে পান, মধুর মরম মধুকর জানে, সে রস না পশে নীরস পরাণে, তবু হরি তুমি স্বগুণে, আসি ঢাল মধু রাশি, বসি হৃদি মাঝ।



১৯

হরি তোমারই চরণে, তোমারই সেবনে, থাকি সদা মনে এই আকিঞ্চন।

আমার এই আশা, আমার এ পিপাসা, কবে তুমি নাথ করিবে পূরণ।

১। শত কাজে থাকি (তবু) মন থাকে তোমাতে, আকর্ষণ যেন চুম্বকে লোহাতে, উঠিতে বসিতে আছি দিন গাণতে, কবে হবে দেখা তোমাতে আমাতে; নদী সরোবরে কত বারি আছে, সে সকল দেখি চাতকী কি যাচে, (সে) জলধরের কাছে, প'ড়ে দয়া যাচে, এক বিন্দু কবে হবে বরিষণ।

২। মন বুঝিতেকি দূরে দূরে থাক, অন্তরে বাহিরে সকলই তো দেখ, তবে কেন হেন দেহ মনোদুঃখ, অদেখা হইয়ে পাগল ক'রে রাখ; সইতে পারি বুকে অন্য শত দুঃখ, শ্রীমুখ বিরহ না সহে পলক, (যদি) তুমি কাছে থাক, দুঃখে মম সুখ, সুখময় দেখি অখিল ভুবন।

৩। কবে পদ পাখালিব ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে, আঁখি জুড়াইব মুখ চেয়ে চেয়ে, হৃদি শীতলিব বুকে ল'য়ে ল'য়ে, মাতিব মাতাব গুণ গেয়ে গেয়ে, সদানন্দে রব তোমাকে লইয়ে, শ্রবণ জুড়াব, বচন শুনিয়ে, কাছে কাছে র'য়ে, দুঃখ সুখ ক'য়ে, পাসরিব সব মরম বেদন।

২০

যাই যাই যাই, তাই ব'লে তাই, দেখো যেন মনে থাকে।
এত দেখা দেখি, এত মাখামাখি, রাখিও অন্তরে মেখে।

১। আমার যতেক সুখ শান্তি ধন, সকলই তোমার প্রসন্ন বদন, (কেন) প্রিয় দরশন, প্রেম আলাপন, ভাগ্য ফলে মিলে থাকে, অন্য শত দুঃখে দুঃখ নাহি গণি, তব দুঃখে দুঃখী সুখে সুখ মানি, যথা তথা থাকি কাণে যেন শুনি, তুমি আছ আমার সুখে।

২। যথা তথা যাই, যথা তথা থাকি, হৃদয় মাঝে যেন তোমায় সদা দেখি, পথ হারা হ'লে তোমায় যেন ডাকি, শুনায় যেন মনে থাকে, ডাকিলে এমনই ছু'টে এস কাছে, নয়নের জল দিও মু'ছে মু'ছে, মরমের মরমী এমন কে আর আছে, সাথের সাথী সুখে দুঃখে।

৩। কত পুণ্যে জানি পেয়েছি এসঙ্গ, কে জানে হইবে হেন সুখ ভঙ্গ, এখনই পরাণে হ'তেছে আতঙ্ক, কেমনে রব না দে'খে, এসঙ্গ ছাড়িতে প্রাণে কিহে চায়, দায়ে প'ড়ে তাই হ'য়ে যাই বিদায়, এত দুঃখে যদি প্রাণ থে'কে যায়, টেনে এনো আবার বুকে। (তাইরে এমনি ক'রে)

২১

হরি আদরের ধন, তুমি যেমন, তেমন যতন জানি কৈ তোমার (আমার হৃদয় রতন) (আমার হৃদয় রতন, অন্ধের নয়ন)।

হৃদয় রঞ্জন, অমূল্য রতন, তোমারই মতন কে আছে আমার।

১। তব প্রেম রসে ডুবে যেই জন, সেই জানে নাথ তুমি কি রতন, জহরী না'হলে জহর কেমন, জানে কি তা অন্য জনহে, কমলিনী জানে ভানুর মরম, কুমদিনী জানে চাঁদের ধরম, তরঙ্গিনী জানে সাগর সঙ্গম, সে জানে সেজন যে জন যাহার (নইলে অন্যে জানা ভার)

২। নয়ন পাগল দরশ লাগিয়ে, পরাণ আকুল পরশ চাহিয়ে, চরণ যুগল সেবিয়ে সেবিয়ে, শীতল করিব প্রাণহে, কেন কত আশা হৃদে উঠে ভে'সে, সফল না হয় আপনি যায় মিশে, তোমার হয়ে নাথ রব পদপাশে, হেন পুণ্য বল কি আছে আমার (সদা রব পদপাশে)।

৩। তবে যে করুণা কর দয়াময়, সে কেবল তোমার নামের পরিচয়, নহিলে যে গুণে হইবে সদয়, (তাতো) আমাতে সম্ভব নয়হে, চাতকী কি পারে মেঘে আনতে ডে'কে, তৃষিত পরাণে পথ চেয়ে থাকে, আপনি জলদ গ'লে পড়ে মুখে, তা নইলে কি থাকে জীবন তাহার।

৪। তপ যপ ব্রত আহ্নিক পূজন, মূল মন্ত্র আমার তুমি একজন, তব নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন, সাধন ভজন নাথহে, গয়া গঙ্গা বারানসী বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ আমার তোমার ও চরণ, তব সম্মিলনে সামান্য ভবন, নন্দন কানন সমান আমার (হ'লে তব সম্মিলন)।

২২

তুমি যদি ভব কর্ণধার, তবে আর আমার ভাবনা কি।

কাজ কি আমার আচার বিচার, ঐ চরণ সার করেছি (সকল ভার তোমায় দিয়েছি)।

১। যার গোলা এই জগত ভ'রে, তার ছেলে কি ভাতে মরে, ক্ষুধা পেলে আদর ক'রে, না চাইতে দেয় অধরে, (তবে) কেন থাকব উপবাসী, কেন মাখব ভস্মরাশি, (হাসিব খেলিব আনন্দে ভাসিব, হরি হরি ব'লে নাচিব গাইব, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল) কেন খুঁজব গয়া কাশী, ঘরে আমার না আছে কি। (কাছে তুমি যখন আছ হরি)।

২। তোমার কোলে শুয়ে থেকে, কাঁদব কেন ডে'কে ডে'কে, মাথার মণি হাতে রে'খে, দূরে খুঁজলে হবে কি; সাগর কূলে ক'রে বাসা, না যায় যদি জল পিপাসা, (দে'খে শু'নে যাই তবু না সুধাই, হেলায় হেলায় তুলিয়ে না খাই) তাহ'লে এ দুঃখের দশা, এজনমে যাবে কি।

৩। তুমি যেমন দীন দয়াল, আমি তেমন দয়ার কাঙ্গাল, আমায় এমন দে'খে বেহাল, আড়ালে আর থাকবে কি, মায়ার আঁধার রে'খে পাছে, এস একবার চোখের কাছে, (দাঁড়াও দাঁড়াও হেরি, ওরূপ মাধুরী, ধরা ধরি ক'রে গাই হরি হরি) অনুমানে তার কাজ কি আছে, বর্ত্তমানে হয় যে সুখী।

২৩

কেমনে জানিবে হরি, কেমন রতন তুমি।
আপনি কে দে'খে থাকে, আপন নয়ন মণি।

১। ফুলের মাঝে মধুর আকর, মধুকর তা খেয়ে বিভোর, ফুলে কিসে মধুর খবর, রাখে আপনি, চাঁদের সুধা চকোরে খায়, আলোকে ভূলোক জুড়ায়, চাঁদে কি তা বুঝিতে পায়, সেথে কি সুধায় খনি।

২। পরশ মণির কি মহিমা, যা পরশে তাই হয় সোণা, মণি সে তত্ব রাখে না, কি যে আপনি, তেমনি তোমার চরণ ছুঁ'য়ে, কতজন যায় ধন্য হয়ে, সাধে কি তোমাকে পেয়ে, ভুলিয়াছি হৃদয় মণি।

৩। যে সুখ পাই দরশনে, যে সুখ পাই পরশনে, যে সুখ পদ সেবনে, পাই গুণমণি, ব'লে ক'য়ে লোকের কাছে, সে সুখ বুঝান মিছে, তোমাতে কি মধু আছে, মন জানে আর জানি আমি।

২৪

হরি তোমার লাগিয়ে পাগল হইনু, (তবু) লাজভয় কেন যায়না।

ভেবেছিনু কত কহিব শুনিব. দে'খে, কোন কথা মনে হয়না।

১। জানি আমি তুমি পরাণের পরাণ, তুমি আমার সব তপ জপ ধ্যান, তব পদ ভিন্ন অন্য নাহি স্থান, তবু অভিমান যায়না।

২। তুমি চাও আমায় টেনে নিতে বুকে, হৃদয়ে সে বল দিলে কৈ আমাকে, চরণ ছুঁ'তে যার ভয়ে চিত কাঁপে, সে যে আর তোমাকে পায়না।

৩। দেখো যেন আমার হেন দশা দে'খে, ঠেলিয়ে ফেলিয়ে যেওনা বিপাকে, গতি মতি হীনে মনে যেন থাকে, (দয়াল) নামে যেন দাগ রয় না।

৪। যেমন হ'লে হরি তুমি আপন হও, দয়া ক'রে আমায় তেমন ক'রে লও, তোমার মতন সরল স্বভাব আমায় দাও, (মনের) মলিনতা যেন রয়না।

৫। যেমন ক'রে চাও তেমন ক'রে হরি, তোমায় যেন সুখে ভজিবারে পারি, নাম নিয়ে যেন যাই গড়া গড়ি, (তোমার) প্রেমে যেন বিমুখ হইনা।

৬। আমার জাতি কুল মান যত লাজ ভয়, এই নেও তোমায় দিলেম দয়াময়, দেহ মন প্রাণ নেও সমুদয়, (আমার) কিছুই যেন আর রয়না।

উপজ।

সব নিয়ে যাও হরি, ধর ধর নেও, ধর নেও সব, নিয়ে যাও হরি, আজ দিতে এসেছি দিয়ে যাব, সব নিয়ে যাও হরি; আমি এসব দিয়ে কি করিব, কেবল তোমায় নিয়ে সুখে রব, (সব নিয়ে যাও হরি) আমি তোমাকে লইয়ে, যোগিনী হইয়ে, মাগিয়ে খাইব পথে, লোকে দেয় দিবে কালী, কলঙ্কের ডালি, সাধিয়ে লয়েছি মাথে (সব নিয়ে যাও হরি)।

২৫

এত কেন ভাল বাসি।

কে বুঝিবে, কেন নাথ তোমায় এত দেখতে আসি।

১। নয়ন কেন খুঁজে তোমায়, প্রাণে কেন তোমারে চায়, চরণ কেন ছুটিয়ে যায়, তোমারই আশায়; শ্রবণ কেন থাকে জে'গে, বিধু মুখের কথার লে'গে, কেন এত মধুর লাগে, দেখিতে ওরূপ রাশি।

২। (তোমার) হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুকুতা ঝরে, কথা কইতে সুধাক্ষরে, চোখে প্রাণ হরে, নানা রূপ গুণ যুত, থাকে থাকুক শত শত, আমার কেবল মনের মত; তোমারই ঐ মুখ শশী।

২৬

আমি যদি তার হইতে পারি, সে কেন আমার হবেনা তবে।

আমি যদি পায় জড়িয়ে পড়ি, সে কেমনে আমায় ছাড়িয়ে যাবে।

১। মন প্রাণ তারে ঢে'লে দিলেম কৈ, দিয়েছি দিয়েছি মুখে সুধু কই, এখনও সন্দেহ ছুটিল বা কৈ, (তারে) অটল বিশ্বাসে ভালবাসি কৈ, সেনা থাকে কৈ, আমি থাকি কৈ, আমি তায় খুঁজিলে সে কেন লুকাবে।

২। আমি যদি তার মতন সরল হই, আকুল হয়ে যদি তারে দুঃখ কই, সকল ভু'লে যদি তারে ব'লে রই, প্রাণ খু'লে যদি তাহারই নাম লই, যথা তথা যাই, তাহারই গুণ গাই, (হায়সে) তবে কেন আমায় ফিরে না চাহিবে।

৩। দয়া থাকলে তার দয়া করে কৈ, আপন কপাল মন্দ তারে মিছে কই, সে দিতে চায় ঢে'লে, আমি কৈ তা লই, সে নিতে চায় কোলে, আমি স'রে রই ; সে আমাকে ডাকে আমি শুনি কৈ, (সে'ধে) সে চায় দেখা দিতে আমি রই চোখ মুঁদে।

২৭

ওহে হরি চাহ বা না চাহ আমায়।

আমি তো রহিতে নারি ছাড়িয়ে তোমায়॥

১। আমি নইলে চলে তোমার, তুমি বিনে কেউ নাই আমার, আমার মত কত তোমার চরণ তলে লুটায়।

২। চাঁদেনা চকোর খুঁজে, (তবু) চকোর থাকে চাঁদে মজে, যার কাছে যার পরাণ ভিজে, তাহারে সে চায়।

৩। ধনমান যত আছে, চাইনে কিছু তোমার কাছে, তুমি সদা থাক কাছে, তবেই পরাণ জুড়ায়।

২৮

কেউ লাগেনা তোমার কাছে, ভালবাসে যেবা যত।

মনের মতন ভালবাসা, কেউ জানেনা তোমার মত॥

১। দিনমণি (আর) কমলিনীর, ভালবাসা ভালই জানি, জল শুকা'লে দিনমণি, কমলে নাশে, সমভাবে সদা তোবে, কেউ নাই এমন তোমার মত।

২। আমার চোখে জল দেখিলে, তোমার মত কে যায় গ'লে, কে হাসে আমি হাসিলে আনন্দে এত, দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী কেউ নাই এমন তোমার মত॥

৩। পা পিছ'লে প'ড়ে গেলে, অন্য জনে ঠে'লে ফেলে, ধূলা ঝেড়ে করে কো'লে, কে তোমার মত, সাধে কি প্রাণ তোমা ব'লে, দিবা নিশি কাঁদে এত।

৪। তাই এসেছি তোমার কাছে, জুড়া'তে ঠাঁই আর কৈ আছে, তৃষিতে জল কে কৈ যাঁচে, দয়া কার এত; মেঘ নইলে কি চাতক বাঁচে, থাকুক না আর শত শত।

২৯

হরি তোমার অভাব করে পূরণ, জগতে কি মিলে এমন।
তুমি যদি না রও কাছে যথারণ্য তথা ভবন॥

১। সেই দিবা সেই নিশি, সেই রবি সেই শশী, সেই তারা রাশি রাশি, সেই হাসি হাসে এখন, তবু যেন আমায় কেন, তুষিতে পারেনা তেমন।

২। সেই পাখী সেই ডাকে, সেই অলি ঝাঁকে ঝাঁক, সেই কুসুম লাখে লাখ, সেই মলয় সেই পবন, তবু যেন আমায় কেন, তুষিতে পারেনা তেমন।

৩। কত আসে কত যায়, কত নাচে কত গায়, সে আনন্দ যে পায় সেপায়, আমার না তায় ভিজে মন, আমার হৃদয়ানন্দ তুমিহে অমূল্য ধন।

৪। তোমায় নিয়ে যখন বসি, প্রেমে কাঁদি প্রেমে হাসি, আনন্দ সাগরে ভাসি, তুমি আমি দুইজন, স্বরগের সুখ শান্তি, তব শুভ সম্মিলন।

৩০

সেকি আমার কবেরে খবর।

দেখা দিতে, দে'খে যে'তে, পলকের কি নাই অবসর॥

১। আমি যে কাঁদি এখানে, সেতো তা অন্তরে জানে, নহিলে পাণে কেমনে বিশ্ব চরাচর, (যে আগুণে জ্বলি প্রাণে তার কি অগোচর), জে'নে শু'নে সে কেমনে পাষাণে বেঁধেছে অন্তর।

২। আমি যে তার একজন, তা কিরে তার আছে স্মরণ, নাকি সে দে'খে অভাজন, হয়েছে অন্তর, সুজন কুজন সব তারই জন, তার কেন হবে দুষ্ট নজর।

৩। আমি তায় ডাকি না ডাকি, তারই অধিকারে থাকি দীন দুঃখী ফেলে দেয় কি, হয়ে রাজেশ্বর, আমার কিছু নাই ব'লে কি, আমি তার হ'য়েছিরে পর।

৪। তার অধিকার যথা তথা, তা ছে'ড়ে আর যাব কোথা, না বুঝে না বুঝুক ব্যথা, করুক অনাদর, (তবু) সে আমার অন্তরে গাঁথা, জীবনে মরণে দোসর।

৩১

কর্ণি বলতে কেন নয়ন ঝোরেনা।

শুনি তা না হ'লে তুমি নাকি দেখা দিবেনা।

১। আপন ব'লে যে জানে যারে, তার তরে তার নয়ন ঝোরে, আমি না জানি তোমারে পর কি আপনা; তবে কেমন করে তোমার তরে হবে ভাবনা।

২। তোমারই খাই তোমার পরি, তোমারই ঘর তোমার বাড়ী, তোমার তবিল নাড়ি চাড়ি, আমার কিছুই না; তোমার দেশে চলি ফিরি তোমায় চিনিনা।

৩। আমার চোখে জল দেখিলে, ছু'টে এসে কর কোলে, মায়ের মতন মায়া ঢে'লে কর সান্ত্বনা; আবার কম্‌নে পালাও কম্‌নে ভুলাও, পাইনে ঠিকানা।

৪। তুমি যে মোর আপন কত, কেউ নাই আমার তোমার মত, তবু তোমার অনুগত হ'তে পেলেম না; আমায় কি ঐ পদানত, ক'রে লবেনা (দিন কি এম্‌নি যাবে, কেবল কেঁদে কেঁদে)।

৩২

হরি তোমারই সংসার, তোমারই বাজার, কারে ফেলে কোথা পালাব আমি।

তোমা ভিন্ন ঠাই, খু'জিয়ে না পাই, যেদিকে তাকাই, সেদিকে তুমি।

১। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি রামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সুন্দর, তুমি আল্লা যীশু ব্রহ্ম নিরাকার, কালিকা চণ্ডিকা রাধিকা সাকার; শমন পবন শশী দিবাকর, মানব দানব পর্ব্বত সাগর, তুমি পশু পাখী পতঙ্গ নিকর, (তুমি তরু লতা কুসুম নিকর), বিশ্ব চরাচর জু'ড়ে আছ তুমি।

২। মাতা পিতা ভ্রাতা দারা সুত সুতা, তোমারই মুরতি জীবন্ত দেবতা, তাদের মতন ভরণ পোষণ, তোমারই সেবন

অর্চ্চন বন্দন ; এহেন সোণার সংসার তোমার, কে বলে অসার বিষের ভাণ্ডার, সকলই মধুর সুধার আধার, হৃদি মাঝে যদি জে'গে থাক তুমি।

৩। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি ছয়, সকলই তোমার প্রসাদ নিচয়, ব্যবহারে সুধু শত্রু মিত্র হয়, নইলে কেহ কারো মন্দকারী নয় ; সাধু কি অসাধু কাহারে কহিব ; সকলই তোমার বিভূতি বিভব, যাহারে দেখিব তাহারে কোল দিব, (আমায়) তেমন ক'রে কবে, গ'ড়ে লবে তুমি (কবে এমন দয়া হবে)।

তৃতীয় তরঙ্গ।



ব্রজ-লীলা।

১

আর কি তোরে দিব ছে'ড়ে ভাই কানাই।

দেখা অনেক দিন পরে, আয়না তোরে, কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই।

১। ছে'ড়ে আ'লি, যাবি কালি, কাঁদালি গেলিনে ভাই; বেঁচেছি প্রাণে প্রাণে, কপাল গুণে, আবার দেখা হল তাই।

২। পীতধরা, মোহন চূড়া, বাঁশের বাঁশী কিছুই নাই; এদেখি রাজার মতন, বসন ভূষণ, কেমন কেমন লাগে ভাই।

৩। কাঙ্গালিনী কমলিনী, কাঙ্গালিনী ব্রজমাই, তুইতো ভাই ছিলি রাখাল, হ'লি ভূপাল, কাঙ্গাল ব'লে মনে নাই।

৪। (তোর) প্রেমের কাঙ্গাল, ব্রজের রাখাল, গোপাল নিতে এলেম তাই, দেরে ভাই করতালি, হরিবলি, তোরে নিয়ে ব্রজে যাই।



২

তমালে মাধবী লতা, ঘেরিল হেরলো সখি !
খেলে, নবঘন শ্যাম কোলে, বিজলী রাই বিধুমুখী।

১। মরকতমণি মাঝে, কণক কলিকা রাজে, বিকশিত সরোসীজে, অলিরাজে বিরাজে মুখ নিরখি।

২। যুগল প্রেম বাঁধনি, যুগল প্রেম চাহনি, আধ আধ ঘুম্‌টা টানি, সুবদনী, সরমে নরম সুখী।

৩

ইকি অপরূপ রাধে হেরিগো অভিমানিনী।
শশধর পরকাশে, বিষাদিনী কুমুদিনী॥

১। শিলা জলে ভেসে যায়, যদিবা সম্ভবপায়, অসম্ভব দিবাকরে, হে'রে মুদিতা নলিনী।

২। হ'য়ে তোমার প্রেমে ভোলা, দিক ভু'লে হ'ল পথ ভোলা, তাই হ'ল রাই এত বেলা, ক্ষম অপরাধ ধনী।

৪

কিবা কালরূপে আলো ক'রেছে ঐ কালরতন।
নিধুবনে রাধাসনে যুগল মিলন॥

১। রাখাল বলে দেখনা সখি ! নবঘনশ্যামে, (এসে দেখ দেখ দেখ দেখায় কেমন, নবঘনশ্যামে) সখী বলে রাই চপলা খেলে ব'লে বামে ; নইলে শোভা নাই তেমন।

২। রাখাল বলে বাঁকা চূড়ায় শোভে বনমালী, সখী কয় সে চূড়ায় চায় মোর রাধার পদধূলি, নইলে হেলবে কি কারণ।

৩। রাখাল বলে সখার করে মোহন বাঁশরী, সখী কয় সে বাঁশী ডাকে কিশোরী কিশোরী; রাধা নাম করে সাধন।

৪। রাখাল বলে শ্যামের অঙ্গে শোভে পীতধরা, সখী বলে রাধারূপের অনুরূপে ঘেরা; তাইতে নাম পীতবসন।

৫। রাখাল বলে শ্যামের পায়ে দেবে পূজা করে, সখী বলে তবে কেন রাধার পায়ে ধরে; হ'লে দেবারাধ্য ধন।

৬। রাখাল বলে কানাই আমার ত্রিলোক পালক, সখী বলে তবু রাধার প্রেমেরই খাতক, আছে প্রেম খতে লিখন।

৭। কাঙ্গাল বলে সাধা সখি! দ্বন্দ্ব কর মিছে, যেই রাধা সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কি আর আছে; আছে দুই দেহে একজন।

৫

কোথা গোপাল গোবিন্দ চন্দ্র মুকুন্দ মুরারে।

আমরা ব্রজের রাখাল, তোমার প্রেমের কাঙ্গাল, একবার দেখা দেরে প্রাণের গোপাল, প্রাণ যে কেমন করে।

(টান) ভু'লে, গেলি কেমনে, এত ভাল বাসা বাসি, ভু'লে গেলি কেমনে, ইতো নহে অনেক দিনের কথা, ভু'লে গেলি কেমনে।

১। আর কি রাধা ব'লে বেণু, বাজাবিনে কানু, চরাবিনে ধেনু বনে, আর কি তোরে কান্ধে নিয়ে, বন ফল খেয়ে বেড়াইব বনে বনে, সুখের বৃন্দাবনে, পাব দেখিতে নন্দ নন্দনে, আমার প্রাণের সখা অদর্শনে প্রাণ যে কেমন করে।

২। আর কি যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে, রাধা শ্যামে হবে দেখা, আর কি কানন কুসুমে, চন্দন কুম্‌কুমে, ওপদ পূজিব সখা, প্রাণ তো যায়না রাখা, বুঝি এই দেখা জনমের দেখা, এক-বার দেখা দেরে প্রাণের সখা প্রাণ যে কেমন করে।

৩। যেই হৃদয় রতনে, রাখিতেম যতনে, পাতিয়ে হৃদয় খানি, আজি রতন আসনে, রতন ভূষণে, রয়েছ রতন মণি, ছাড়ি হৃদয় খানি, কঠিন পাষাণ হ'তে কঠিন জানি, একবার দেখা দে নীল কান্ত মণি প্রাণ যে কেমন করে।

৪। হরি তব প্রেম রসে যেই জন রসে, কেমনে থাকে সে ঘরে, তুমি থাকিয়ে অন্তরে, অন্তরে অন্তরে, টান তারে প্রাণ ধ'রে, (তার প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশা'য়ে, টান তারে প্রাণ ধ'রে, ঘরে রই কি ক'রে, সদা প্রাণ কাঁদে তোমারই তরে), একবার প্রাণের সখা দেখা দেরে, প্রাণ যে কেমন করে।

৬

ক'লকি আমার ওহে প্রাণের হরি! হিরণ্যকশিপু রাজ্যেতে বাস। হরি নাম বদনে, নিতে যদি শুনে, করে কত জনে কত উপহাস।

১। এ ভব মণ্ডলে, কেনা হরি বলে, এমন কলঙ্ক কার, নাথ, সবে এজগতে, পারে ঐ নাম নিতে, আমারই নাই অধিকার। (হরি নাম নিতে)।

২। শ্রীকৃষ্ণ পরিবাদ, গালিনয় আশীর্ব্বাদ, ইথে না দুঃখ মনে হয়, আমার পাছে পাছে সদা, নাম নিতে দেয় বাধা, এদুঃখ প্রাণে না সয়।

৩। কৃষ্ণ নাম ঘরে ঘরে, সবে উচ্চৈঃস্বরে, যেখানে সেখানে গায়, কেবল আমি চোরের মত, সতত থাকি ভীত, পাছে কেউ শুনিতে পায়। (কৃষ্ণ নাম নিতে)

৪। পোষিয়ে শুক সারী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি, বলিতে বলে সবাই, যত বনের পশু পাখী, আমা হইতে সুখী, নাম নিতে বাধা কারো নাই। (কেবল রাধা বিনে)

৫। কৃষ্ণ আলাপন, কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন, যেখানে শুনিতে পাই, আমার প্রাণে চায় পাখী হ'য়ে, কুলমানে ছাই দিয়ে, সেখানে উড়িয়ে যাই (কৃষ্ণ আলাপনে); (তাতো পারিনে পারিনে, কৃষ্ণ অরি মাঝে থাকি, তাতো পারিনে পারিনে)।

৬। কে জানি গুরুজনে, কি কথা কাণে কাণে, গোপনে শুনায়ে রাখে, আমি ঘরের বাহির হ'তে, যাইতে ঘাটে পথে, সাথে সাথে আমার থাকে। (কৃষ্ণ প্রেম বাদিনী)।

৭। (তোমায়) না পারি দেখিতে, না পারি কাঁদিতে, না পারি কহিতে কারে, তুমি এসব জেনে শু'নে, এমন শ্মশানে, রাখিয়ে গেলে আমারে (এমন শত্রু মাঝে)

৮। ঘরে না পারে থাকিতে, না পারি যাইতে, এ বড় বিষম দায়, এমন বান্ধব আছে কৈ, মরম ব্যথা কই, বলিলে কথা না বিকায়। (এ শত্রু সমাজে)।

মিল।

এসব শত্রু মাঝে সখা, হবেনা আর থাকা, একবার দিয়ে যাও শেষ দেখা ওহে শ্রীনিবাস।

৭

শুনগো সখি শুন, বাজে ওকি শুন, বঁধুর মধুর মুরলী।

চলগো সবে চল, ত্বরা করি চল, দেখিগে বনে চল বনমালী।

১। নিতি নিতি কানু, বাজাইয়ে বেণু, ডাকে রাধে আয় আয়, আমি নিতি নিতি সই, যাই যাই করি, যেতে বাধা পায় পায়।

(বাধা এত দিনে ঘুচিয়ে গেল, আমার হ'ল মনে, সখি এক সুকতি এত দিনে, হবে সহজে দেখা বন্ধুর সনে; ইতো গোপ কুলের রীতি আছে, তারা ধেনু রাখে দধি বেচে, না হয় জে'নে আয় সই দশের কাছে)।

২। হ'য়ে গোপ বনিতে, ধেনু রাখিতে, বাধা কি যাইতে বনে, কত দধি বেচিতে, মথুরাতে গিয়েছি তোদের সনে।

(সই তা কেনা জানে, যে'তে দেয় নাই বাধা গুরুজনে, জে'নে শু'নে, ইথে লাজ নাই কলঙ্ক নাই)।

৩। তবে চল সখি চল, বাঁধিয়ে আঁচল, লইয়ে পাচন বাড়ি; তোরা চল সে বনে, ধেনু সনে যে বনে মুরারি।

(তারে দেখব সখি, আছে যার রূপেতে লে'গে আখি; আমার নয়ন চকোর ভুলিয়ে র'ল, শ্যামশশধর সুধা পেয়ে)।

৪। আমার আখি আনিতে, ভাবিয়ে চিতে, মন পাঠালেম পরে, গিয়ে মন হ'ল তার, পায়ের নফর, আর না এল ফিরে।

(তারে দেখব গিয়ে, আমার মন হরা ধন প্রাণ কালিয়ে, তোরা চল না সখি ধেনু নিয়ে)।

৫। বন্ধুর কাছে কাছে, পাছে পাছে, থাকিবি আড়ে আড়ে; সখি তোমরা সবে, ধেনু ফিরাবে, আমি দেখিব তারে।

(আমার উপলক্ষ ধেনু রাখা, নইলে মূলে কেবল বন্ধু দেখা)।

৬। গিয়ে বন্ধুর পায়ে, প্রাণ সঁপিয়ে, মাগিয়ে লব বাঁশী, ব'লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বাজাব দিবা নিশি। (বাঁশী যদি না বাজে, তার সাধ্য বাঁশী রাধা বিনে, যদি না বাজে)।

৭। দিয়ে মুখে কালী, হরি বলি, ভাসা'য়ে দিব জলে, তার কাজ কি থে'কে, যে না ডাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।

"(আমি এই করিব, আমার মনের আশা মিটাইব)।

৮। আমি নারদকে ডে'কে, বলিয়ে তাকে, বাজাব ল'য়ে বীণে; বীণা মুনির সাধা, কয়না রাধা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনে।

(শু'নে সখী বলে, রাধে সাধের বাঁশী দিস্‌নে জলে)

৯। কালশশী, বাজাবে বাঁশী, তুই বাজাবি বীণে, মোদের কাণ জুড়াবে, প্রাণ জুড়াবে, রাধা কৃষ্ণ শুনে।"

(তখন রাধা বলে, সখি কাজ নাই আর গোলমালে, তোরা ধেনু নিয়ে চল সকালে)।

১০। আমি দাসী হ'য়ে, বন্ধু নিয়ে, করিব বনে খেলা; তোরা সুবল নিয়ে, রাই সাজায়ে, আসবি সাঝের বেলা।

(যদি শঙ্কা কর, পাছে ঘরে এসে ধরা পড়)।

১১। এসে তোমরা সবে, বলিও তবে, গুরু জনের আগে, তোদের রাই বধূকে, বনে থে'কে, নিয়েছে কাল বাঘে।

(বড় ভাল হবে, রাই মরেছে শুনলে তাদের ভাল হবে, হয়ত তোদের কিছু দিয়ে দিবে)।

১২। শু'নে প্রেম বাদিনী, ননদিনীর, বাড়িবে আনন্দ; হবে তার ভালতে, আমার ভাল, পাইব গোবিন্দ।

(বড় ভাল হবে)

১৩। বন্ধুর সাথে সাথে, পথে পথে, করিব কত রঙ্গ, কত নিশি দিবে, উথলিবে প্রেমের তরঙ্গ।

(বড় ভাল হবে, আমার বন বিহারে দিন যাবে)।

১৪। যখন ভানু তাপে, (তার) তনু তাপে, বসা'য়ে উরূপরে, আমার আঁচল দিয়ে, ঘাম মুছা'য়ে, বাতাস দিব তারে।

(বড় ভাল হবে, আমার ভালয় ভালয় দিন যাবে)।

১৫। বন্ধুর শশী মুখে, হাসি দে'খে, বাড়িবে আনন্দ; পাব নয়ন ভ'রে, পরাণ ভ'রে, দেখিতে গোবিন্দ।

(বড় ভাল হবে, আমার ভালয় ভালয় দিন যাবে, আমার কুলমানে কি করিবে)।

১৬। কৃষ্ণ প্রেম পাথারে, যে সাঁতারে, তার কিসের গান কুল; যদি ডুবলেম সখি, ডু'বে দেখি, পাই কিনা পাই মূল।

মিল।

আবার শুন, বাঁশী শুন, বাজে কোন বনে শুন, তোরা কি ভে'বে ব'সে র'লি।

৮

আমার বংশী আলা, জগত উজালা, কে বলে কালা তাহারই নাম।

তারে যে বলে কাল, সে নহে ভাল, নয়ন যুগল তাহারে বাম। (নইলে আলোময়ে কেন কাল দেখিবে)

কোটি চাঁদের কিরণ, হয়কি কখন, এমন নয়ন অভিরাম। (সে আমার আঁখি নিয়ে দেখেনা কেন; তারে যে বলে কাল, তাহারে বল, আমার আঁখি নিয়ে দেখেনা কেন)

১। তাঁর ধরা উজালা, চূড়া উজালা, উজালা বাঁশী মালতী মালা, উজালা অধরে হাসি উজালা, নয়ন উজালা গো; তাঁর উজালা চরণে নুপুর উজালা, (পদ) পরশে উজালা ব্রজধাম।

২। ঘরে থে'কে করে ঘর উজালা, বাহিরে গেলে দিক উজালা, বনে গেলে করে বন উজালা, জগত উজালা গো; নিকুঞ্জ কানন করে উজালা, উজালা করে, কদম তলা, যমুনাতে গেলে ঘাট উজালা, জগত উজালা গো; আমার প্রাণে থে'কে করে প্রাণ উজালা, তবু কি কালা তাঁহারই নাম।

৩। কি জানি তাহার কোথায় ধাম, কি জানি কি জাতি কি তার নাম, কি জানি কি গুণ কি করে কাম, (প্রেমের) কি জানি পরিণাম গো; তার এসব খুঁজিয়ে আমার কিবা কাম, পরাণ যাহারে সঁপিলাম।

৪। দেখি আমার হৃদয়ে তার ঘর বাড়ী, মনোচোরা জাতি অনুমান করি (আমি যা জানি সই তাই সে বলি), (আমি এই কেবল তাঁর পরিচয় জানি)। বাঁশরী বাজান গুণ তাহারই, আমারে ভুলান কাম গো, (কাজের মাঝে তার এইতো দেখি) আমি ভাল বেসে আমার হৃদয় বিহারী রাখিলে রাখিতে পারিনাম।

৯

আয়নারে ভাই, আনিগে কানাই, সবে মিলে যাই গোচারণে।

গগনে হইল বেলা ভাই, কোথা দাম বসুদাম, প্রাণের সুদাম, আয়নারে ভাই যাই, কোথা ভাই মধুমঙ্গল, চল ত্বরা

করি চল, ভাইরে কানাই মোদের প্রাণের সম্বল, রাখালের বল বৃন্দাবনে।

১। ঐনা দেখা যায় নন্দালয়, কেমন প্রেমানন্দ ময়, আমি আগে আগে যাই, পাছে পাছে ভাই, আয়রে সমুদয়; যাওয়া হ'লনা হ'লনা, বুঝি কানাই এ'ল; রুণুঝুনু শুনা যায়, যেন নুপুর বাজে পায়, খানিক এগিয়ে দেখি, এ'ল নাকি কানাই ভাই হেথায়; বটে তাইতো, দেখ ঐতো, কেমন হেলিয়ে ছুলিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে, এ'ল ভাই কানাই; কানাই বাঁশীটী বাজায়, কেমন মধুর শুনা যায়, সাধে কি ভাই পাগলিনী হ'য়ে, রাধা বনে যায়, কানাই বলে তাই শু'নে, ভাল ক'রেছ মনে, আমি বাঁধা আছি বৃন্দাবনে, রাধার ঐ গুণে, ভাল লাগেনা লাগেনা, রাধা বিনে বনে ভাল লাগেনা লাগেনা।

নিতি নিতি বনে যাই, হাসি খেলি নাচি গাই,
থে'কে থে'কে রাধায় মনে পড়ে,
এতক্ষণ ছিলেম ভাল, নাম শু'নে প্রাণ আকুল হ'ল,
কতক্ষণে পাব বল তারে।
সুবল বলে ভাই কানাই, আগে চল গোঠে যাই,
পাবে রাই ফিরে ঘরে গিয়ে;
ক'রে হাতে হাতে ধরাধরি, বনে গেল বংশীধারী,
ধেনু ফিরায় বেণু বাজাইয়ে।
উদিল প্রভাত ভানু, ঘামিল কোমল তনু,
বসিল কদম্ব তরুমূলে:
সুবলে লইয়ে সঙ্গে, সুমধুর প্রেম প্রসঙ্গে,
ভাসে দোঁহে সুখের হিল্লোলে।

হেন কালে গুণধাম, হেরিয়ে চম্পক দাম,
আকুল হইল বড় প্রাণে;
(তখন) কোথা রাধা রাধা ব'লে, অমনি পড়িল ঢ'লে,
সুবল ধরিল সযতনে।
কানাই বলে ভাই সুবল, দেখিয়ে চম্পক দল,
পাগল হইল মোর প্রাণ;
কথা রাখ গুণের ভাই, দেখাও এ'নে প্রাণের রাই,
ত্বরা কর তাহার সন্ধান।
ছল ছল দে'খে আঁখি, সুবল হইল দুঃখী,
বলে সখা ইকি বল মোরে;
রোদন সম্বর ভাই, প্রাণে বড় ব্যথা পাই,
তোমার মলিন মুখ হে'রে।
তুমি থাক পথ চেয়ে, আমি রাধায় বলিগিয়ে,
তোমার ব্যাকুল বিবরণ,
ব'লে সুবল চলিল ধেয়ে, আয়ান মহলে গিয়ে,
শ্রীরাধার পেল দরশন।
(তখন) দেখিয়ে জটিলা কয়, অন্তরে নাহিক ভয়,
অন্দরে আইলি কি কথায়;
কানাইয়ার সঙ্গী তোরা, কেন বা না ছাড় পাড়া,
গোকুল ছাড়িব এ জ্বালায়।
সুবল বলিছে মাই, জল খেয়ে চ'লে যাই,
অধীর হ'য়েছি পিপাসায়;
বাছুরী হারা'য়ে বনে, খুঁজে এলেম নানা থানে,
ভাগ্য গুণে মিলিল হেথায়।

ঘরের বৌয়ারী ল'য়ে, সুখে থাক মায়ে ঝিয়ে,
আরনা আসিব এ পাড়ায়;
একথা ওকথা ক'য়ে, জটিলারে সরাইয়ে,
বুঝাইয়ে বলে রাধিকায়।
বলি রাধে কি আর চাও, গৃহ কাজ দূরে সরাও,
ত্বরা যাও শ্যাম দরশনে;
(রাধে জাননা জাননা, তোমার শ্যাম চাঁদের দশা রাধে, জাননা জাননা, তোমার লাগিয়ে রাধে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায়, ক্ষণে করে হায় হয়)।
শু'নে রাধা কয় বিলম্ব নাই, সুবল আমি এই চাই,
এই চিন্তা করিতেছি মনে।
কি ছার রাধার লাগি, শ্যাম চাঁদ অনুরাগী,
কি কথা শুনা'লে সখা কাণে;
বামনে পাইলে চাঁদ, অন্ধে পে'লে চক্ষু দান,
হেন সুখ না উপজে মনে।
তুমি, পরিয়ে কাঁচলী শাড়ী, পরিয়ে কনক চুড়ি,
ঘোমটা টানিয়ে থাক ঘরে;
আমি, নিয়ে তোমার ধরা চূড়া, ভেটিতে সেই মনোচোরা,
এই যাই বিপিন মাঝারে।
রাধা, বাছুরী লইয়ে কোলে, সুবল সাজিয়ে চলে,
রস রাজ বিরাজে যথায়;
আশে পাশে নাহি চায়, সাপে কিম্বা বাঘে খায়,
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উ'ঠে ধায়।
কুশাঙ্কুর বিঁধে পায়, কুসুম গণিছে তায়,
কৃষ্ণ দরশন মনে ধ্যান;

(অস্তু জানেনা জানেনা, প্রাণধন কৃষ্ণ বিনে, জানেনা জানেনা; পথে কাল বরণ যত দেখে, কৃষ্ণভ্রমে চেয়ে থাকে; ডাকে কুহু কুহু পিক সব, রাধা কয় ঐ বংশী রব; করে গুণ গুণ ধ্বনী অলি রাজে, রাধা কয় নূপুর বাজে; গাছে শিখী নাচে তু'লে পাখা, রাধা কয় ঐ প্রাণসখা; গগনে জলদ দে'খে, দাঁড়াও দাঁড়াও ব'লে ডাকে; বনে চরে হিংস্র কুল, কৃষ্ণ ভেবে দেয় কোল)।

পথের কণ্টক ঘায়, রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়,
কুম কুম চন্দন হেন জ্ঞান।
গিয়ে, উপনীত যথা শ্যাম, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম,
অবিরাম প্রেম ধারা বয়;
বন্ধু নয়ন মেলিয়ে চায়, সুবলে দেখিতে পায়,
জড়িয়ে ধরিয়ে তারে কয়।
ভেবেনা সুবল ভাই, আনিবারে গেলি রাই,
কতক'রে বুঝা'য়ে আমারে;
ব'লে নিজ দাস তার, দয়া কি হ'লনা আর,
না আইল না দেখিল মোরে।
যার লাগি বৃন্দাবন, যার লাগি গোচারণ,
যার লাগি গোবর্দ্ধন ধরি;
যার লাগি বাধা বই, বাঁশীতে রাধা নাম লই,
সে যদি ভাই না চাহিল ফিরি।
চূড় বাঁশী ভাসাইয়ে, কাননে অনল দিয়ে,
পুড়িয়ে মরিব তার মাঝে;

রাধা উপেক্ষিত হ'য়ে, লোকের সমাজে গিয়ে,
এমুখ দেখাব কোন লাজে।
বলিও সুবল ভাই, জটিলা কুটিলা ঠাই,
এখন যেন রাধায় ভাল বাসে;
এই, গোকুল নগর ধাম, রাধা কলঙ্কিনী নাম
কেবল আমার সঙ্গ দোষে।
বলিও সে রাধিকায়, ভু'লে যেন যায় আমায়
চায়না যেন নিকুঞ্জের দিকে।
যায়না যেন যমুনায়, জটিলা কুটিলার পায়,
ধ'রে যেন মানে মানে থাকে।
তোমরা থাকিও কাছে, রাধা যেন প্রাণে বাঁচে,
পাছে পাছে লইও সন্ধান।
অনলে কিম্বা গরলে, অথবা পশিয়ে জলে,
রাধা যেন নাহি ত্যজে প্রাণ।
শু'নে, রাধা বলে প্রাণ কেশব, ইকি কথা অসম্ভব,
তুমি বিনে রাধা বেঁচে রবে।
যদি, বারি ছাড়া বাঁচে মীন, কিম্বা না হয় রাত্রি দিন
তথাপি না এহেন সম্ভবে।
গোকুলের পূর্ণ চাঁদ, হবে যবে অন্তর্দ্ধান
কোথায় বাঁচিবে কার প্রাণ।
এই, যমুনা শুকা'য়ে যাবে, অনলে বন দহিবে
ব্রজ ধাম হইবে শ্মশান।
তোমায়, আমি ভাল বাসি যত, তুমি না বাসহে তত,
আগে, এই জ্ঞান ছিল মোর মনে।

দেখি, তোমার যে অনুরাগ, তার শত ভাগের ভাগ,
ভালবাসা বাসিতে জানিনে।
তবে যে রাখ চরণে, সে কেবল দয়া গুণে,
নহিলে তোমার যোগ্যা নই ;
নাথ, চেয়ে দেখ ভাল ক'রে, সুবল বলিছ কারে,
আমি যে তোমার দাসী হই।
দে'খে, বন্ধু বলে তাই তো বটে, থে'কে প্রেম সিন্ধু তটে,
পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়।
এস তবে প্রেমময়ী, দোহে দোহমিশে রই,
ভুলিবনা ভু'ল না আমায়।
রাধা, অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে, বামে দাঁড়াইল গিয়ে
আর, হয় কি না হয় হেন দরশন ;
দে'খে, স্বর্গের দেবতাগণ, করে পুষ্প বরিষণ
জয়ধ্বনী করে সর্ব্ব জন।

দে'খে কয় মধুমঙ্গল, আয়রে রাখাল ভাই সকল, সবে হরি হরি বল, ভাইরে ধন্য মোদের প্রাণের সুবল, যুগল রূপ দেখা'ল এ'নে। আজ আমরা ধন্য, সুবল ধন্য, ধন্য এই বৃন্দারণ্য, ধন্য বনের পশু পাখী, ধেনু বৎস গণ, আজ ধন্য সব রাখালের জীবন, ধন্য গোচারণ ; হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, আজ ধন্য মোদের প্রাণের সুবল, যুগল রূপ দেখা'ল এ'নে।

১০

হ'ল নিশি অবসান, ডুবল গগন চাঁদ।

আছি যাঁর লাগিয়ে, পথ চাহিয়ে, (সারা রা'ত জাগিয়ে) সখি এল কৈসে কালা চাঁদ।

১। করে গন্ধে আকুল, বেলি বকুল, ফুটল কত ফুল, প্রেমে হ'য়ে মত্ত, পেয়ে তত্ত্ব, সখি গো, এসে জুটল অলি কুল, বুঝি কাল ভ্রমরার হ'য়েছে ভুল, করে অন্য ফুলে মধু পান।

২। ঐ শুন গাছে থাকি, কোকিল পাখী, করে মধুর গান, কে আর ঘুমিয়ে রবে, কুহু রবে, সখি গো, নে'চে উঠ্‌ছে কত প্রাণ; বাজে আমার কাণে বিষের সমান (কুহু কুহু ধ্বনী), কাছে নাই ব'লে সে কালাচাঁদ।

৩। কমল আমোদ ভরে, ঢলিয়ে পড়ে, দে'খে পতি মুখ, হ'য়ে মুখা মুখী, ডালে থাকি, সখি গো, সুখে ভাসছে সারী শুক, বুঝি আমার ভাগ্যে বিধি বিমুখ, (আমার হ'ল না সই) আমি পেলেম না সে আস্বাদন।

৪। নিয়ে কলসী কাঁকে, মনের সুখে, কুলবতী কুল, কত হে'সে হে'সে, ঘাটে এসে, সখি গো, আলো কর্‌ছে নদীর কূল, আমি বাসি ফুলের সাজি লয়ে (এসুখের সময়ে), ব'সে কাঁদতে আছি অবিরাম।

৫। কত মনের মতন, করিয়ে যতন, গাঁথিয়ে চিকণ হার, আমি রেখেছি তু'লে, কুতুহলে, সখি গো, গলে দিব সে বাঁকার, বন্ধু যায় যদি হায়, ক'রে পরিহার (আমায় দেখা না দিয়ে), হারের সঙ্গে যাবে আমার প্রাণ।

৬। বুঝি যায় গো কানু, রুণু ঝুনু, যেন শুনতে পাই, প্রেমে বিভোর হ'য়ে, পথ ভুলিয়ে, সখি গো, বুঝি ছিল অন্য ঠাই; তোরা দেখনা সখি বাহির হয়ে, (বন্ধু কোন পথে যায়; কিছু বলি সনে গো) তাঁরে ব'লে ক'য়ে সেধে আন।

(কিছু বলিসনে, বলিসনে, আমার কালাচাঁদে)

একে তো সরমে বঁধু চুপি চুপি যায়। আবার তোরা যদি বলিস কিছু আসবেনা হেথায়।

(কিছু বলিস্‌নে বলিস্‌নে, তারে ব'লে ক'য়ে সেধে আন্‌, সখি করিসনে তাঁর অপমান)

এক দিন না হয় মনের ভুলে ছিল অন্য থানে; সেযে আমার আমি যে তার জগৎ ভ'রে জানে।

(তোরা জানিস্‌নে, জানিসনে, বন্ধু কত ভালবাসে আমায়)।

আমি তাঁরে যত ভালবাসি বা না বাসি। আমায়, প্রাণের অধিক ভালবাসে কালশশী।

(তোরা জানিস্‌নে, জানিসনে, বন্ধু কত ভালবাসে আমায়)।

পলক হইলে হারা চরণের এ দাসী। নাম ধরিয়ে ডাকে কালা বাজাইয়ে বাঁশী।

আমিতো বসিয়ে থাকি আপন ভবনে,
আমার লাগিয়ে বন্ধু ফিরে বনে বনে।
আমার লাগিয়ে বন্ধু ফিরে গোঠে মাঠে,
নেয়ে হ'য়ে খেওয়া বায় যমুনার ঘাটে।
আমি তো তাহার লাগি কিছুই না করি,
আমার লাগিয়ে কত দুঃখ ভোগে হরি।

(তোরা জানিস্‌নে, জানিসনে, বন্ধুর মরমের কথা, জানি-সনে, জানিসনে, বঁধু পীতধরা কেন পরে, তার কি অন্য বসন নাই, তবে পীতধরা কেন পরে)।

বন্ধু, থাকে যখন গোচারণে হলধরের সনে,
কিছু মুখ ফু'টে কহিতে নারে আমায় প'লে মনে।
আমায় মনে প'লে পীত বসন পানে চায়,
ঘর্ম্ম মুছিবার ছলে হৃদয়ে বুলায়।
(তোরা জানিসনে, জানিসনে, বন্ধুর মরমের কথা)।
স্নান করিতে যখন আমি যাই গো যমুনায়,
ভাটিয়াল ঘাটে গিয়ে আমার বন্ধু নায়।
(তোরা জানিসনে, জানিসনে, বন্ধু ভাটিয়ালে কেন নায়: তার কি অন্য ঘাট নাই, তবে ভাটিয়ালে কেন নায়)।
কেবল আমার অঙ্গের ঢেউ লাগাইতে গায়,
বাহু পসারিয়ে বন্ধু ভাটিয়ালে নায়।
তার বসনে মোর বসনে হবে দেখা দেখি,
তাই একই রজকের কাছে দেয় কমল আঁখি।
নইলে তার কি অন্য রজক নাই।

মিল।

তোরা দেখনা সখি বাহির হয়ে, তারে ব'লে ক'য়ে সেধে আন।

১১

তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও, প্রাণ কানাই, অমন ক'রে ফে'লে যে'তে নাই।

তোমার মুখ দে'খে সুখ কত পাই হে কানাই, দাঁড়াও দে'খে তাপিত প্রাণ জুড়াই। (বদন ফিরাও কানাই)

১। আমরা যত আহীরিণী, কৃষ্ণ ধনে ধনী, অন্য নাহি জানি, জান তো কানাই, (সবে) কুল মান তাজিয়ে, তোমাতে মজিয়ে, তোমাকে ভজিয়ে, নিশি দিন কাটাই, যে যাঁহার শরণ লয় হে কানাই (মন প্রাণ সঁপিয়ে) ; তারে চরণ ছাড়া করতে নাই। (পাষাণ হয়ে এমন)।

২। তোমার ধবলী কবলী, ফে'লে বৎসাবলী, পুচ্ছ তুলি তুলি ধাইছে কানাই, এসে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি, ডাকে কৃষ্ণ বলি, পিক শুক মিলি, কাঁদিছে সবাই, এ সবকারে দিয়ে বিদায় হ'লে কানাই ; ব্রজের তুমি বিনে গতি নাই (তাতো জান কানাই)।

৩। (যদি) দুই এক দিনের দেখা, দিয়ে বাঁকা সখা, হইবে অদেখা, ভেবে ছিলে তাই, কেন এমন দেখা দেখি, এত মাখা মাখি, এত ডাকা ডাকি, করিলে কানাই, যার অদেখায় প্রাণ যায় না রাখা কানাই, তার তো চোখের আঁধার হ'তে নাই। (কোথা যাও হে কানাই)।

৪। এত নিঠুরালি, ক'রে বনমালী, যাবে যদি ছলি, গোপিকা সবাই, কেন মুরলী বাজা'লে, যমুনা উজা'লে, নিকুঞ্জ সাজা'লে, মজাইলে রাই ; আগে, এত আদর বাড়াইয়ে কানাই, এখন নারী বধের ভয় কি নাই।

৫। (একবার) দেখ না চাহিয়ে, পথ আগুলিয়ে, পড়া'ে পড়িয়ে, রয়েছে রাই, কাঁদে কোন সহচরী, রথচক্র বেড়ি, (কেহ) অশ্ব রজ্জু ধরি, হা কানাই হা কানাই, (আজ তারে না বধিয়ে, কোন পথ দিয়ে, যাবে বাহির হ'য়ে, দেখিব কানাই); বরং আমরা তোমার কেহ নই হে কানাই (বাঁচি কিম্বা মরি), তোমার তো প্রেমের গুরু মরে রাই। (তোমার রথ চাপনে)।

১২

চাও ফিরে নয়ন, হেন দরশন, (বড়) শুভক্ষণে মিলিয়েছেরে।

এমন বাঁকা ঠামে, যুগল রাধাশ্যামে, (এমন কাল মাণিক কাঁচা হেমে), (এমন মাখা জোখা সরল প্রেমে); কেমন রসিক সুজনে গড়িয়েছেরে (রসের উপাদানে, ব'সে নিরজনে)।

প্রেমে গর গর, শ্যাম জলধর, (যেন পড় পড় হয়েছেরে, কমলিনীর কোমল অঙ্গে), ধনী ভুজ পাশে গলে জড়িয়েছেরে (পড় পড দেখে), (শ্যাম ভু'জে নিজে জড়াইয়ে)।

১। কিবা কমল বয়ানে, সরল হাসি, বিমল রসে ফুটিয়েছে, তরল নয়নে, তেরছ চাহনি, যুগলে যুগল মোহিয়েছে।

২। কেগো জলদ বরণে, চাঁদের কিরণে, এমন মাখিয়ে ঢাকিয়ে রাখিয়েছে, চাঁদের আলোকে, জলদ ঝলকে, জলদে চাদে ঢাকিয়েছে।

৩। যেন যমুনা সলিলে, সুরধুনী মিলে, গলা গলি ছলে পশিয়েছে, তাহে অনুরাগ বায়ে, দুকূল ডুবা'য়ে, প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়েছে।

৪। কিবা আধতনু কানু, আধ হেম তনু, (যেন) নীলা-কাশে ভানু ডুবিতেছে; (ভানু আধ ডু'বেগিছে, আধ বাকি আছে), দোলে আধ শিরে বেণী, কাল কাদম্বিনী, আধ শিরে চূড় হেলিয়েছে।

৫। আধ গলে হার, গজ মুকতার, আধে বনমালা দুলিতেছে, আধে পীতবাস, চাঁদের বিকাশ, আধে নীলাম্বরী উড়িতেছে।

৬। আধ মুখে হাসি, আধ মুখে বাঁশী, রাধা রাধা রবে বাজিতেছে, শু'নে রাধা বলে বঁধু, রাধা বাজাও সুধু, (তোমায়) কে হেন বাজান শিখায়েছে।

৭। অনেক দিনের বাসনা, আছে কে'লেসোণা, শিখিব বাঁশরী তোমারই কাছে, আজ বাজাব মুরলী, হরি হরি বলি, শুনাব কেমন মধু আছে (ওহে হরি তব নামে)

৮। তখন ফুকারে বাঁশরী, কিশোর কিশোরী, যে যাহার নামে মজিয়েছে, (বাজে এক মুখে হরি, এক মুখে প্যারী) (হরি বাজায় প্যারী, প্যারী বাজায় হরি), শু'নে পশু পাখী সব, হইল নীরব, রাধাকৃষ্ণ রব উঠিয়েছে।

৯। দোহে দোহ নামে, দোহে দোহ প্রেমে, নয়ন আসার বরষিছে (দরদর ধারে), বারি বয়ান ধোয়া'য়ে, বসন তিতিয়ে, ভকত ভাসায়ে বহিয়েছে।

নয়ন তুই রে ধন্য, আমায় করিলি ধন্য, (হ'ল তোরে পেয়ে জনম ধন্য), কত পুণ্য ক'রে জানি পেয়েছি তোরে, (যুগল রূপ দেখিতে)।



১৩

কানাইয়া নাইয়ারে, আস্তে চালাইও তোমার তরণী। ভয়ে ব্যস্ত আমাদের রাজনন্দিনী।

১। উঠে ঝলকে ঝলকে জল, আধা নৌকা হ'ল তল, কি ফল ডুবা'য়ে সকল রমণী (সাঁতার না জানি)।

২। ভাল কড়ি যদি চাও, ভাল ক'রে বৈঠা বাও, ঘাটে লাগা'য়ে খাওরে নবনী (কানাই যত চাও)।

৩। আমরা পরের বউ পরের ঝি, ছিছি কানাই কর কি, চাতুরী ছাড় নিলাজ পাটুনী (ছিছি কর কি)।

৪। কেন আড় নয়নে চাও কানাই, দে'খে যদি ভুলে রাই, কে'ড়ে লইব বাঁশী পাঞ্চনী (চুড় মুড়াইব)।

১৪

রাধা। নমো গোবিন্দ, নমো মুকুন্দ, নয়নানন্দ সুখধাম।

কৃষ্ণ। নমো জয়রাধে, নমো জয়রাধে, বিধুমুখ হৃদে জাগে অবিরাম।

রাধা। কৃপণ যেমন আপনার ধনে, নাড়া চাড়া ক'রে সুখ পায় মনে, একবার ঢে'কে রাখে, আবার খু'লে দেখে, পলকে পলকে, হারায় যেন চোখে, তেমনি তোমাকে, শত বার দে'খে, বুকের মাঝে রে'খে, পাইছে আরাম।

কৃষ্ণ। জুড়াইলে রাই মধুর বচনে, পায়ে বাঁধা সদা আছি প্রেম ঋণে, কৃপণ কি ধন রতনে না জানে, এত যে যতনে রাখে প্রাণপণে, আমি তোমাকে তেমনি, না জানি না চিনি, তবু আমার তরে তোমার কলঙ্কিনী নাম।

রাধা। ধন্য আমার ব্রজে কলঙ্কিনী নাম, এ নামে পাই প্রাণে কত যে আরাম, গৃহ কাজে থাকি, কর্ণ পে'তে রাখি, (সবে) কৃষ্ণ কলঙ্কিনী করে ডাকাডাকি, আমার মত সুখী, জগতে না দেখি, যথা তথা থাকি, শুনি কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ। নামের তুলনা কি দেখাবে রাই, রাধা নামের তুল্য সুধা কোথাও নাই, সে নামের মান রাখিতে নাই ঠাই, পাথায় পাথায় লিখে মাথায় রাখি তাই, কাননে কাননে, যমুনা পুলিনে, রাধা নামে বাঁশী বাজাই অবিরাম।
(কি দিবা কি নিশি)

রাধা। আমার তরে বন্ধু বেড়াও বনে বনে, যতনের ধন হ'য়ে থাক অযতনে, কুশাঙ্কুর কত বিঁধে ও চরণে, শেল সম বাজে অভাগীর পরাণে, আজি হ'তে যে'তে দিবনা আর বনে, (থে'কে) ভবনে দুজনে করিব আরাম (সবে হয় হবে বাম)।

কৃষ্ণ। কানন ভ্রমণে দুঃখ নাহি পাই, সখাসনে সুখে খেলিয়ে বেড়াই, যখন মনে করি তখন তোমায় পাই, এই বড় সুখে রাখিয়াছ রাই, এখন ধেনু নিয়ে যদি কাননে না যাই, বড় মনে ব্যথা পাবে দাদা বলরাম (সখাগণ সনে)।

রাধা। যাবে যদি দেখা দিও সাঝের বেলা, একা ঘরে সখা থাকা বড় জ্বালা, আমি নিয়ে ব্রজ বালা, নিয়ে সাজি ডালা, পাছে পাছে তোমার যাইব ফুল তোলা, রাখিব যতনে গেঁ'থে বন মালা, (দে'খো) অবলারে যেন ভুলিওনা শ্যাম (দেখা দিও সাঝের বেলা)।

১৫

পোহা'ল রজনী, ভয় কি তাই স্বজনী, ভাঙ্গিওনা আমার বন্ধুর কাঁচা ঘুম।

সোহাগে সোহাগে, সারা নিশি জে'গে, (এইনা) কোকিল ডাকার আগে, দিয়েছে ঘুম।

১। কি ভয় সে সবে যারা কৃষ্ণ বাদী, অভয় পদে হরি রাখেন আমায় যদি, যার সনে প্রাণের এত বাঁধা বাঁধি, আমার সেই গুণনিধি শঙ্কটের ঔষধি, তাহার লাগিয়ে মরিতে হয় যদি, সে বড় আমার কপাল গুণ।

২। কলঙ্ক ভয় আমায় কি দেখাবি সখি, কলঙ্ক ভঞ্জন আমার কমল আখি, (সেই) অকলঙ্ক চাঁদে হৃদি মাঝে রাখি, কি দিবা কি রাতি নিরাতঙ্কে থাকি, তবু যদি সখি, থাকে কিছু বাকি, সে কলঙ্ক আমার চন্দন কুম্ কুম্।

৩। বারণ করগো কোকিল ভ্রমরে, উচ্চরবে যেন ধ্বনী নাহি করে, যেতে বল ফিরে শত্রু দিবাকরে, ডে'কে আন পুনঃ মিত্র শশধরে, গিয়ে রাখাল নিকরে, বল ধ'রে করে, যেন হারে রেরে ক'রে না ভাঙ্গে ঘুম (ব'লে কানাইরে কানাইরে)।

৪। তু'লে আনগো সখি ভাল ভাল ফুল, জাতি যুথি বেলি মালতি বকুল, যে খানে যে ফুলে শোভা হয় অতুল, আজ সাজাব সে ফুলে পরাণ পুতুল, মালা গেঁ'থে বন ফুলে, দোলাইব গলে, দিব চরণ কমলে কমল কুসুম (নমো গোবিন্দায় ব'লে)।

৫। (এইনা) কাছে আছে বঁধু ঘুমে অচেতন, দরশনের বড় শুভযোগ এখন, মনের মতন আজ ও বিধু বদন, নিরখি

জুড়াব জীবন নয়ন, (দিব) প্রেম আলিঙ্গন, যত লয় মন, (আজ) শীতলিব সব মনের আগুণ।

উপজ।

কথা কহিতে কহিতে রাই, আঁখিতে পলক নাই, পুলকে চলিয়ে পড়ে গায়, তাহে ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, দেখিয়ে যামিনী ভোর, মনো চোর মাগিল বিদায়। (যাই যাই রাই)।

রাধে, তোমার আছে গুরুজন, আমায় আছে গোচারণ, প্রয়োজন দুদিকে সমান, প্রাণে না যাইতে চায়, যেতে হ'ল ঠে'কে দায়, রাখিতে তোমার কুল মান।

এত বলি শ্যামরায়, এক পায় দুই পায়, কুঞ্জের বাহিরে পা বাড়ায়, দে'খে পাগলিনীর মত রাই, আগুলিয়ে প্রাণকানাই, লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে পায়।

বন্ধু তুমি কোথা যাও, দাসীরে ফিরিয়ে চাও, কেন হেন নিদারুণ কও, পাগল করিয়ে প্রাণ, পালাইবে যদি প্রাণ, (তবে) দাসীর পরাণ আগে লও।

তোমার লাগিয়ে হরি, হয় হউক ত্রিলোক বৈরী সেদিকে না ফিরে আমি চাই, যদি তুমি কর পরি হার, তাহ'ল জগতে আর, আমার বলিতে কেহ নাই।

আমার কিসের জাতি, কিসের কুল, সে কুলের কিবা মূল, যে কুলেতে কৃষ্ণ গন্ধ নাই, সেবা কিসের গুরুজন, তোমায় ভাবে ভিন্ন জন, (আমি) এহেন কুজন নাহি চাই।

যার তোমাতে নাহিক মন, সে কেন ধরে জীবন, ডুবিয়ে না মরে যমুনায়, অসার জনম তার, বহিবারে দেহ ভার, বার বার ভবে আসে যায়।

সে মুণ্ডেতে কিবা কাজ, পড়ুক তাহাতে বাজ, (যদি) রসরাজ পায়েনা লুটায়, সে আখির কি প্রয়োজন, কৃষ্ণ হেন প্রিয়জন (যদি) দরশন করিতে না চায়।

সে শ্রবণে কিবা কাম, কৃষ্ণ কথা অবিরাম, শ্রবণে নাহি যায়, সে মুখের মুখে আগুণ, রেখে তারে কিবা গুণ, কৃষ্ণ গুণ যদি নাহি গায়।

যে করে না করে নাথ, কৃষ্ণ সেবায় দিন পাত, কি ফল রাখিয়ে বলতায়, কেবল বসন ভূষণে সাজ, সে অঙ্গেতে কিবা কাজ, (যদি) শ্রীঅঙ্গ পরশ নাহি চায়।

শু'নে বন্ধু বলে রসময়ী, (আমি) যে রসে ডুবিয়ে রই, তুমি সেই রসের আধার, তোমার যুগল পায়, বিকায়ে দিয়েছি কায়, মন প্রাণ সকলই তোমার।

ওমুখ দেখিলে রাই, মনে যত সুখ পাই, সে সুখ জগতে কোথা নাই, আমি তাই থাকি বৃন্দাবন, তাই করি গোচারণ, তাই বনে বাঁশরী বাজাই।

যেখানে সেখানে রই, তোমারই সেবক হই, প্রেমের খাতক রাঙ্গা পায়, আজি কার মত যাই, দুঃখ না ভাবিও রাই, হাসি মুখে দাও গো বিদায়।

তখন শু'নে সখীগণ কয়, হইয়াছে অসময়, এ সময় রাধে ঘরে যাও, রাধা বলে প্রাণ সই, আমি আর আমাতে নই, না বুঝিয়ে কেন হেন কও। (রাধে ঘরে যাও ঘরে যাও)।

৬। যাদের আছে বাড়ী, যাদের আছে ঘর, তারা যেয়ে সুখে সে ঘরে বাস কর, আমার বাড়ী ঘর, নিকুঞ্জ বাসর, কৃষ্ণ

সহবাসে রব নিরন্তর, আমি জাতি কুল ঘর, ক'রে অবসর, সরমে ধরমে দিয়েছি আগুণ।

১৬

আয়গো মঙ্গল আরতি করি সব সহচরী।

নাচলো ঘেরিয়ে সবে কিশোর কিশোরী।

১। ললিতা বাজা মৃদঙ্গ, কুন্দলতা বাজা শঙ্খ, মন্দিরা বাজালো বৃন্দে সই, তোরা করতাল বাজা লবঙ্গ, অনঙ্গ মঞ্জরী।

২। ধূপ জ্বেলে আনলো বিশাখা, দীপ জ্বেলে আন ইন্দুরেখা, চামর দোলালো শ্যামা সই, সখি চম্পক লতিকা পাখা দোলা ঘুরি ঘুরি।

৩। কি বা আলোর মাঝে কাল কায়, ঝলকে রাই রূপের আভায়, দেখ দেখি সই কেমন দেখা যায়, যুগল রাঙ্গা পায়, কেমন শোভা পায়, তুলসী মুঞ্জরী। (এই বেলা সই দেখে নেগো, নয়ন ভ'রে পরাণ ভ'রে, যুগল মূরতী আরতির বেলা, কিবা নূতন রাধা নূতন কালা, নূতন রসে নূতন খেলা, কিবা নূতন নূতন ফুলের মালা, কিবা নূতন নূতন ফুলের বালা, রূপে ঘর উজালা বাইর উজালা)।

১৭

আয়রে কানু, ফিরারে ধেনু, ভানু ডুবিয়ে যায়রে।

বেণু বাজা'য়ে, আয় নাচিয়ে, পথ চেয়ে আছে মায়রে।

আয় কিছু দূর নাচিয়ে, সোণার নূপুর বাজা'য়ে (হেলিয়ে দোলিয়ে, এগিয়ে পাছিয়ে এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি ক'রে) তার

পরে তোরে, কাঁধে ক'রে ক'রে, নেচে নেচে সবে যাই ঘরে। (একবার আমি একবার সুবল, দাম বসুদাম মধু মঙ্গল, একে একে রাখাল সকল নাচবে ভাই তোরেরে)।

১। ক্ষুধা যদি পেয়ে থাকে, ধরনে দুটো ফলদে মুখে, (আমরা) খেয়ে দেখেছি, তাই রেখেছি, বড় মিঠা লাগেরে, (মিঠা নইলে কি এঁটো দেই তোরে), নইলে ভাই তোর মনের মতন, ক্ষীর সর আর ছানা মাখন, (আদরে আদরে, কে দিবে অধরে, ধরনে বাছা ধরনে ক'রে), ঘরে মা যশোদা খাওয়ায় যেমন, (বনে) তেমন কোথা পাবরে। (মোদের যা আছে ভাই তাই দেই তোরে)।

২। ছায়া যেমন কায়ার সনে, তোর সনে তেমন বনে বনে, কানাই ভাই তোর দয়া গুণে, মনের সুখে থাকিরে, দিন যায় এমনি সুখে সুখে (হাসিয়ে খেলিয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে, কাঁধে চ'ড়ে কাঁধে ক'রে), সাঝ হ'লে বাজ পড়ে বুকে, তোরে ছেড়ে মনের দুঃখে, ঘরে যাই ভাই সবাইরে।

৩। তোরে ছেড়ে ঘরে গিয়ে, কেঁদে কেঁদে থাকি শু'য়ে, একবার উঠি একবার বসি, তবু নিশি যায় নারে, শেষে ছু'টে এসে ভোরের বেলা, দু হাতে তোর ধ'রে গলা, (তোমার শীতল হৃদয়ে, হৃদয় রাখিয়ে, চাঁদ মুখ পানে চেয়ে চেয়ে), মনের জ্বালা প্রাণের জ্বালা, ভাই ব'লে ভাই মিটাইরে।

৪। আজ গেলি ভাই ভেঙ্গে খেলা, কা'ল যেন পাই সকাল বেলা, ভাই ব'লে ভাই চিকণ কালা, মনে যেন থাকেরে, আমরা ধ'রে গলাগলি, সেই নূতন খেলা আবার খেলি, (রাধা রাধা বলি, বাজা তুই মুরলী, হরি বল হরি বল আমরা বলি,

(হরিবল হরিবল, হরিবল হরিবল, জয়রাধে জয়রাধে, জয়রাধে জয়রাধে), নামে প্রেমে ঢলাঢলি ক'রে যা ভাই কানাইরে। (যাবার বেলা নূতন খেলা, খেলে যা ভাই কানাইরে) (হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল)।

১৮

আমার মন জানি আজ করেরে কেমন, কবে যাবরে সেই বৃন্দাবন।

কবে রাধারাণীর দয়া হবে, (নিজ দাস ভে'বে) পাবরে তার শ্রীচরণ। (কবে পাবরে তাঁর দরশন)।

১। এসব ঐশ্বর্য্য রতন, আমার তোষে নারে মন, আমি ভালবাসি বংশীবট আর কদম্ব কানন, ব্রজ গোপীর প্রেমের হাট, নিধুবন যমুনার ঘাট, আমার নিকুঞ্জ-বাস গোলোক নিবাস, হ'লে রাধা সনে সম্মিলন।

২। এ সব গৌরব সম্ভাষণ, আমায় তোষে না তেমন, মধুর প্রেমের কাঙ্গাল আমি মধুর বৃন্দাবন, রাজবেশ রাজভূষণ, চাইনে রাজনিকেতন, আমি চূড়বাঁশী ভালবাসি, ভালবাসি রাধার ফুলশয়ন।

৩। গোপীর প্রেম অনুরাগে, বাঁধা পড়েছি আগে, তারা ভালবেসে যাদের মুখে, তাই মিঠা লাগে, মা যশোদার মাখন ঘোল, রাখালের উচ্ছিষ্ট ফল, হেথা রাজভোগে মিষ্টান্ন যোগে, তুষ্ট নয় রে আমার মন।

৪। গোপীর এমনি হৃদয়, প্রেমের চায়না বিনিময়, তারা কাছে রে'খে, চোখে দে'খে, সেবায় সুখী হয়, কিবা মধুর মধুর

কথা কয়, মনের ব্যথা হ'রে লয়; নাই আমার মতন পাষাণ এমন, দিয়ে এলেম বিসর্জ্জন। (এমন অমূল্য ধন)।

৫। যখন আসি মথুরায়, কেহ পাছে পাছে ধায়; কেহ পাছে পাছে ধায়, কেহ গড়াগড়ি যায়, তবু আমি এলেম হেলায় সবায়, ঠে'লে ফে'লে পায়, কেহ আগুলিয়ে রাখে পথ, কেহ এসে ধরে রথ, তবু হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে, এখনো করে রোদন। (উদ্ধব কি শুনালি)।

৬। উদ্ধব আয় আমার কাছে, এমন ভাগ্য কার আছে, গোপাঙ্গনার বাতাস তোমায় গায়ে লেগেছে, অঙ্গ গন্ধ গোপিকার, অঙ্গেতে আছে তোমার, তোমার অঙ্গ সঙ্গ ক'রে আমার, জুড়াই দেহ হৃদয় মন। (কাছে আয়রে উদ্ধব)।

কাছে আয়রে উদ্ধব, শুনিরে সব, আয়রে।

উদ্ধব, গোকুলের জন, কে আছে কেমন

আমায় কি এখনো চায়রে।

আমি করেছি যে কাজ, গোপিকা সমাজ

এমুখ দেখাব কায়রে॥

উদ্ধব বল্‌রে, উদ্ধব বল্‌রে বল ব্রজের কুশল বলরে।

উদ্ধব, ক'রে হাম্বা রব, ধেনু বৎস সব,

পাছে পাছে কায় ধায়রে।

হা রেরেরে ব'লে, রাখাল সকলে,

কারে নিয়ে বনে যায়রে।

উদ্ধব। আর কি সুধাও হে, আর কি সুধাও কেশব, ব্রজের উৎসব, নাইহে।

তোমার ধবলী কবলী, কাঁদে কৃষ্ণ বলি, তৃণ জল নাহি

থায় হে, তোমার ব্রজ সখাগণ, সবে অচেতন, কে কার খবর লয়হে।

কৃষ্ণ। উদ্ধব বলরে......ইত্যাদি।

উদ্ধব, মা যশোদা আর, নিয়ে ক্ষীর সর, মুখে তু'লে কার দেয়রে, ব'লে আয় রে গোপাল, দুঃখিনীর দুলাল, কোলে তু'লে কারে নেয়রে।

উদ্ধব আর কি সুধাওহে ইত্যাদি।

তোমাব নন্দ উপানন্দ, কেঁদে কেঁদে অন্ধ, আছে কিনা আছে মায়রে, যদি ছলে কেহ বলে, নেমা আমায় কোলে, তখনি বারেক চায়রে। (আমার গোপাল নাকি আ'লি ব'লে)।

কৃষ্ণ। উদ্ধব বলরে......ইত্যাদি।

আর কাননে কাননে, যমুনা পুলিনে, বাঁশীতে কে রাধা গায়রে, উদ্ধব, আর কি তেমনি, রাধাবিনোদিনী, পাগলিনী হ'য়ে ধায়রে।

উদ্ধব, রাধা কি আমার, গেঁথে ফুলহার, আশাপথ চেয়ে রয়রে; আর কি যামিনী জাগিয়ে, বাসি ফুল নিয়ে, যমুনাতে ঢেলে দেয়রে।

উদ্ধব, জটিলা কুটিলা, ব'লে কালা কালা, এখনো কি জ্বালা দেয়রে; সে দুঃখ রাধার, স্মরণে আমার, পরাণ দহিয়ে যায়রে।

উদ্ধব। আর কি সুধাওহে.....ইত্যাদি।

কেশব, অনেক খুঁজিয়ে, দেখিলেম গিয়ে, সখীসনে তব রাইহে; যেন কদলীর বন, হ'য়েছে পতন, কারো মুখে কথা নাইহে।

তাদের কোথা বা বসন, কোথা বা ভূষণ, কোথা বা চিকণ

কেশ হে ; সবার অলকা তিলকা, ধুলা কাদামাথা, সবে পাগলিনীর বেশহে।

তারা আছে কিবা নাই, বুঝিতে না পাই, হরিনাম তাই গাইহে (জনে জনের কাণে কাণে) ; শেষে অনেক যতনে, হরিনাম শু'নে, নয়ন মেলিল রাই হে (আমার বন্ধু নাকি এলে ব'লে।

রাধা আমারে দেখিয়ে, তোমারে ভাবিয়ে, জড়িয়ে ধরিতে চায়হে (প্রাণ বন্ধু নাকি এলে ব'লে), রাধে আমি লই কেশব, "নফর উদ্ধব" বলিয়ে পড়িলেম পায়হে।

আমার এ নিঠুর বোলে, হরি হরি ব'লে, আবার আছাড় খায়হে, (কোথা হরি হরি ব'লে), সবে হাহাকার করে, কেবা কারে ধরে, ভূমে গড়াগড়ি যায়হে।

কৃষ্ণ। (উদ্ধব রাখ্রে, আর বলিস্‌নারে, বধিস্‌নারে)। উদ্ধব, বলিও না আর, যাতনা রাধার, হৃদয় ফাটিয়ে যায়রে, হেন দিন আমার, হইবে কি আর, গিয়ে ধরিয়ে তুলিব তায়রে। (উঠ রাধে উঠ ব'লে)।

আর কি পীতবাস দিয়ে, বদন মুছা'য়ে, শরণ লইব পায়রে, আর কি সখীগণ মিলি, দিবে করতালি, রাধারে বসায়ে বায়রে। আর কি পিকশুক মিলি, এক তান তুলি, গাইবে মঙ্গল গান রে, আর কি মলয় পবন, জুড়াবে পরাণ, হাসিবে গগন চাঁদরে। আর কি বীণা করতাল, মৃদঙ্গ মন্দিরা, বাজাবে সঙ্গিনীচয়রে, আর কি সেই তালে তালে, নাচিবে ময়ূরী, হইবে আনন্দময়রে।

মিল।

কাছে আয়রে, কাছে আয়রে উদ্ধব, শুনিরে সব, আয়রে, তোমার অঙ্গ সঙ্গ ক'রে আমার জুড়াই দেহ হৃদয় মন।

১৯

সাজেনা সাজেনা, সখি! কি বুঝনা, তাহার উপর আমার অভিমান সাজেনা।

যেই প্রাণের হরি, চক্ষুদান আমারই, সখি! তারে দেখিবারে কর সবে মানা (তোদের ইকি বিবেচনা)।

১। তোদের কথায় যখন থাকি আঁখি মুঁদে, হরি এসে আমার জু'ড়ে বসে হৃদে, ফুকারে বাঁশরী জয়রাধে জয়রাধে, ক্ষমাদে ক্ষমাদে বলে কেঁদে কেঁদে, আমি হেন কালাচাঁদে, ভাসায়ে বিষাদে, থাকিব আমোদে, তা আমার হবে না (সখি প'ড়ে তোদের ফাঁদে)।

২। তার সনে কথা কইতে কর মানা, সে মানা যে আমার রসনা মানেনা, শ্রবণ শুনেনা কৃষ্ণ কথা বিনা, মনের বাসনা কৃষ্ণ আরাধনা, কৃষ্ণ সেবা বিনা পরাণে চাহে না, আমি কারে করি মানা, কেহ নয় আপনা (আমার দেহ মন বাসনা)।

৩। কাল কেবল আমার নহে গুণমণি, কাল মাথার বেণী, কাল চোখের মণি, মাথা মুড়াইব,আঁখি উপাড়িব, কাল কোকিল না হয় উড়াইয়া দিব, কালা প্রেমের দাগা কেমনে ঘুচাব, সে দাগ ঘসিলে মাজিলে ধুইলে যাবে না (কালা প্রেমের নিশানা)।

৪। পূরবের রবি উদিলে পশ্চিমে, গ্রহ শশী যদি খসি পড়ে ভূমে, তবু কাল শশীর সরল সুপ্রেমে, সন্দেহ করিতে নারি কোন ক্রমে; না জানিয়ে শ্যামে, না ম'জে তার প্রেমে, তোরা বুঝিবি কেমনে আমার কি বেদনা।

৫। (আমি) তারে যত ভালবাসি বা না বাসি, রাধা রাধা ব'লে সদা সে উদাসী, তোমরা থাক মানে আমি দে'খে আসি,

কেঁদে কেঁদে কোথা গেল কালশশী, অনেক সময় হ'ল দেখি না সে হাসি, সখি, কেনগো সে বাঁশী বাজে না বাজে না (বুঝি ফিরে আর এ'ল না)।

হেন কালে গুণধাম, মুখে রাধা রাধা নাম,
অবিশ্রাম আখি ঝর ঝর।
এউল থেউল কাল কেশ, সাজিয়ে রমণী বেশ,
উপনীত নিকুঞ্জ বাসর।
দে'খে, ললিতা কয় বিদেশিনী, লাগে যেন চিনি চিনি,
কোথা জানি দে'খেছি তোমায়।
আখি ছুটি লাগে চিনা, মনে তোমার পড়ে কি না,
জানি, দেখা শুনা আছেগো কোথায় (লাগে চিনা চিনা)।
তখন, বিদেশিনী ঠে'কে দায়, বুঝা'য়ে কয় ললিতায়,
পরিচয় পরে পাবে সই।
তোমরা থেকো সহায়, আগে আমি রাধিকায়,
মরমের দুঃখ কিছু কই।
শুন বিধুমুখী রাই, আমার, জাতি নাই কুল নাই,
পিতা নাই মাতা নাই আমার।
সুখে ছিলেম বুকে যার, সে করিল পরিহার,
মম সম দুঃখিনী নাই আর।
আমার পাত্র নাই অপাত্র নাই, শত্রু নাই মিত্র নাই,
ভাল নাই মন্দ নাই আমার।
আদরে যে রাখে রাই, তাহারই আলয়ে যাই,
দাসী হয়ে রবগো তোমার (পায়ে রাখ রাই, রাখ রাই,

দিব আল্‌তা পরায়ে পায়, চন্দন লেপিয়ে গায়,
লোটন বান্ধিয়ে দিব কেশ।
ভালবাসার উপহার, গেঁথে দিব ফুল হার,
নিতি নব ক'রে দিব বেশ।
শু'নে কাতরে কয় বিনোদিনী, কাছে আয়গো বিদেশিনী,
তুমি আমি থাকি একঠাই।
যে দুঃখে তুমি দুঃখিনী, তেমনই এ অভাগিনী,
পাগলিনী বিনে প্রাণ কানাই।
স্বজনী তোর ধরি হাতে, দেখেছ কি কোন পথে,
প্রাণ নাথে যাইতে আমার।
সেযে, আখিনীরে ভেসে যায়, বারে বারে ফিরে চায়,
পাগলের প্রায় ব্যবহার।
ছলে বিদেশিনী বলে রাই, জিভে না যোয়ায় তাই,
ভয় পাই দিতে সমাচার।
দেখেছি আসিবার কালে, রাধাকুণ্ডের কাল জলে,
চূড় বাঁশী ভাসে জানি কার।
শু'নে চমকিল রাই, কি কথা কহিলি সই,
তবে কি সেই বন্ধু বেঁচে নাই।
পরের কথায় দিয়ে কাণ, ক'রেছি যে অপমান,
তাহে, কেন প্রাণ রাখিবে কানাই।
গোকুলের পূর্ণ চাঁদ, হ'ল যদি অন্তর্দ্ধান
দিব প্রাণ ডু'বে যমুনায়।
অভাগীরে পরিহরি, দেখি কোথা যায় হরি,
মরিয়ে ধরিব গিয়ে তায়।

তখন বিদেশিনী বলে রাই, না বু'ঝে মরিতে নাই,
আমি যাই তালাসে তাহার।
রাধা বলে যাও তবে, যদি তারে এ'নে দিবে,
দাসী হয়ে রব গো তোমার।
বজনী মোর মাথা খাও, যদি গো তার দেখা পাও,
দু কথা বুঝায়ে ব'ল তায়।
আমি, আর না করিব মান, আর না কাঁদাব প্রাণ,
যযতনে রাখিব হিয়ায়।
শু'নে বিদেশিনী কয়, যদি গো তাই সত্য হয়,
তবে রাই চাহ একবার।
লব নেও এই নীলবাস, আমি গো সেই পীতবাস,
প্রেমদাস রাধে গো তোমার।
দে'খে, অতি সুখে রাধিকার, বচন না সরে আর,
বন্ধুয়ার ঢ'লে পড়ে গায়।
তখন, এ'স রাধে রাধে ব'লে, হৃদয়ে লইল তু'লে,
হৃদয় রতন শ্যাম রায়।
তখন, উঠিল আনন্দরোল, হরি বল হরি বল,
সখীকুল নাচে আর গায়।
হেন সুখ সম্মিলন, যে করিল দরশন,
ভবে, সে নয়ন কি সুখ আর চায়।

মিল।

যেই প্রাণের হরি, চক্ষু দান আমারই, তারে দেখিবারে কর সাধ মানা।

২০

তোমার করুণায় হলেম গো ধন্য।

আমি কৃষ্ণ প্রেমের বাদী, শত অপরাধী, রাধে! তবু গো তুমি প্রসন্ন।

১। রাধে! গত দুঃখের কথা মনে এখন পড়ে, কতই না লাঞ্ছনা করে'ছি তোমারে, (একদিন) গেলেম দণ্ডিবারে, দণ্ড নিয়ে করে, (তুমি) মায়ের পূজায় রত দে'খে এলেম ফিরে; এখন কব কি তোমারে, বচন না সরে, আমার ভয়ে দেহ অবসন্ন।

২। (তোমায়) ভার্য্যা জ্ঞানে কত করেছি তাড়না, না চিনিয়ে যত দিয়েছি যাতনা, সে সব বেদনা মনে রাখিও না, ছায়া দিয়ে আবার মায়ায় ভুলাইওনা; (দেখো) ফেলিয়ে যে'ওনা, দাসেরে ভু'লনা, আমার গতি নাই আর তুমি ভিন্ন (আমি জানিনে আর অন্য)।

৩। মনে ছিল তোমায় ঘরে আন্‌লে রাই, তোমার ছলে যদি হরির দেখা পাই, দয়া ক'রে হরি এসেছিলেন তাই, আমায় রাখ্‌লে সুমে জান্‌তে পারি নাই; এখন তোমার কাছে রাই, এই ভিক্ষা চাই, দাসের কর গো সে আশা পূর্ণ (যদি হইলে প্রসন্ন)।

৪। রাধে, আন তোমার হরি, দাঁড়াও তেমন করি, দেখাও সে মাধুরী, নয়ন ভ'রে হেরি, তুলসী চন্দনে রাধাকৃষ্ণ স্মরি, সুগন্ধি কুসুমে চরণ পূজা করি, আমি চাইনে সুরপুরী, তোমরা থাক্‌লে প্যারী, (আমার) ব্রজধাম গোলোক গণ্য।

২১

প্রভাস যজ্ঞ করে নাকি, আমার কমল আঁখি, এত কিসের ডাকাডাকি জে'নে আয় জে'নে আয়।

ওকি শুনি কোলাহল, ব্রজবাসী সকল, আমার প্রাণ নাথে বুঝি, দেখিতে সই যায় (তোরা জে'নে আয়, জে'নে আয়)।

১। আমার কিসের আমন্ত্রণ, কিসের নিমন্ত্রণ, কৃষ্ণ দরশন, (সে তো) নিজ প্রয়োজন, প্রিয়জন মিলনে, কে চায় আবাহন, বারণ না মানে, ছুটে যদি মন; ত্বরা কর আয়োজন, সাজ সখিগণ, চল কৃষ্ণ নামের ভূষণ, প'রে সবে গায় (নাম লিখ মৃত্তিকায়)।

২। আছে কলসে কলসে নয়নের বারি, নাথে সম্ভাষিতে লহ সঙ্গে করি, রাজ দরশনে ধনী কি ভিখারী, (কারো) শূন্য হাতে যে'তে না হয় সহচরী, লহ বাসি ফুলের মালা, বাসি ফুলের ডালা, (নিয়ে) ঢে'লে দিব আমার কাল শশীর পায়।

৩। যাব নাথে সম্ভাষিতে ভিখারিণীর বেশে, বেহাল দে'খে যদি ভূপাল না জিজ্ঞাসে, ফিরে আর স্বজনী না আসিব দেশে, দাসী হয়ে রব রাজমহিষীর পাশে; আমার হৃদয় বিলাসে, দেখ্‌ব তথা ব'সে, যদি দয়া করে শেষে, দে'খে সে দশায় (আমার দয়াল শ্যামরায়)।

৪। দাসী না রাখে না রাখে তবু যাব সখি! তাহার কাছে আমার সরম ভরম বা কি? কত দিন হয় গত সে মুখ না দেখি, যজ্ঞ উপলক্ষ পেয়েছি আজ সখি! আমার তরে তাহার দায় ঠেকা বা কি? আছে কত চন্দ্রমুখী দাসী তাহার পায়। (যারা না জিজ্ঞাসে আমায়)।

২২

কোথা হে বিপদ ভঞ্জন, হরি প্রাণধন।

হরি কোথা থে'কে শুন দাসীর এ রোদন।

(অহে বংশীবদন, মদনমোহন, একবারদাও দরশন)।

১। তুমি বিনে আমার কে আছে হে হরি, চোখের আঁধার হ'লে, ভুবন আঁধার হেরি, অকাজ কুকাজ করি, তুমি লও সম্বরি, আপদে বিপদে ভরসা তোমারই; তুমি আছ ব'লে আছি, না থাকিলে মরি, তোমার জন্য হরি আমার এ জীবন (অন্য নাহি প্রয়োজন)।

২। অভাগীরে ফে'লে এ হেন অকূলে, না ক'য়ে না ব'লে কোথা লুকাইলে, সুখ দুঃখের সাথী ব্যথার ব্যথীনইলে, বেদনা কে জানে, কে শুনে কাঁদিলে; কেঁদে ধরা লোটাইলে, ধ'রে তোলে কোলে, কৈ আর তুমি ভিন্ন মিলে, বান্ধব এমন (করে দুঃখ নিবারণ)।

৩। আছে, সতী ব'লে যাদের খ্যাতি এ গোকুলে, লাজে না আর হেথা কথা কয় মুখ তু'লে, এনে জলের ছলে, তাদেরে কাঁদালে, কি জানি কি ব'লে, দাসীরে আনিলে, আমার কলঙ্কিনী নাম, ঘোষে ব্রজধাম (তাতো জান হরি), আমার কিহে কাম সে বারি বহন (সেই অসাধ্য সাধন)।

৪। কৃষ্ণ কলঙ্কিনী যে বলে আমারে, প্রাণের বান্ধব ব'লে মাধব গণি আমি তারে (কত সুখ পাই, নাথ পাই হে, কৃষ্ণ প্রেমের গৌরব ক'রে), কিন্তু আমার তরে, তোমায় দোষী করে, তাহা না অন্তরে পারি সহিবারে, যেমন হরি দাসী ব'লে, সবে আমায় বলে (দাসীর যোগ্য নই হে), আজ দেখাবে গোকুলে হরি নামের গুণ (দাসীর এই নিবেদন)।

৫। তা যদি না হবে যাহবে তা হবে, রাধার অন্তিম সময় এই জে'ন তবে, কুঞ্জ বাদী সবে, দেখিয়ে হাসিবে, লোকে নিন্দা গাবে, তানা প্রাণে সবে, আমার এ ছাড় জীবন তবে, রেখেবা কি হবে (যদি ফিরে না চাবে); আজ যমুনাতে ডু'বে দিব বিসজ্জন (জলে এসেছি তাই ভেবে)।

(আর ভয় নাই, এই যে আমি এসেছি গো রাই, আর ভয় নাই।

মাভৈঃ মাভৈঃ রাধে, কি বিষাদে কেঁদে, হইলে এত আকুল গো; যার মম প্রীতি মতি, তার হবে দুর্গতি, এ যে তোমার বড় ভুল গো।

আমায় যে দিয়েছে প্রাণ, জাতি কুলমান, কে করে তার অপমান গো; আমি বাঁধা তাহার কাছে, তাঁর মত কে আছে, সে কাঁদিলে কাঁদে প্রাণ গো।

রাধে, আত্মদানে হয়, প্রাণ বিনিময়, তাবে যে কলঙ্ক কয় গো; বড় ভাগ্য হীন সে জন, প্রেম আস্বাদন, জীবনে না তার হয় গো।

প্রেম নাহি জানে, এ হেন অজ্ঞানে, কলঙ্কিনী তোমায় কয় গো, আজ দেখাব সকলে, সতী কারে বলে, করিব প্রেমের জয় গো।

(আর ভয় নাই, তোমার কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইব রাই, আর ভয় নাই, তুমি বারি নিয়ে ঘরে যাও গো রাই)।

শু'নে হেন দৈব বাণী, হরিস্মরি ধনী, বারি ভরি ঘরে যায় গো, সে বারি পরশে, মনের হরিষে নয়ন মে'লে হরি চায় গো।

(সুখের সীমা নাই, আজ জীবন পে'ল জীবন কানাই, সুখের সীমা নাই)।

সুখে ভাসে নন্দ রাণী, পেয়ে হারা মণি, আনন্দে মাতিল সব গো; যত আহীরিণী, করে জয়ধ্বনী, ব্রজে মহা মহোৎসব গো।

(ধ্বনী উঠিল, কেবল হরিবল, হরিবল, হরিবল ধ্বনী উঠিল, হুলুধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনী উঠিল)।

তখন বৈদ্য কয় যশোদে, রাইর কোলে গোপাল দে, যার প্রসাদে পে'ল প্রাণ গো, সতীর পরশ পে'লে, সতীর আশীষ নিলে, সুখে রবে কালাচাঁদ গো।

তখন, আজ্ঞা পেয়ে রাণী, কোলে দিল আনি, ধর গো রাধে জলধর গো (রাধে কোলে কর, আমার গোপাল তো তোর নহে গো পর); রাধা দু বাহু পসারি, কোলে নিয়ে হরি, আনন্দে হ'ল বিভোর গো।

গোপাল রাধার কোলে গিয়ে, বদন চে'য়ে চে'য়ে, র'য়ে র'য়ে দেয় কোল গো; রাধা কয় আমরি! ধন্য হলেম হরি, দাসীরে করলে শীতল গো।

নই হে দাসীর যোগ্যা আমি, তবু হরি তুমি, কি গুণে এত সদয় গো; এ'সে সময়ে দাও দেখা, এ যে তোমার সখা, দয়াল নামের পরিচয় গো।

আমি, তোমার লাগি হরি, কিছুই না করি, তুমি কত দুঃখ সও গো; বলে কলঙ্কিনী আমায়, তাহে তোমার কি দায়, তবু সে'ধে ব্যাধি লও গো।

৬। তুমি যে এই ভব ব্যাধির মহৌষধি, তোমার না সম্ভবে তুচ্ছ মোহ ব্যাধি, তবু দাসীর তরে লঙ্ঘিয়ে সে বিধি, সাধিয়ে লয়েছ শ্রীঅঙ্গে সে ব্যাধি; আমি তোমা হেন নিধি, পেয়েছিলেম যদি (কত পুণ্য ফলে), তোমার যোগ্য তোমার জানিনে যতন।

২৩

এলেম, সকলে মিলে, প্রভাসের কূলে, দেখ্‌বরে চাঁদ বদন খানি।

কেমন প্রাণে এমন ক'রে, লুকা'য়ে ছিলি হৃদয় মণি।

১। তুই যেন ভাই নাই সে কানাই, নাই সে ধরা নাই চূড়া নাই, নাই সে সাধের বাঁশীটী নাই, নাই সে বাঁকা ভঙ্গিখানি।

২। আর কিরে ভাই যাবিনে, মোদের পানে চাবিনে, মা যশোদায় বাঁচাবিনে, খাবিনে আর ক্ষীর ননী।

৩। ধেনু রাখ্‌তে বনে বনে, আর যদি ভাই না লয় মনে, আয় ফিরে যাই বৃন্দাবনে, কর্‌ব তোরে নৃপমণি।

৪। তুই হবি ভাই ব্রজের রাজা, আমরা তোমার হব প্রজা, চন্দন কুসুমে পূজা, কর্‌ব লয়ে রাধারাণী।

২৪

আমার মন মত ধন, মদনমোহন, (তুমি) একা এসংসারে।

এই ধরামাঝে, রূপতো কতই আছে, এমন তোমার মতন, মূরতি মোহন, নয়নে কেহ না পড়ে।

১। নাথ, এমন বরণ, এমন নয়ন, এমন বাঁশরী করে, (ওসে সাধের বাঁশী, থাকিয়ে থাকিয়ে, অমিয় ঢালিয়ে, রাধা ব'লে বাজেছে); এমন বাঁকা হ'য়ে, কেবা দাঁড়ায় হরি, (এমন ভুবন ভুলান মোহনবেশে), নাথ কেমন করিয়ে, এমন মাধুরী, ভুলিয়ে থাকিব ঘরে।

২। নাথ, পাখীর পাখায়, মালতী মালায়, এমন শোভে আর কারে, (ও কার মনের হাসি, এমন করিয়ে, অধরে ফুটিয়ে,

পরাণ লুটিছে হে), কার রাঙ্গা পায়ে, এমন নূপুর বাজে, (এমন রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু রবে), এমন শু'নেছে কে কাণে, মুরলীর গানে, যমুনা উজান ধরে।

৩। নাথ, শয়নে স্বপনে, অশনে বসনে, পরাণ চাহে তোমারে, (তবে কেমন ক'রে, পলক লাগিয়ে, তোমা না দেখিয়ে, সহিয়ে থাকিব হে), আমি সব ছাড়িয়ে, (আমার জাতি কুল মান, ধন পরিজন), রব তোমায় লয়ে, সদা নয়নে নয়নে, রাখিব যতনে, ভজিব পরাণ ভ'রে।

২৫

যার মনে যে লাগিয়ে গিছে, তার কাছে সে ভালগো। কার কাছে কে কেমন ভাল, তার প্রাণে সে জাগেগো।

১। রবি ভাল শশী ভাল, কমল ভাল, কুমুদ ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে চিকণ কাল লাগে বড় ভালগো।

২। (কত) বসন ভাল ভূষণ ভাল, মাথায় মণির মুকুট ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে লাগে ভাল ধরা চূড়া বাঁশীগো।

৩। হীরা ভাল মাণিক ভাল, মুকুতার হার মানায় ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে লাগে ভাল বনফুলের মালাগো।

৪। শ্যামা ভাল পাপিয়া ভাল, কোকিল পাখী ডাকে ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে লাগে ভাল (সেই) হাসি মুখের কথাগো।

৫। গোলাপ ভাল, বেলি ভাল, কতই ফুলের গন্ধ ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে লাগে ভাল, (সেই) কাল অঙ্গের সৌরভগো।

৬। মলয় পবন জুড়ায় ভাল, যমুনার জল শীতল ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা এ'ল গেল, আমার কাছে লাগে ভাল সেই কাল অঙ্গের পরশগো।

২৬

যদি থাকতে তোমার মন না থাকে, রাখতে পারে বা কে।

একা আমার কথায়, কেন থাকবে হরি, (আমার এমন কি ধন আছে হে হরি, তোমায় রাখ্‌তে পারি), (জগতে তোমায় কেবা না চায়), তুমি সকলের হরি, সকলে তোমারই, তোমারে সকলে ডাকে॥

১। তোমার সুখের পরাণে, দুঃখ মিশাইতে, দুঃখে জর জর হই, (আমি আপন দুঃখ সইতে পারি, তোমার মলিন মুখ দেখতে নারি), তাই মনের বেদনা, মনে থাকি স'য়ে, তোমারে কিছু না কইহে, কেন আমার দুঃখে, তোমায় দুঃখ দিব, (তুমি যেমন রাখ তেমন রব), আমি বুক পাতিয়ে সব সহিব, থাকলে তুমি সুখে (রাখ সুখে বা দুঃখে)।

২। নাথ তোমার মতন, আমার রতন, তুমি একজন হরি, (আর যে এমন দেখি নাহে, এমন মনের মতন, হৃদয় রতন) তোমার, আমার মতন, যায় কত জন, ঘাটে পথে গড়াগড়িহে, আমি সুধু হাতে, ব'সে আছি পথে, (আমার নাই কিছু ঐ

পদে দিতে), তুমি অবসর মতে, আসিতে যাইতে, যেওহে দাসীরে দে'খে (যখন যাও এই পথে)।

৩। এমন কতই যামিনী, কতই চাঁদিনী, আসিয়ে চলিয়ে যায়, (তার পানে কে ফিরিয়ে চায়, ও সব যেমন আসে তেমনি যায়), আমার সেই সে যামিনী, সেই সে চাঁদিনী, তোমায় এ'নে সবে মিলায়েছে; আমি তোমার লে'গে, থাকি নিশি জে'গে, (হরি তায় তোমার এমন দায় ঠেকা কি), তুমি প্রভাতে আসিয়ে, মুখপানে চেয়ে, হাসিও কমলমুখে (হরি এমনি করে)।

৪। যদি পলক লাগিয়ে, হৃদয়ে বসিয়ে, হাসিয়ে কথাটি কও, (তাই যে আমি ধন্য মানি, আমি হাসি মুখের কাঙ্গালিনী), এ'সে করুণা করিয়ে, প্রেমে ভাসাইয়ে, পাষাণী গলা'য়ে যাওহে; আমি নিশি দিশি, তোমায় ভালবাসি, (হরি তায় তোমার এমন দায় ঠেকা কি), তুমি অবসর মতে, যবে লয় চিতে, আসিও ফাকে ফাকে (যেন মনে থাকে, তোমার দাসী বলে অধিনীকে)।

২৭

প্রাণে প্রাণে, যারে ভালবাসি তার সকলই ভাল। (আমার কাছে তার সকলই ভাল), (তাকি অন্যে জানে)।

১। আগে, ভাল জে'নে তারে বাসি নাই ভাল, ভালবে'সে দেখি সকলই তার ভাল, যা বল তা বল, তোমরা সবে বল, আমার কিবা এ'ল গেলগো, আমার ভাল হলেও ভাল, মন্দ হলেও ভাল, ভালবাসার ভাল মন্দ কি বল।

২। সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় তাই আমার ভাল বাঁকা চোখে চায় তাই আমার ভাল, বাঁশরী বাজায়, গোধন চরায়, তাই যে

আমার ভালগো, নারীর বসন লুকায়, ঘাটে খেয়া বায়, (মন) চুরি ক'রে বেড়ায়, তাই যে ভাল।

৩। হাসিলে তাহারে দেখায় যেমন ভাল, কাঁদিলে তাহারে মানায় তেমন ভাল, (তার) মিঠা কথা ভাল, কটু কথা ভাল, নিঠুরতা বড় ভালগো, (নইলে কেবল) আদর পাইলে, গরবে যাই ভু'লে, কাঁদা'য়ে জাগা'য়ে রাখে সে ভাল (তাই মাঝে মাঝে সই নিঠুরতা ক'রে)।

৪। তার সরলতা ভাল, গরলতা ভাল, অনুরাগ ভাল, অভিমান ভাল, সাধিলেও ভাল, সাধালেও ভাল, সকলই লাগে তার ভালগো, (তার) মিলনে যেমন আশা মিটে ভাল, বিরহে তেমন পিপাসাই ভাল, (সে) ঘরে রাখে ভাল, বনে রাখে ভাল, তার ভালতে আমার ভালগো, (তারে কেন মন্দ বলগো), অকলঙ্ক কুল তোদের কাছে ভাল, আমার কাছে কালা কলঙ্ক ভাল।

২৮

হরি তোমার উদ্দেশে, যাব কোন দেশে, এদেশে নাম নিলে, অযশঃ লোকে গায়।

নিতে চাই নাম মুখে, কণ্ঠে এসে থাকে, এত মনো দুঃখে, প্রাণ কি রাখা যায়।

১। সবে বাঞ্ছা করে এসহে গোচরে, আমি বাঞ্ছা করি থাক হরি দূরে, কি জানি কি করে, দে'খে শত্রু চরে, দিবানিশি হরি মরি সেই ডরে; আমি থে'কে নিজ ঘরে, অন্তরে অন্তরে, লোকের অগোচরে ডাকিহে তোমায়।

২। যে দেশে না বয় এদেশের বাতাস, যে দেশে না যায় এ দেশের কুবাস, যে দেশে নাই হেন কুজন নিবাস, যে দেশে নাই হেন কুকথার আভাস; যে দেশে সদা সুখে, করহে তুমি বাস, নিয়ে যাও সেই দেশে, দাসী এই ভিক্ষা চায়।

৩। যে দেশে বিকসিত সতত শতদল, যে দেশে বারি কেবল পবিত্র গঙ্গাজল, যে দেশে সম্বল, তুলসী কেবল, যে দেশে বিলেপন চন্দন পরিমল; গিয়ে সেই দেশান্তরে, এসব উপচারে, অঞ্জলি ভ'রে ভ'রে, ঢালিয়ে দিব পায় (দেখিব কেমন ক'রে নিবারে কে আমায়)।

২৯

আ'লিয়ে কোকিল, (কৃষ্ণ শূন্য দেশে), (আমার কমল আঁখির প্রিয় পাখী), কি দেখিতে আর, নীল তনু কানু কোথা রে আমার।

কেন পাগল কর ডে'কে, প্রাণনাথের শোকে, জান না কি সুখে, দিন যায় আমার।

১। তেমন ক'রে ফুল ফু'টে ফু'টে থাকে, তেমন ক'রে অলি উড়ে ঝাকে ঝাকে, তেমন ক'রে পাখী বনে বনে ডাকে, আমার প্রাণে যেন বিষ বাণ হাকে, এক চন্দ্র যদি না উঠে গগনে, কি করিবে লক্ষ লক্ষ তারাগণে, (আমার) হৃদাকাশের চন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বিনে, যে দিকে নিরখি সে দিকে আঁধার।

২। আগে না ডাকিতে কুহু কুহু স্বরে, এখন যেন কাঁদ উহু উহু ক'রে, তোমার দশা হে'রে এই লয় অন্তরে, আসিবে না ফিরে হরি ব্রজপুরে; আসি ব'লে গেল আমার কমল আঁখি,

আসিতে কি আর সময় হয় না পাখী, পথ চেয়ে চেয়ে গেল দুটি আঁখি, (আছে) জীবন মাত্র বাকি উদ্দেশে তাহার।

৩। একে আছি আমি দুঃখে জর জর, তাহে আবার তুমি কেঁদে আকুল কর, আমার সনে কেন পাখী তুমি ঝোর, (তারে) যখন মনে কর, তখন পে'তে পার, তোমার মতন পাখা যদি দিত বিধি, তবে কি আর দেখা না পাই গুণনিধি, উ'ড়ে গিয়ে পায়ে প'ড়ে র'তেম যদি, দয়ানিধি আমার চাহিত একবার (ব'লে নিজ দাসী তাব)।

৪। র'তে পারে তার শত শত দাসী, আমারতোরে পাখী একই কালশশী, হেন নিধি যার নিতি পরবাসী, কেমন ক'রে ঘরে থাকেরে তার দাসী, লোকের কাছে গিয়ে, বসিতে না পারি, সম্বরিতে নারি নয়নের বারি, কখন কখন বাঁচি, কখন কখন মরি, এমন সময় হরি এ'ল না একবার (দেখা হ'ল নারে আর)।

৩০

বউ কথা কও, বউ কথা কও, ব'লে পাখী ভাঙ্গলি ঘুম।

বুঝি কৃষ্ণ কথা ভু'লে গিয়ে, (অরে পাখী, পাখীরে শ্যাম সোহাগের পাখী) ডে'কে ডে'কে হ'লি খুন।

১। আমি কি জানি সে কথা, (সেরস গাঁথা কৃষ্ণ কথা), আমায় পাখী সুধাও বৃথা, তুমি গিয়ে জুড়াও তথা, যথা পাও সেজন, আমি কোণের বধূ কোণে থাকি, কৃষ্ণ কথার জানি বাকি, আছে তার সনে যার মাখা মাখি, (যে জন কৃষ্ণ প্রেমের ভুক্ত ভোগী) সেই সে জানে কৃষ্ণ গুণ, (সে গুণ আমি কি জানি)।

২। যদি কিছু থাকে কথা, সে কেবল এক কৃষ্ণ কথা, নইলে কিরে অন্য কথায় নিভে মনাগুণ, কৃষ্ণ কথা যে কয় মুখে, নয়ন জুড়ায় তারে দে'খে, আমার, নাথের স্বগণ ব'লে তাকে, ছেড়ে দিতে না চায় মন (মন চায় কাছে রাখি)।

৩। (ব্রজে) যে হ'তে নাই গুণ মণি, সে হ'তে আর কৃষ্ণ ধ্বনী, কিম্বা কোথা হরি ধ্বনী, শুনিনে কখন, তুমি গিয়ে ডে'কে ডে'কে, আনতে য'দ পার তাকে, কত শত নাম শুনিবি সুখে (গাবে শত মুখে), হবে সুখময় শ্রীবৃন্দাবন (নাথের আগমনে)।

৪। আবার হাসবে তেমন রবি শশী, বাজবে যখন মোহন বাঁশী, ফুটবে কুসুম রাশি রাশি, ছুটবে সমীরণ, উঠবে লহর প্রেম সাগরে, লাগবে সে ঢেউ ঘরে ঘরে, নাচবে গোকুল আমোদ ভরে, (কত শুনবি গা'বি কৃষ্ণ গুণ (পাখী মনের সুখে)।

৩১

যার যার তার তার, অন্যে কিতা জানেগো।
যার যার ভাল মন্দ, সেই সে ভাল বুঝেগো।
তোমরা শত জনে শত বুঝাও, তার বুঝে সে আছেগো।

১। আমার কালা জগৎ আলা, অন্যে কাল কয়, তানা প্রাণে আমার সয়, আমার কাল যেনা ভালবাস, চোখ বু'জে সে থাকগো, (আমার কালা যার নয়নের জ্বালা চোখবু'জে সে থাক গো)।

২। আমার প্রাণ সখা, ত্রিভঙ্গ বাঁকা, অন্যে বাঁকা কয়, তানা প্রাণে আমার সয়, আমার বাঁকা যার অন্তরে আঁকা, ঘরে থাকা তার দায় গো।

৩। আমার কানাইয়া লাল, চরায় গোপাল, অন্যে রাখাল কয়, তানা প্রাণে আমার সয়, এযে গোচারণ কি মিলনের ছল তাবা কে বল বুঝে গো।

৪। আমার চপলিয়া, প্রাণ কালিয়া, যত করে রাগ, তত বাড়ে অনুরাগ, এযে রাগ নাকি প্রেমের সোহাগ, যে বুঝে সে বুঝে গো।

৫। আমার প্রাণ কালিয়ার, যত আবদার, প্রেমের পুরস্কার, অন্যে গণে তিরস্কার, আছে মন বাঁধা যার কাছে যার, তার কাছে তার সাজে গো (এসব প্রেমের আবদার)।

৩২

আমার প্রাণে যেমন চায়।

তেমন যতন, হৃদয় রতন, পারি কৈ করিতে তোমায়।

১। ঘামিলে বদন তোমার, আমি দেখি চোখে আঁধার, মানেনা প্রাণে চায় আমার, বাতাস করি গায়; নয়ন জলে পা ধোয়া'য়ে, অঞ্চলে মুছা'য়ে দিয়ে, প্রাণে চায় ধরি হৃদয়ে পারিনে তা লোকের জ্বালায়।

২। ভাল ভাল খাবার পে'লে, যতন ক'রে রাখি তু'লে, কখন তোমার দেখা মিলে থাকি সেই আশায়; সময়ে পেয়ে তোমাকে, প্রাণে চায় দেই তু'লে মুখে, মনের দুঃখ মনে থাকে, পারিনে তা লোকের জ্বালায়।

৩। মালা গেঁথে নানা ফুলে, প্রাণে চায় দেই তু'লে গলে, ভাল ভাল কুসুম তু'লে, ঢে'লে দেই ঐ পায়; কাছে ব'সে রূপ

নিরখি, প্রেম আলাপনে থাকি, প্রাণে চায় আরো কত কি পারিনে তা লোকের জ্বালায়।

৪। নাথ, এমন সুদিন হবে নাকি, তুমি থাক আর আমি থাকি, মনের মতন পাব নাকি, সেবিতে তোমায়; বিরলে তোমাকে পেয়ে, হাসিব কাঁদিব ল'য়ে, সকল আশা মিটাইয়ে, ভরিয়ে রাখিব হিয়ায়।

৩৩

আমার হরিকে যে ভাল বাসে, তার মতন আর বান্ধব আমার কৈ।

আমি কি দিয়ে তার করি আদর গো, (আমার কি ধন আছে) তারে আমার প্রাণ দিলে মান থাকে সই (নইলে তার যোগ্য আর কি ধন আছে)।

১। যে আমার সে হৃদয় রতন, মনের মতন করে যতন, প্রিয় জন আর তাহার মতন, আমার আছে কৈ, যদি এমন সুজন পাই দরশন গো (আমার কপাল ক্রমে) তবে তার চরণ দাসী হয়ে রই।

২। তার গুণ গান যে গায় মুখে, নয়ন জুড়ায় তারে দে'খে, প্রাণে চায় তাহারে ডে'কে সেধে কথা কই; আমার সরম ভরম কৈ কি থাকে গো, (তার দরশনে) ও গো আমি, মুখ দে'খে তার পাগল হই।

৩। আছে তার সনে যার দেখা শুনা, আগে নাই মোর জানা শুনা, তবু যেন কতই চিনা লাগে তারে সই, যেন সে আমার কত আপনা গো, (কত দিনের চিনা) ও গো আমি তার বাতাসে শীতল হই।

৪। (আমার) প্রাণ হরি যে দেশে থাকে, চেয়ে রই সে দেশের দিকে, সে দেশের পাখীটি দে'খে কতই সুখী হই, যদি সে দেশের লোক পড়ে চোখে গো, (অমোর কপাল ক্রমে), তারে আমি ঠিক পাইনে কৈ রাখি সই (তারে কৈ রাখিলে সাধ মিটে সই)।

৩৪

চোখ গেল, চোখ গেল পাখী, কর বাকি ডাকা ডাকি।

এসে ভোরের বেলা, ইকি জ্বালা, (পাখীরে ক'রে বড় গলা) নিতি নিতি জ্বালাও পাখী।

কেবল চোখ গেল চোখ গেল বল, (পাখীরে আর দেখ না কি), র'ল বা কি যাওয়ার বাকি (আর আমার)।

পাখীরে ওরে পাখী।

১। চোখ গেল শ্যাম রূপের পানে, কাণ গেল তার বাঁশীর গানে, মন গেল শ্যাম নাম আরাধনে, কুল মান গেল তার দরশনে, প্রাণ নিল সেই কমল আখি (আমার রইল বাকি)?

২। মন প্রাণ সব হারা হ'য়ে, ছিলেম কেবল দেহ ল'য়ে, সেহ পাগল তারই লাগিয়ে, সদা রইতে চায় তার পায় পড়িয়ে, কি লয়ে তার ঘরে থাকি (আমার রইল বাকি)?

৩। যা কিছু এই দেখ আমার, আমার নয় সকলই তাহার, আমি যন্ত্র যন্ত্রী সে আমার, আমায় যেমনি বাজায় তেমনি বাজি, প্রেমরসে তার ডু'বে থাকি (হয়ে তার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী)।

৪। চোখ গেল তাই কিবা গেল, মন গেল তাই কিবা

হ'ল, জাতি কুল মান না হয় সব গেল, পাখী তায় আমার কি এ'ল গেল শ্যাম থাকিলে আমি থাকি (আমি আর কিছুনা চাইরে পাখী, শ্যাম থা'ক আর আমি থাকি)।

৩৫

ফুটি জলদে, ফুটি জলদে, (এত) কাতরে কে ডাকরে।

লোকে চাতক ব'লে বলে যারে, আ'লি তুই নাকি সেই পাখীরে।

১। আছে মনোহর সরোবর কত, নদী নালা শত শত, কিছুই কি তোর নয় মনের মত, চেয়ে মেঘের পানে কাঁদ এত, তোর ব্যথা কে বুঝেরে (এমন ব্যথার ব্যথী কে আছেরে), (পাখী এসংসারে)।

২। পাখী তোর দশা আর আমার দশা, এক বিনে আর নাই ভরসা, (আর) কেউ বুঝেনা প্রাণের পিপাসা, প্রেম রসের আকর, শ্যাম জলধর, পথ চেয়ে তার থাকিরে।

৩। পাখী আয়না তোরে ধ'রে ধ'রে, সেই দেশে যাই উ'ড়ে উ'ড়ে, মনের মানুষ যে দেশে ফিরে, কেন ঘরের দাসী প্রাণে মে'রে, বিদেশে প্রেম বিলায়রে (গিয়ে মধুপুরে) (আয়রে জে'নে আসি)।

৪। পাখী অন্য জনের আছে অন্য, আমার নাই আর কৃষ্ণ ভিন্ন, যে দিকে চাই সেই দিক শূন্য, হ'ল কত জন তার প্রেমে ধন্য, সে পুণ্য কৈ আমার রে (কিসে পাব তারে)।

৩৬

কার উপরে মান করিব।

আমার প্রাণে যারে চায়, তোদের কথায়, তারে কেমনে ভুলিয়ে রব।

১। কাঁদায় সে আমায় সে কাঁদারে, তাহে তোদের কি আসে যায়, যা বল্‌তে হয় বল আমায়, তার নিন্দা না স'ব, যদি কেঁদে কেঁদে তার দেখা পাওয়া যায়, তবে কেন না কাঁদিব।

২। তোমারা যারে বল কাল, আমার কাছে সে চাঁদের আলো, ঐ রূপে যার মন মজে তার, কপাল বড় ভাল; আমার কুল শীল মান গেল গেল, তবু নি তার চরণ পাব।

৩। তোমরা যারে নিঠুর বল, সে যে আমার দয়াল বড়, তা নইলে কি এত ভাল, বাসে প্রাণ কেশব, নইলে আমাতে কি হয় সম্ভব, কোন গুণে তার দাসী হব।

৪। সে যদি গো পর হয় আমার, এজগতে বান্ধব কে আর, তবে, তার প্রেম পাথারে দিতে সাঁতার, কেন ভয় করিব; না হয় তোরা সবে প্রাণ নিয়ে সার; আগি একবার ডু'বে দেখিব।

উপজ।

(কারে ভুলিব, তারে ভুলিলে কারে নিয়ে রব; সে কি আমার ভুলিবার ধন)।

ধন পরিজন, বসন ভূষণ, কতই রতন আছে; এসব কিছু কিছু নয়, যদি গো নারয়, কালিয়া রতন কাছে। (এমন দেখি নাই, আমার কালিয়ার মতন, ভুবন মোহন রূপ দেখি নাই)।

কুসুমের হাসি, শরতের শশী, হাসিতে দেখেছি কত ; কারো হাসি নয়, এত মধুময়, কালিয়া হাসির মত।

রসে গরগর, রসিয়া নাগর, রসের মূরতি খানি ; হাসিতে কাঁদিতে, কত রস ঝরে, আপনি রসের খনি।

তার, মুরলীর গানে, তেরছ নয়নে, কি জানি রেখেছে গুণ ; যেখানে সেখানে, যাহারে সন্ধানে, তাহারে করে গো খুন।

(কেন না কাঁদিব, যদি কেঁদে কেঁদে তার দেখা পাওয়া যায়, কেন না কাঁদিব)।

তারে যে বা চায়, কথায় কথায়, তারে সে কত কাঁদায় গো ; আগে দূরে দূরে থে'কে, পরখিয়ে দেখে, তবু কি তাহারে চায় গো।

(যদি তেমন দেখে, হাতে চোখ মুছে আর তারে ডাকে)

তবে দয়াময়, হইয়ে সদয়, তারে, আপন করিয়ে লয় গো ; কালিয়া পীরীতি, কালিয়া ভকতি, যার তার হবার নয় গো।

(আমি কুল দিয়ে সই কি করিব, যদি গোকুল চাঁদে না পাইব)।

যত জাতি মান কুল, সব মনের ভুল, হরি সে সবার মূল গো ; তার নাই কুলাকুল, (কিছু চায় না, কিছু চায় না, কিছু চায় না ; কিছু চায় না হরি, কেবল মন চায় আমার বংশীধারী)। সেই সে পায় কূল, শ্যাম কুলে যার কুল গো।

আমার কুল শীল মান গেল গেল, তবু নি তার চরণ পাব।



৩৭

ওমা নন্দরাণী, তোর নীলমণির জন্য কি গোকুল ছাড়িব।

সে যা মনে লয় তাই করে, কিছুই কওনা তারে, (এমন দেখিনে আর জগৎ জু'ড়ে, মা তোর কানাইর মতন) মা গো সে কি তোর এতই আদু'রে); মা তোর ডরে ডরে আর কত স'ব (কিছুই কওনা তারে।

রাধা। মাগো ভাণ্ড ভরা ননী ছিকায় তোলা থাকে, কি জানি কৈথে'কে কেমন ক'রে দেখে, (যখন) ঘরে কেউনা থাকে, ঢু'কে সেই ফাকে, যত খায় আর যত ছড়াইয়ে রাখে; যদি কেউবা কখন দে'খে, তাড়া দেয় মা তাকে, করে ভাণ্ড ভেঙ্গে কত উপদ্রব।

নন্দরাণী। রাধে, সাত নয় পাঁচ নয় আমার একা নীলমণি, এক মুখে কত খাবে ক্ষীর ননী, (তাকি জাননা জাননা, আমার গোপাল যে কি সাধনের ধন, কত আরাধনা ক'রে, পূ'জে মহেশ্বরে, গোপাল ধনে কোলে পেয়েছি); (আমার আর যে লক্ষ্য নাই গো রাধে, আমায় মা ব'লে প্রাণ শীতল করে), ঘরে কত আছে, তবু তোদের কাছে, কেন গিয়ে যাঁচে, কিছুই না জানি; আহ'ক অবোধ বাছা ধনে, মারিসনে ধরিসনে, (তারে কটু কথা বলিসনে গো) তোদের ননীর কড়ি গ'ণে সকল দিব।

রাধা মাগো, ননীর ক্ষতি বরং কড়ি দিলে সারে, আর যত করে কি কব তোমারে, আমরা থাকি ঘরে, সে যায় বনান্তরে, রাধা রাধা ব'লে বাঁশরী ফুকারে; তার সে মুরলী স্বরে, কেউনা রইতে পারে (বাঁশী বাজায় কত ভঙ্গি ক'রে, শু'নে যমুনার জল উজান ধরে); বল মা আমরা কেমন ক'রে কুল রাখিব (কিছুই কওনা তারে)।

নন্দরাণী। রাধে, বাঁশী বাজায় কানাই ব'লে দাদা দাদা, তুমি শুন্‌লে শুন্‌তে পার রাধা রাধা, (যখন তার বলাই দাদা দূরে থাকে, দাদা দাদা ব'লে ডাকে), না হয় মে'নে নিলেম বলে বরং রাধা, গুরুজনের নাম নিতে কি বা বাধা; মিছে সাদা মনে কাদা, লাগাও কেন রাধা, কি সে বিনাদোষে তারে বাধা দিব (বাঁশী বাজাইতে)।

রাধা। মাগো, একটী দুটী নয় কি কব তোমারে, মোদের সনে কানাই যত কাণ্ড করে, আমরা যাই ও পারে, দধি বেঁচিবারে, পার ঘাটে থে'কে সে পাটুনীর কাজ করে, ভাঙ্গা নায়ে ভরা ভ'রে, ডুবায় সে সাঁতারে, (ভয়ে আমরা কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে, দে'খে কানাই রঙ্গ করে), শেষ কি কানাইর হাতে প'ড়ে প্রাণ হারাব (কিছুই কওনা তারে)।

নন্দরাণী। রাধে, কত ঘাট কত নেয়ে মাঝি আছে, তবু কেন সবে যাও কানাইর কাছে, একা তারে দোষ মিছে, তোদের ইচ্ছা আছে, নইলে কেন এত লেগেছ তার পাছে, কেন ভাল ডিঙ্গা থু'য়ে, উঠ ভাঙ্গা নায়ে, তারে কি দোষ দেখাইয়ে মন্দ কব।

রাধা। মাগো, আর একদিনের কথা কই'তে নাহি সরে, নাইতে গেলেম সবে বসন বে'খে পারে, কানাই চক্র ক'রে' সে সব নিয়ে হ'রে, কদম গাছে চ'ড়ে, কতই ব্যাঙ্গ করে, আমরা দাড়ায়ে জোড় ক'রে, (কত) বিনয় করি তারে, তবে বসন দিল পে'ড়ে তোর কেশব (কিছুই কওনা তারে)।

নন্দরাণী। রাধে, আই মরি ছিছি ইকি লাজের কথা, মুখে তু'লে তাই আবার বল্‌তে আ'লি হেথা, কুলবধূ হয়ে, লাজের মাথা খেয়ে, কূলে বসন থুয়ে, কেবা নায় বল কোথা, ভাগ্যে

কানাই রাখ্‌ল তু'লে, ভয়ে দিল ফেলে, (কানাই শিশুমতি দুধের ছেলে), (বসন অন্যে পে'লে কি যে হ'ত, তোদের জাতি কুলমান কইবা রইত), থাক্‌ রাই জটিলারে পে'লে ব'লে দিব (তোদের ঘটার কথা)।

রাধা। মাগো, পায়ে পড়ি হাতে ধরি শতবার,তোমার কাছে ক'য়ে একে হ'ল আর, থা'ক কানাইর সাজা, মোদের বাঁচা ভার, যাহ'ক কারে কিছু ব'ল না গো আর, মা তোর কানাই যেন যায় (নিতি নিতি মোদের পাড়ায়), (তবু জটিলারে বলিসনে গো), কে কি বলবে তায়, মা সে যত খে'তে চায় খাওয়াইব (মা তোর একা কানাই কত বা খায়)।

৩৮

কি বাজিল কি বাজিল, প্রাণ নিল প্রাণ নিল সই।

(কি বাজিল গো, কে বাজা'ল, কি বাজিল গো, ওগো সখি!), যমুনা পুলিনে কিম্বা বিপিনে কি বাজে অই।

(এমন শুনি নাই, অপূর্ব্ব ধ্বনী, এমন শুনি নাই, শুনি নাই)।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গিয়া, শুনিয়া না হিয়া রহে থির; মুখেতে সুধার ধার, অন্তরে ক্ষুরের ধার, হৃদয় করিল দুই চিড়।

বিষামৃতে মাখামাখি, এমন আর শুনিনাই সখি! একাধারে বিপরীত গুণ; কখনোবা গঙ্গা জল, কভু সে বাড়বানল, যে বাঁচায় সেই করে খুন।

হেন ধ্বনি করে যেই, কতইনা রসিক সেই, কেমনে পাইব তার দেখা ; এই কি সেই কালিয়া শ্যাম, ব'লেছিলি যার নাম, চিত্র পটে দেখা'য়ে বিশাখা।

তানা হ'লে হেন রব, অন্যে করা অসম্ভব, কুলের গৌরব গেল সই ; কি করিবে লোক লাজে, চল যাই সই যথা বাজে, বাঁচি মরি দে'খে তারে লই।

আর কিছু না চাই বিশাখা, কেবল চোখের দেখা, দেখিয়ে আসিব সখি ফিরে ; অঙ্গুলি হেলায়ে তুমি, দেখাইও দেখিব আমি, সে যেন তা জানিতে না পারে।

(তখন বিশাখা বলে, বড় অসম্ভব কথা কহিলি রাধে, বড় অসম্ভব কথা)।

রাধে, বারেক হেরিলে তারে, বাহুরি আসিবি ঘরে, হেন আশা না করিও মনে ; তারে যে দেখিল একবার, কুল মান সব গেল তার, দাসী হয়ে থাকে সে চরণে।

(এমন দেখ নাই, দেখ নাই রাধে, এমন অপরূপ রূপ, কখন দেখ নাই, দেখ নাই রাধে)।

বড়, অপরূপ সে শ্যামরূপ, অধর সুধার কূপ, নয়নের কোণে আছে কাম ; ভ্রূযুগ ইন্দ্রের ধনু, প্রেমরসে মাখা তনু, হৃদি পদ্ম শান্তি সুখ ধাম।

কেয়ূর কুণ্ডল বালা, অলকা মালতীমালা, কালরূপ আলো ক'রে আছে ; চরণ সরোজভে'বে, মধুকর মধু লোভে, ঘুরিছে ফিরিছে পাছে পাছে।

দীঘল কুঞ্চিত কেশ, বিশাল নিতম্ব দেশ, মধ্য দেশ না দেখায় চোখে ; পরিধান পীতবাস, কত চন্দ্র পরকাশ, আকাশ ছাড়িয়ে পদনখে।

মস্তকে মোহন চূড়া, কটিতে কিঙ্কিনী বেড়া, নূপুর বাজিছে রাঙ্গা পায়; অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহন বাঁশী, ঐ শুন কেমন বাজায়।

(কোথা যাবি গো, কেন যাবি, কুল হারা'তে, মান হারা'তে)।

রাধে, ঘরে গুরুজন ভয়, সে দিকে চাহিতে হয়, কেন খোয়াইবি নিজ মান; এমনি রমণীকুল, পলকে যায় জাতি কুল, তিলেক নহিলে সাবধান।

(শু'নে রাধা বলে, ইকি কহিলিগো ও বিশাখে, ইকি সুখবব দিলি গো)।

বিশাখে তুই কি কহিলি, ম'রে ছিলেম বাঁচাইলি, পুরস্কার কিবা দিব সই; দয়া ক'রে গুণনিধি, দাসী ব'লে রাখে যদি, আমা হেন ভাগ্যবতী কৈ।

করি জনম সফল জ্ঞান, এদেহ এমন প্রাণ, লাগে যদি তার কোন কাজে; (আমার) ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষকাম, সকলই সেই নব শ্যাম, প্রাণারাম শ্রীপদ পঙ্কজে।

কেন সখি কর ভুল, কিসের জাতি কিসের কুল, অনুকূল না হ'লে কানাই; যারে বিনে যায় প্রাণ, তারে দেখ্‌তে অপমান, এমান রাখিয়ে কাজ নাই।

(তখন বিশাখা কয়, ওগো রাধে গো ওগো রাধে, কেন উতলা হলি, কালা কালা ব'লে উতলা হলি)।

বলি থাক থাক, রাধে থাক থাক, দুদিন চা'র দিন স'য়ে থাক; সে রসিয়া তোর, করিবে খবর, আগে রাই, গুমর করিসনে ফাক।

(তুই আমাদের কম কি রাধে, কুলে শীলে মানে, রূপে কিম্বা গুণে, তুই আমাদের কম কি রাধে)। (কেন অম্‌নি যাবি, তোরে সে'ধে ভ'জে না নিলে কেন অম্‌নি যাবি)।

অতঃপর একদিন, যেন অতি দীন হীন, কাঙ্গালের মত শ্যামরায়, কদম্বে হেলান দিয়ে, শ্রীরাধারূপ স্মরিয়ে, নয়নের জলে ভেসে যায়।

হেন কালে বড়াই এসে, হাসিয়ে মধুর ভাষে, বলে হেথা কি করহে শ্যাম; যে তব রকম দেখি, সন্ন্যাসী হইবে নাকি, বসিয়ে জপিছ কার নাম।

কানাই বলে ভাগ্যগুণে, দেখা হ'ল তোমাসনে, বড়াই গো তোর ধরি দুটি পায়; যদি মোর ভাল চাহ, রাধারে আনিয়ে দেহ, নতুবা এখনই প্রাণ যায়।

বড়াই বলে ছি ছি হেন, পায়ে ধরাধরি কেন, অসম্ভব সম্ভব কি হয়; বামন হইয়ে চাঁদ, অন্ধ হয়ে চক্ষু দান, চাহিলে তা মিলিবার নয়।

কনক বরণী রাধে, মুখ ছাঁদে নিঁদে চাঁদে, ফণী কাঁদে বেণী দরশনে; তুমি কাল রঙ্গে মাথা, অঙ্গখানি তিন বাঁকা, সোজা থাক পাচনি ঠেকানে।

রাধার যুগল আঁখি, কুরঙ্গে দিয়েছে ফাকি, তেরা আঁখি সম্বল তোমার; (তার) নীলাম্বরী অঙ্গ জোড়া, তুমি পর পীত ধরা, আজানু লম্বিত পরিসর।

গুণে মানে গৌরবিনী, ঠাকুরাণী বিনোদিনী, তুমি বনে ধেনুর রাখাল; সে কেন তোমারে চাবে, কে হেন তাহারে কবে, দোঁহে ভেদ আকাশ পাতাল।

একে সে রাজার বেটী, সাপিনী বাঘিনী দুটী, শ্বাশুরী ননদী তাহে ঘরে; সে ঘরে প্রেমের চাল, কে দিবে কার ছাড় কপাল. চন্দ্র সূর্য্য স'রে যায় ডরে।

কানাই বলে বড়াই আর, নাহি কিছু বলিবার, বাঁচিবার করহ উপায়; কানুরে বেহাল দেখি, বড়াই হইয়ে দুঃখী, উতরিল রাধিকা যথায়।

বড়াই বলে ও রাধিকা, কিক্ষণে দিয়েছ দেখা, বাঁকা শ্যাম নন্দের ছাওয়ালে; দেখি, পাগলের উপক্রম, নাই আহার নাই ঘুম, কাঁদে আর রাধা রাধা বলে।

তুমি প্রেম বিতরিয়া, যদি না বাঁচাবে গিয়া, তাহ'লে যাইবে তার প্রাণ; রাধা বলে সর্ সর্, কাঁকালী ভাঙ্গিব তোর, বুড়া হ'লি খোয়াইতে মান।

আর যদি কিছু ক'বি, দু কথা শুনিয়ে যাবি, এখনই ডাকিব আয়ানেরে; বড়াই বলে বিনোদিনী, আমি তোর কি না জানি, এত কথা কোন অহঙ্কারে। যাহারে ভজিতে কই, তারে না চিনিলি তুই, সাধা লক্ষ্মী ঠেলে দিলি পায়; গোলোক বিহারী যেই, নন্দ সুত হ'ল সেই, ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহারে না পায়।

হেন পূর্ণ ভগবান, যাহার পীরীতি চায়েন, তার সম ভাগ্যবতী নাই; সাধন ভজন বিনে, পেয়েছিলি সেই ধনে, অভিমানে হারাইলি রাই।

তখন হাসিয়া রাধিকা কয়, আয় আমার কাছে আয়, পরিহাস করিয়েছি তোরে; বড়াই তুমি জান নাকি, আমি যে পিঞ্জরের পাখী, কেমনে ভেটিতে যাব তারে।

বড়াই বলে পথে এস, এগুয়ে নিকটে ব'স, আমি তার

করিব সন্ধান; আমরা গোয়ালা জাতি, বিকি কিনি করি নিতি, মথুরার লইব যোগান।

আসিতে যাইতে পথে, দেখা হবে কানু সাথে, জানিতে নারিবে অন্য জন; সহজে হইবে কাজ, পাইবে সে রসরাজ, এক মনে ভাব সে চরণ।

এত বলি বড়াই গিয়ে, নন্দ ঘোষে ব'লে ক'য়ে, গোপী লয়ে যোগানেতে যায়; রাধা কানু দুই জনে, মিলাইল শুভক্ষণে, খেয়া ঘাটে মথুরার নায়।

যে যাহার জাগে মনে, সে মিলে তাহার সনে, অলঙ্ঘ্য এ বিধির লিখন; হরি হরি বল ভাই, আনন্দের (আর) সীমা নাই, রাধাশ্যামে হইল মিলন।

৩৯

(কেবল) তোরে দেখিবারে এসেছিরে বাপ (প্রভাসের কূলে), ওরে যাদুমণি।

(এতক্ষণ কোথা ছিলিরে বাপ (অদেখা হয়ে), একবার মা মা ব'লে, আয়রে কোলে দেখিরে চাঁদ মুখখানি।

(এবেশ কে ক'রেছে, সাধের গোপাল বেশ কে কে'ড়ে নিয়েছে)।

১। চূড় ফে'লে মাথে কে দিয়েছে পাগ, আমার ধন নিয়ে এত কার সোহাগ, ফে'লে পীতধরা, দিল জামা জোড়া, কৈ সে পাচনি; আহারে গোপাল, এমন বেহাল, ক'রেছে বাপ তোরে কোন পাষাণী।

(কেন শুকা'য়ে গিছে, না খে'য়ে না খে,য়ে, চাঁদ মুখখানি শুকা'য়ে গিছে; হেথা মাখন ছানা মিলে না কি বাপ)।

২। (এই না) অঞ্চলে বাঁধিয়ে এনেছি ক্ষীর সর, ধর নে জলধর আগে তাই ধর, না খেয়ে শুকা'য়ে গিছে চন্দ্রাধর, আহারে মোর বাছনি; আগে কিছু খাও, পাছে কথা কও, কোলে ব'সে জুড়াও মা দুঃখিনী।

কৃষ্ণ। (আর কেঁদনা মা, এই যে আমি এসেছি গো)।

৩। (আর) কেঁদনা কেঁদনা সহন না যায়, মাতুই আপনি কেঁদে কাঁদালি আমায়, ক্ষুধায় মরি জ্ব'লে, দেমা মুখে তু'লে, ক্ষীর সর নবনী; পরা'য়ে দে ধরা, পরা'য়ে দে চূড়া, নয়ন মু'ছে কোলে কর জননী (এই না আমি তোমারই নীলমণি)। (কানাই মনে কি আছে, যত ব্রজের রাখাল কেঁদে বলে, কানাই মনে কি আছে)।

রাখালগণ।

৪। কানাই, মনে কি পড়ে সেই ব্রজের ধূল খেলা, শ্রীদাম সুবলাদি রাখালের মেলা, একবার কাঁধে করা, আবার কাঁধে চড়া, ধবলী আর কবলী;

(কানাই) যাবি ব'লে আ'লি, আর বা কৈ গেলি, এত ভালবে'সে আর না দেখা দিলি, তুই বিনে যে কানাই, আমাদের কেউ নাই, জানতো তা সকলই; কাঁদালি কাঁদালি, যা হয় তা করিলি, এখন একবার কাছে আয় নীলমণি, (আমরা জুড়াই রে ভাই, আমরা তেমনি ক'রে, গলা ধ'রে জুড়াইরে ভাই)।

কৃষ্ণ। (আর কেঁদ না ভাই, এই যে আমি তোদেরই

কানাই; শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কেঁদ না ভাই, ও ভাই সুবল মধুমঙ্গল আর কেঁদ না ভাই)।

৫। তোদের মতন নাই ভাইয়ের মতন ভাই, পাষাণ হ'তে পাষাণ আমার মতন নাই, ছেড়ে এলেম ভাই, তবু ভুল নাই, যেমন ছিলে তেমনই; তোদের প্রেমধার, নহে শোধিবার, ভাই ব'লে ভাই আবার ডাকরে শুনি (বড় মিঠা যে লাগে, হারেরেরে রব তোদের মুখে ভাই মিঠা যে লাগে)।

(কেঁদে রাধা বলে, থে'কে অন্য দিকে, ডে'কে ডে'কে, একবার দাসীর কাছে এসহে নাথ)।

রাধা।

৬। (বন্ধো) ক্ষতি কি পেয়েছ না হয় রাজরাণী, তা ব'লে কি ফে'লে দিবে কাঙ্গালিনী, চাঁদের কি থাকে না শত কুমুদিনী, প্রেমপিপাসিনী; সেতো সমানে সবায়, পীরীতি বিলায়, এমন কেবা কাঁদায় কার রমণী (বন্ধো তোমার মতন)।

৭। (বন্ধো) অন্তরে জ্বলিছে অনন্ত অনল, শীতল পরশে করহে শীতল, কলসে কলসে নয়নের জল, রে'খেছি আনি; তাহে চরণ ধু'য়ে, হৃদয়ে বসিয়ে, জুড়াওহে আসিয়ে হৃদয়মণি।

কৃষ্ণ। (রাধে ক্ষমা করগো, এই যে আমি এসেছি গো, দেখ্ তোর প্রেমের কাঙ্গাল, কেঁদে বেহাল; রাধে তুই বিনে আর, কেউ নাই আমার)।

৮। (রাধে) প্রভাস যজ্ঞ মাত্র ক'রেছি এক ছল, তোমা দরশন উদ্দেশ্য কেবল (নইলে আমার কিসের বা যোগ কিসের যজ্ঞ), আমার যত ধর্ম্ম, আমার যত কর্ম্ম, (তোমার) চরণ দুখানি; আর বাকি নাই, এস তবে রাই, দোহে দোহ মিশে

যাই এখনই। (রাধে ঢের হয়েছে, প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা)।

(ইকি হলরে, কিশোর কিশোরী মিশিয়ে গেল, শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ মিশিয়ে গেল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে)।

যেন বরিষার কালে, জলদের কোলে,
হাসিয়ে চপলা লুকা'ল ;
অম্‌নি, শত শত মুখে, কত শত সুখে,
হরি হরি ধ্বনি উঠিল।

যেন, সুনীল গগনে, হসিত বদনে,
শারদ চন্দ্রমা ডুবিল ;
অম্‌নি, শত শত মুখে, কত শত সুখে,
হরি হরি ধ্বনি উঠিল।

যেন অমাতিথি যোগে, কি জানি কি রাগে,
রাহু মুখে রবি পশিল,
অম্‌নি, শত শত মুখে, কত শত সুখে,
হরি হরি ধ্বনি উঠিল।

যেন, নীলাম্বু সলিলে, বাড়বানল জ্ব'লে,
জলে মিশে আবার নিভিল ;
অমনি শত শত মুখে, কত শত সুখে,
হরি হরি ধ্বনি উঠিল।



চতুর্থ তরঙ্গ।

শ্যামাসংকীর্ত্তন।

১

তুই কিগো কালী প্রসন্ন হইয়ে, বনমালী বেশ থু'য়ে হেথা আ'লি।

এত কাল ধরিয়ে, লুকা'য়ে থাকিয়ে, এখন সে'ধে দেখা দিয়ে পিয়াসা বাড়ালি।

১। কোথা সে তোমার গোচারণ বেশ, এলিয়ে দিয়েছ মাথার দীঘল কেশ, কোথা সে পাচনি, কোথা ক্ষীর ননী, কোথা লীলাভূমি গোপ গোপীর দেশ; লুকায়েছ ধরা, লুকায়েছ বাঁশী, আখির দোষে ধরা পড়িয়াছ আসি, যেরূপে দাও দেখা সেরূপ ভালবাসি, (আমি) ভালবাসি তোমার বিভূতি সকলই।

২। (তোমার) এই রসে ডু'বে আছে কালি-দাস, সদাই প্রসন্ন প্রেমেতে উল্লাস, রাজেন্দ্র নরেন্দ্র আদি কত দাস, ও পদ কমলে সদা করে আশ; তোমার করুণা তোমার মিলনে, কত জনে মনে শত ভাগ্য মানে, (একবার) করুণ নয়নে, চাহ মুখ পানে, (আমার) তৃষিত পরাণে দেহ সুধা ঢালি।

২

মা তোর এই মুখ খানি, সে দিন নাকিগো মা, বাঁশী বাজা-ইয়ে দেখা'য়েছিলে।

দেখি তেমন অঙ্গের গড়ন, তেমন অঙ্গের বরণ, তেমন মোহন রূপে ভুবন, যায়গো ভু'লে।

(মা তুই এ কোন বেশে আবার আ'লিগো)।

১। তুই না বনমালী ছিলি, মুণ্ডমালা নিলি, বাঁশী লুকাইলি, অসি কোথা পা'লি, চূড় নামাইলি, বেণী এলাইলি, পীত-বাস ছাড়িলি, দিগ বাস পরিলি; কই সে নুপুর খু'লে থু'লি, পায়ে জবা দিলি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ঢাকিলি বিল্বদলে।

(মা তুই এ কোন্ বেশে আবার আ'লিগো)।

২। কৈ সে মন্দ মন্দ হাসি, বঙ্কিম চাহনি, এ যে অট্টহাসি, ভঙ্গি ত্রিনয়নী, কৈ সে রাধা রাণী, এ যে শূলপাণি, কই সে সব সঙ্গিনী (এযে) ডাকিনী যোগিনী, ঢে'কে ভৃগুপদখানি, হ'লি পীনস্তনী, যদি সাজিলি জননী, কর মা কোলে। (দে তোর অসি ফে'লে)।

৩

শ্যামা মায়ের চরণ ধূলি, নিতে যদি পার একবার।

রবেনা মনের আঁধার রে, দাস হয়ে থাক্ পায় প'ড়ে তার। (থাক্‌নারে দাস পায় প'ড়ে তার)।

১। মুখ ভরা ডাক মায়ের মতন, বুক ভরা সুখ নাইরে এমন, মায়ের কোল যে শীতল কেমন, ছেলে নইলে কি জান্‌বি তার।

২। যদি মায়ের করুণা চাও, দূরে কেন স'রে দাঁড়াও, কেঁদে আগে মাটি ভিজাও রে, মা ব'লে যাও নিকটে তার (লু'টে লু'টে)।

৩। রে'খে দে তোর রূপের ডালা, শাল দোশালা ঘড়ী মালা, মায়ের নাম কর জপের মালারে, (মালার সাধ থাকিলে) পারের বেলা নিবি কি আর (নামের মালা বিনে)।

৪

(ওগো পাগলী শ্যামা) মা তুই আমার, তোর দয়া আর কোন পরাণে ভুল্‌তে পারি।

যথা তথা থাকি, তোরে সদা ডাকি, তোর লে'গে আঁখি, ঝু'রে ঝু'রে মরি।

১। মোর ক্ষুধা পে'লে, তোর ক্ষুধা হয়, কোথা হইতে এত, যোগাও সমুদয়, যে সকলে মম প্রীতি অতিশয়, তাই মুখে তু'লে দাওগো; অলসে অবশ হইগো যখন, বুক পে'তে দিয়ে করাও মা শয়ন, আমি ঘুমাই তুমি কর জাগরণ, আমারই কারণ এ জ্বালা তোমারই।

২। (এখন) ছোট খাট নই হয়েছি ডাঁগর, তবু আগের মত কত স্নেহ তোর, তেমনি আদরে চুমিয়ে অধর, কোলে ক'রে সুখী হওগো; তোমার কোমল কর পরশনে, তোমার শীতল অমিয় বচনে, তোমার রাতুল চরণ সেবনে, এ জীবন মম ধন্য মনে করি।

৩। (আমি) আগে ছিলেম ভাল পাগল কর্‌লি তুই, পাগ্‌লী মায়ের দোষে পাগল হলেম মুই, কি জানি কি করি কখন বা কি কই, আমি আর আমাতে নইগো; শত দোষে দোষী আছি মা তোর কাছে, (আমার) ধর্ম্মা ধর্ম্ম জ্ঞান পাপ

পুণ্য মিছে, ভাল মন্দ বিচার সকল আমার গিছে, কেবল মাত্র আছে ভরসা তোমারই। (তুমি যা কর শঙ্করী)।

৫

মা! তোমায় দীন দয়াময়ী বল্‌ব কি গুণে।

যদি মুখ তু'লে চাইলিনেগো মা সন্তানের পানে।

১। ভবভয়ে হ'য়ে ভীত, মা মা ব'লে ডাকি কত, তুমি মা হ'য়ে বিমাতার মত, শুন না কাণে।

২। মা তোমার সুপুত্র যারা, স্বগুণে পবিত্র তারা, এই নির্গুণ কুপুত্রে তারা রেখো চরণে।

৬

ওগো পাগলী শ্যামা, তুই যদি মা, ক্ষমা ক'রে না লইবি।

তবে কার কাছে আর যাব, কার মুখ পানে চাব, (আমার মনের ব্যথা কারে কব মা), কারে মাকে মা ডাকিব তাই বলিবি (যদি তুই না চা'বি)।

১। মাগো আপন ছেলে যদি ধূলাকাদায় থাকে, মা'র মতন মা হ'লে ধু'য়ে লয় মা তাকে, গায়ে ময়লা দে'খে, দূরে ফেলে রাখে, মায়াশূন্য এমন, কার মা কোথা থাকে; কেবল আপনা গা বাঁচা'য়ে, আমার ধূলায় থুয়ে, তুই কি হাত পা ধু'য়ে গিয়ে খাটে শু'বি (আমায় ধুলায় থুয়ে) (আমায় না ছুইবি)।

২। মাগো, মায়ের কাছে ছেলে হাজার দোষ করে, তা ব'লে কি তারে আছাড়িয়ে মারে, ভাল পথ ছে'ড়ে, কুপথ যদি

ধরে, (যেন) সে পথে না যায় ব'লে ফিরায় তারে; লোকে আপনা পাগলবান্ধে, পরের পাগল নিন্দে, তুই কি আমায় ফে'লে ফান্দে, লোক হাসাবি (মা তোর দয়াময়ী নাম ডুবাবি)।

৩। মাগো, এক মায়ের ঘরে দশছেলেই থাকে, সবেনা স্বভাবে সমান হয়ে থাকে, তবু মায়ের চোখে, সবায় সমান দেখে, বরং মনের টান থাকে মন্দের দিকে, না হয় ভাল ভাল দে'খে, রাখ নিয়ে তোর বুকে (হবে যার ভাগ্যে মা যেমন থাকে) (আমার তেমন কপাল হবে কৈ থে'কে, মা তোর রব বুকে), তবু এদিকে তো একবার ফিরে চা'বি (নাকি মেরে ফেল্‌বি)।

৭

তবে আমি যাই গো মা।

আর দেখা হয় বা না হয়, দাঁড়া মা দে'খে লই শ্যামা।

১। মাগো, বিদায়দে তোর কুসন্তানে, আর যেন ফিরে আসিনে, আর যেন মা মুখ দেখাইনে, তোমারে শ্যামা; যা ক'রেছি না ক'রেছি মা, সে কথা মনে রেখোনা।

২। মা হয়ে তুই যা করিলি, আমার কাছে তার কি পা'লি, ছাইয়ে যেন জল ঢালিলি কিছুই হ'লনা; (মা তুই) যেধন আমায় দিয়েছিলি, আমি তা রাখ্‌তে পেলেম না।

৩। মাগো, তোমার কোল দেবতার ভোগ্য, আমি নই সে কোলের যোগ্য, শ্রীপদে স্থান পাওয়ার ভাগ্য, আমার নাই গোমা, এই ভিক্ষা চাই তোর কাছে মা, শ্যামা নাম যেন ভুলি না।

৮

শ্যাম কি গো আজ শ্যামা হয়ে দাঁড়ালি মা আমার কাছে।
আগে তো জানিনে এত, তোর যে আবার এরূপ আছে।

১। তোর নটবর বেশ লুকাইয়ে, দেখা দিলি মেয়ে হয়ে, বরাভয় দুই হাতে নিয়ে, আলি মা কাছে, ছিলি কেমন হ'লি কেমন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মায়ের মতন, তুই যে মা সেই কাল-বরণ, চোখ দে'খে চেনা গিয়াছে।

২। দুঃখ পেয়ে মা কাঁদালে পরে, মুখমু'ছে সান্ত্বনা করে, মা বিনে আর এসংসারে এমন কে আছে; তাই বুঝি তুই মায়ের ছলে, নিতে আ'লি কোলে তুইলে, এত দয়া না থাকিলে, নাম কেন তোর মা হয়েছে।

৯

আমি কি পাগল হব রে।
মা ছেড়রে, ছেলের মত কাঁদব কত ধূলায় প'ড়ে।

১। মা যদি রইত নিকটে, তবে কি এই দশা ঘটে, পাষাণে আর মাথা কুইটে, পাবকি তারে।

২। মা যে আমার ছিল কাছে, কপাল দোষে ছেড়ে গিছে, (পোড়া) প্রাণ কেন তার পাছে পাছে গেলিনে ছেড়ে (তুই কি সুখে আর র'লি ঘরে)।

৩। এমনি ভাবে হাজত থানায়, কয়দিন আর প'ড়ে থাকা যায়, যারে পেলে পরাণ জুড়ায়, কে মিলায় তারে (আমার এমন বান্ধব কে আছেরে)।

১০

মা কি আমায় ছাড়িলি তবে।

নইলে নয়নেয় জল, কেন না নিভে।

১। আদর ক'রে আগে লয়েছ যে কোলে, সে কোল হ'তে কেন আজ ফে'লে দাও ঠে'লে, আজ কেন স'রে যাও আমি কাছে গেলে, আজ কেন মুখ ফিরাও, আমার মুখ দেখিলে, আজ কও না মা কথা, আমি মা ডাকিলে, কি জানি কপালে আর বা কত হবে।

২। না দিলি না দিলি চাইনে মা তোর কোল, আপন কপাল মন্দ কারে দোষী বল, ওপদ যুগল দিবিকিনা বল, ভব পারের আমার ঐ তো সম্বল, কুপাত্রই বল কুপুত্রই বল (যা হয় তা হয় বলগো শ্যামা), করিসনে মা তল পুত্রে শত্রু ভেবে (দোহাই মা তোর শিবে)।

৩। এত দিন মা আমায় বুকে বুকে রে'খে, আজ কি আমার মরণ দেখ্‌বি আপন চোখে, সাধে কি পাষাণীর মেয়ে তোরে ডাকে, আমায় বিদায় দিয়ে থাকিস মা তুই সুখে, তোর মতন মা শ্যামা, ঘরে যার মা থাকে, তার ছেলে কি এমন কেঁদে বেড়া'য় ভবে।

১১

তুই যদি পাষাণী হ'লি, মা ব'লে ডাকব না মা।

যার যাবে প্রাণ ধূলা কাদায়, তবু মা তোর কোল চাব না।

১। তুই যদি না চা'লি আমায়, আমি না হয় ভুল্‌ব তোমায়, শৈশবে যার মা ম'রে যায়, তার কি দিন যায় না; দুঃখে যদি বুক ফেটে যা[illegible] কাছে মা আর কাঁদব না।

২। (মিছে) কাঁদলে কি হয় আঁচল ধ'রে, মা যদি মা না চায় ফিরে, বাঁচে বাঁচুক মরে মরুক, তবু সুধায় না; মা যারে মায়া না করে, সে কেন ডু'বে মরে না।

৩। মরি মরব ক্ষুধার জ্বালায়, থাকি থাক্‌ব গাছের তলায়, জ্বলি জ্বল্‌ব বিষের জ্বালায়, (তবু) তোমায় বল্‌ব না; যে দেশে তোর বাতাস না যায়, (গিয়ে) সেই দেশে প্রাণ জুড়াব মা (যাই গো শ্যামা, সেই দেশে যাই, বিদায় দে মা)।

১২

(মা গো শ্যামা) কেমনে যাব তোর কাছে। তোরে মুখ দেখাবার মুখ কৈ আছে।

১। সদা ভয়ে থাকি জড়সর, (যেমন) আসামী হাকিমের কাছে; আমি শত শত দোষের দোষী তাই মা, ভয় করি বা মার পাছে।

২। সন্তানে মায়া মমতা, তোমার তা সকলই আছে; মায়ের প্রতি ভক্তি নতি, আমার সব মাটি হয়েছে।

৩। তোর কাছে ঘনাতে পারি, হৃদয়ে সে বল কৈ আছে; যদি তেমন ক'রে গ'ড়ে না লও, এ যাত্রা মোর গেল মিছে।

৪। যাবত না মা তেমন হব, তাবত না যাব তোর কাছে; মা তুই স'য়ে থাকিস্ মনে করিস কুসন্তান তোর ম'রে গিছে।

উপজ।

কেন কাঁদ্‌বি গো মা, কুসন্তানের লে'গে কেন কাঁদবি গো। মায়ে বড় সাধ ক'রে, পুত্র বাঞ্ছা করে (তাহে) সুপুত্র যদি না

হ'ল ; তবে ভেবে দেখ্ মা চিত্তে, কুপুত্র হইতে বংশলোপ বরং ভাল। আমা হেন জন, শত অভাজন, থাকিলে কেবলই দুঃখ ; বংশের তিলক, একটী বালক বাঁচিলে মায়ের সুখ। কেন কাঁদবি গো মা, কুসন্তানের লেগে কেন কাঁদবি গো, মা তুই স'য়ে থাকিস, মনে করিস, কুসন্তান তোর ম'রে গিছে।

১৩

সাধে কি আনন্দময়ী নাম রেখেছি মা তোর শ্যামা।
আনন্দ প্রতিমা মা তুই, তুই বিনে নাই তোর তুলনা।

১। তোর, নয়নে আনন্দ নাচে, বয়ানে আনন্দ ভাসে, দশনে আনন্দ হাসে, ওগো মা শ্যামা ; চরণে আনন্দ লুটে, গমনে আনন্দ ছুটে. বচনে আনন্দ ফুটে, আনন্দ তোর গায় ধরে না।

২। কত, আনন্দ তোরে ভাবিলে, আনন্দ তোরে ডাকিলে, আনন্দ তোরে দেখিলে, কত পাই গো মা, আনন্দ তোর নাম শুনিলে, আনন্দ তুই কাছে এলে, (গেলে) আনন্দময়ী মা'র কোলে, নিরানন্দ ঘু'চে যায় মা।

১৪

অধম সন্তানে কি মা এত দিনে প'ড়েছে মনে।
এ আশা না ছিল আমার, তুই চাবি আর নয়ন কোণে।

১। আমি তোমার কে গো শ্যামা, তোমার কাজ কৈ কি করি মা, তবে যে কর করুণা, সে তোমার গুণে ; মা মা ব'লে না কাঁদলে মা, কে কারে দেয় কোলে টে'নে।

২। আমি ম'লে কি আসে যায়, বরং মা তোর পরাণ জুড়ায়, তবে আবার খুঁজলি আমায়, কেন জানিনে; যে আপদে এত জ্বালায়, সে আপদ কে ডে'কে আনে।

৩। তুই, পাষাণী পাষাণের মেয়ে, তাই থাকিস মা এত স'য়ে, অন্যে হ'লে এমন ছেলে ফে'লে দেয় বনে; শত জন্মের পুণ্য ফলে, তোর মতন মা পায় সন্তানে,।

